মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৭

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমি আমার উম্মতের কিছু দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। কিন্তু আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ...অতঃপর তাদের পরিচয় সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদেরই মত ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, গোপনে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয় সমূহে লিপ্ত হবে’ *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
রবীউল আউয়াল-রবীঃ আখের ১৪৩৯ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৪ বাং
ডিসেম্বর ২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে কুরআন :**
♦ সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**
♦ মুমিন কিভাবে দিন অতিবাহিত করবে *(২য় কিস্তি)* ১০
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
♦ আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব *(৩য় কিস্তি) -অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ* ১৯
♦ আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা *(২য় কিস্তি) -অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ২৩

◈ **সরেযমীন প্রতিবেদন :** ২৮
♦ নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ **মনীষী চরিত :** ৩১
♦ মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ) *(৩য় কিস্তি)*
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩৫
♦ জন্মভূমি থেকে আবুবকর (রাঃ)-কে বহিষ্কার ও তাঁর অসীম ধৈর্য
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৭
♦ সাইনোসাইটিস ♦ পলিপাস চিকিৎসা

◈ **ক্ষেত-খামার :** আখ চাষ পদ্ধতি ৩৮

◈ **কবিতা :** ৩৯
♦ আমার দেশ ♦ দুনিয়াবী স্বার্থ ভুলে
♦ আত-তাহরীক ♦ হায় রোহিঙ্গা!

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪০

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৩

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

ওয়াহ্হাবী সংস্কার আন্দোলন

আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে একটি দল রয়েছে, যারা সত্য পথে চলে ও সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে'। 'যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে আমরা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমনভাবে যে তারা বুঝতেও পারবে না'। 'আর আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি সুনিপুণ'। 'তারা কি ভেবে দেখে না যে তাদের সাথীর (মুহাম্মাদ) মধ্যে কোন মস্তিষ্ক বিকৃতি নেই? তিনি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র' *(আ'রাফ ৭/১৮১-৮৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর মাথায় একজন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি উম্মতের কল্যাণে তাদের দ্বীনকে সংস্কার করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪২৯১; মিশকাত হা/২৪৭)*। মিসরের খ্যাতনামা বিদ্বান শায়খ মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফাক্বী (১৮৯২-১৯৫৯ খৃ.) বলেন, 'ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ছিলেন 'দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীর মুজাদ্দিদ'। মুসলিম সমাজে এ আন্দোলনের প্রভাব কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা প্রখ্যাত শল্যবিদ ও দার্শনিক আব্দুল করীম আল-খত্বীব (১৯২১-২০০৮ খৃ.) বলেন, 'নিঃসন্দেহে ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল এক প্রচণ্ড নিনাদসম্পন্ন মিসাইলের মত; যা বিস্ফোরিত হয়েছিল এক গভীর রাতের অমানিশার মাঝে, যখন মানুষ ছিল নিদ্রামগ্ন। এর আওয়াজ ছিল এমনই তীব্র ও সুদূরপ্রসারী যে তা সমগ্র মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং তা যেন সুদীর্ঘকাল পর নিদ্রাচ্ছন্ন বুভুক্ষ পাখীকে আপন বাসস্থানে চঞ্চল করে তুলেছিল' *('আত-তাহরীক' জুন'১১ পৃ. ২৯)*।

নাজদের অবস্থা : ওয়াহ্হাবী সংস্কার আন্দোলনের উপর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ হুসাইন বিন গান্নাম (মৃ. ১৮১১ খৃ.) বলেন, নাজদের শহরাঞ্চলের মানুষ কবরপূজা, বৃক্ষপূজা, পাথরপূজা, পীরপূজা প্রভৃতিতে লিপ্ত ছিল। জুবাইলাতে হযরত যায়েদ ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কবরপূজা হ'ত। এছাড়াও সেখানে আরও বহু ছাহাবীর নাম সংযুক্ত কবর ছিল। যেখানে পূজা হ'ত। কার্যতঃ নাজদের প্রতিটি গোত্রে ও উপত্যকায় বিশেষ বৃক্ষ ও কবর ছিল, যেখানে পূজা হ'ত। তারা সরাসরি মূর্তিপূজা না করলেও কবরপূজাকে তারা মূর্তিপূজার মতই করে ফেলেছিল। তাদের অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্র চাইতে কবরবাসীকেই বেশী ভয় পেত এবং তাকেই অধিক প্রয়োজন পূরণকারী মনে করত'। হুসাইন বিন গান্নাম আরও বলেন, কেবল নাজদেই নয়, এমনকি খোদ মক্কাতেও বিভিন্ন ছাহাবীর নামে মাযার গড়ে উঠেছিল। মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে রীতিমত তীর্থস্থানে পরিণত করা হয়েছিল। লোকেরা হজ্জের চাইতে নবীর কবর যেয়ারতকে অধিক গুরুত্ব দিত'।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২ খৃ.)-এর আবির্ভাব : এমনি এক নাযুক পরিস্থিতিতে বর্তমান সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদের ৭০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'উয়ায়না' শহরে ১১১৫ হি./১৭০৩ খৃ. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর জন্ম হয়। পরে সেখানকার আমীরের সাথে মতপার্থক্যের কারণে তাঁর পিতা ১১৩৯ হি./১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে হুরায়মিলাতে হিজরত করেন। সেখানে ১৭২৯ সালে পিতার মৃত্যুর পর তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন এই যুগসংস্কারক সেখানে ১৪ বছর পুরোদমে দাওয়াতী কাজ করেন (১১৩৯-৫৩ হি./১৭২৬-৩৯ খৃ.)। বছরাতে গিয়ে তিনি যখন বলেন, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তখন লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। অবশেষে তিনি নেতাদের কোপানলে পড়েন। তিনি 'কিতাবুত তাওহীদ' বই লেখেন। তাতে আলেমগণ ক্ষিপ্ত হন। ইতিমধ্যে সর্বত্র তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর ১১৫৩ বা ১১৫৫ হিজরীতে তিনি জন্মস্থান উয়ায়নাতে ফিরে যান। সেখানকার আমীর ওছমান বিন মুহাম্মাদ শায়খের দাওয়াত কবুল করেন। অতঃপর তাঁর সহযোগিতায় তিনি যখন নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতে মনোনিবেশ করেন, তখন বিদ'আতী আলেম ও ছূফীবাদীরা একযোগে তার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিতে থাকে। তারা পার্শ্ববর্তী আহসা রাজ্যের আমীর সুলায়মানের নিকট নানাবিধ মিথ্যা অভিযোগ পেশ করে। তিনি শায়খের সমাজ সংস্কারমূলক তৎপরতাকে নিজের জন্য হুমকি মনে করলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উয়ায়নার আমীর ওছমানের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে তিনি শায়খকে উয়ায়না থেকে চলে যেতে বলেন। অতঃপর শায়খ ১১৫৭ হি./১৭৪৬ খৃ. দিরঈইয়াতে গমন করেন। যা রাজধানী রিয়াদ থেকে প্রায় ২০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানকার স্বাধীনচেতা আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদ তার দাওয়াত কবুল করেন এবং আনুগত্যের বায়'আত নেন। এই বায়'আতই ঐতিহাসিক 'দিরঈইয়া চুক্তি' নামে পরিচিত। যা দুই মুহাম্মাদের ভাগ্যকে একসূত্রে গেঁথে দেয়। আর এর মাধ্যমেই আরব উপদ্বীপের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন মোড় নেয়। সূচনা হয় আধুনিক ইসলামী রেনেসাঁ ও আরবীয় গণজাগরণের পাদপীঠে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়'। এই চুক্তির পর ছোট্ট দিরঈইয়া রাজ্য অতি শীঘ্র ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং শায়খের দাওয়াতী তৎপরতাও বাধামুক্ত হয়। ফলে নাজদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের ঢল নামা শুরু হয় তার দরসগাহে'।

নাজদ সহ রিয়াদ, আল-ক্বাছীম, হায়েল, সুদায়ের, আহসা, মক্কা ও মদীনাসহ আরবের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর দাওয়াত পৌঁছে যায়। হজ্জের সময় আগত হাজীদের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে তথা মিসর, সুদান, সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি শিরক-বিদ'আত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। এতে সাধারণ মানুষ ছাড়াও অনেক আলেম-ওলামা তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তখন ১১৫৮ হিজরীতে পার্শ্ববর্তী উয়ায়না রাজ্যের আমীর ওছমান তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং স্বীয় রাজ্যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার করেন। এছাড়া হুরায়মিলা ও মানফূহার অধিবাসীরাও তাঁর হাতে বায়'আত নেন। এভাবে জাযীরাতুল আরবে তাঁর আন্দোলন এক মযবূত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যায়।

এভাবে বাতাস যখন এ আন্দোলনের অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছিল, চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, তখন নাজদ ও আরব উপদ্বীপের ঈর্ষান্বিত বিদ'আতপন্থী আলেম-ওলামা, ছূফী, কবরপূজারী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাধর আমীর-ওমারাগণ তাঁর চূড়ান্ত বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তারা তাঁকে খারেজী, কাফের, বিদ'আতী নানা অপবাদ দিয়ে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং আন্দোলনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘাতের চক্রান্ত করে। ফলে দিরঈইয়ার আমীরের সাথে তাদের সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরপর থেকে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষে ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রিয়াদ দখলের মাধ্যমে আমীর আব্দুল আযীয ইবনে সঊদ-এর নেতৃত্বে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের বিশুদ্ধ ইসলামী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যযুক্ত আধুনিক সঊদী আরবের গোড়াপত্তন হয়। যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

মৌলিকভাবে ৬টি বিষয়ে তাঁর দাওয়াত সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে : (১) তাওহীদে ইবাদত : আল্লাহ বলেন, 'আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ৩৬)*। এর আলোকে তিনি সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্বের আহ্বান জানান ও অন্যের নামে নযর-মানত নিষেধ করেন। **(২) অসীলা পূজা :** আল্লাহ বলেন,

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

Contents

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ لْحَكِيمُ-

'তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল'। 'আর তাদের অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়' *(জুম'আহ ৬২/২-৩)*।

প্রথম আয়াতে নবী যুগের লোকদের কথা বলা হয়েছে এবং শেষের আয়াতে নবী পরবর্তী ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন শেষনবী হিসাবে এবং তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন ও ইনসানের নবী। এর দ্বারা এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র অভ্রান্ত শিক্ষার মাধ্যমেই সকল যুগের জাহেলিয়াত দূর করা সম্ভব। অন্যকিছু দ্বারা নয়। আর এর মধ্যেই রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী।

ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর মন্তব্য :

হাফেয ইবনু কাছীর *(রাহেমাহুল্লাহ)* বলেন, আরবের লোকেরা প্রাচীনকালে ইবরাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিল। পরে তারা তাওহীদকে শিরকে এবং ইয়াক্বীনকে সন্দেহে রূপান্তরিত করে। এছাড়াও তারা বহু কিছু বিদ'আতের প্রচলন ঘটায়। একই অবস্থা হয়েছিল তওরাত ও ইনজীলের অনুসারীদের। তারা তাদের কিতাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাতে শাব্দিক যোগ-বিয়োগ করেছিল, রূপান্তর করেছিল ও দূরতম ব্যাখ্যা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন পূর্ণাঙ্গ শরী'আত দিয়ে, যা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে শামিল করে। যাতে রয়েছে তাদের হেদায়াত এবং তাদের জীবিকা ও পরকালীন জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের ব্যাখ্যা'...।[১]

দূর অতীতে জাহেলী আরবের যে পতিত অবস্থা ছিল, আধুনিক যুগে মানবজাতির অবস্থা তার চাইতে অধঃপতিত। সেদিন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেভাবে সমাজে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেই পথই হ'ল সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী। এর বিপরীত পথে গেলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং সমাজে ব্যাপক অনাচার ও ধ্বংস নেমে আসবে। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি প্রতিবেশী মিয়ানমারে মানবতার যে পরাজয় আমরা দেখেছি, সেই সাথে বিশ্বের সভ্যতাগর্বী দেশ সমূহের নেতাদের যে অমানবিক আচরণ আমরা লক্ষ্য করছি, তা পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংসের আলামত ছাড়া কিছু নয়। এমতাবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্বের উন্নয়ন ও মানবতার বিজয় সাধনের জন্য সাময়িক কোন রাজনৈতিক টোটকা নয়। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের স্থায়ী কর্মসূচী প্রদান ও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করার কোন বিকল্প নেই।

উপরোক্ত আয়াতে সমাজ সংস্কারের যে কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে, তা দু'টি শব্দে উল্লেখ করা যায়। তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ। অর্থাৎ পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা। যার মাধ্যম ছিল কিতাব ও হিকমাহ। তথা কুরআন ও সুন্নাহ। এতে দুনিয়ার উপরে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। যাতে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্মশুদ্ধিতার তীব্র অনুভূতি। ফলে তার যে কর্মতৎপরতা দুনিয়াকে কেন্দ্র করে চলছিল, তা নিমেষে আখেরাত কেন্দ্রিক হয়ে যায়। তার পার্থিব জীবনে এসে যায় ব্যাপক পরিবর্তন। যা সে আগে ভাবতেই পারত না। সে এখন দুনিয়া করে আখেরাতে মুক্তির আশায়। জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনায় দুনিয়ার ভোগবিলাস তার কাছে এখন তুচ্ছ। কিন্তু শয়তান তাকে ছাড়ে না। সে প্রতি মুহূর্তে ওঁৎ পেতে থাকে তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য। তাই প্রয়োজন হয় তাকে নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে আখেরাতমুখী করে রাখার। এখন সে মুখাপেক্ষী হয় সংস্কারক নেতার ও সংগঠনের। যা তাকে সর্বদা ভ্রান্তি থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। এটাই হ'ল পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা।

পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করা এবং নিড়ানী ও পানি সরবরাহের মাধ্যমে নিয়মিত পরিচর্যা করে যেভাবে একটি চারাগাছকে বড় ও ফলবন্ত করা হয়, সেভাবে ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়মিত পরিশুদ্ধি ও পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয়। তাতে সুন্দর ফল আসে এবং সমাজ সুস্থ ও ফলবন্ত হয়। নইলে বিপরীত ফলে ব্যক্তি ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়। প্রত্যেক নবী-রাসূল একাজই করেছেন। তাদের যথার্থ অনুসারী নেতাগণ চিরকাল এভাবেই ব্যক্তি পরিচর্যা ও সমাজ

---

১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা জুম'আ ২ আয়াত; وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَدَّلُوهُ وَغَيَّرُوهُ، وَقَلَبُوهُ وَخَالَفُوهُ، وَاسْتَبْدَلُوا بِالتَّوْحِيدِ شِرْكًا وَبِالْيَقِينِ شَكًّا، وَابْتَدَعُوا أَشْيَاءَ لَمْ يَأْذَنْ بِهَا اللهُ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ قَدْ بَدَّلُوا كُتُبَهُمْ وَحَرَّفُوهَا وَغَيَّرُوهَا وَأَوَّلُوهَا، فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِشَرْعٍ عَظِيمٍ كَامِلٍ شَامِلٍ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، فِيهِ هِدَايَتُهُمْ، وَالْبَيَانُ لِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ،...

সংশোধনের কাজ করে গেছেন। যখন কোন সমাজে কোন সংস্কারক নেতার আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। যদিও অধিকাংশ লোক থাকে হঠকারী অথবা শৈথিল্যবাদী ও আপোষমুখী। কিন্তু সংস্কারকগণ তাতে থেমে যান না। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ-

‘আমার পূর্বে আল্লাহ এমন কোন নবীকে তার উম্মতের মধ্যে পাঠাননি, যাদের মধ্যে তার জন্য ‘হাওয়ারী’ বা আন্তরিক সহচরবৃন্দ ছিল না। এছাড়া তাদের আরও সাথী ছিল, যারা তাদের নবীর সুন্নাতের উপরে আমল করত এবং তার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করত। অতঃপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হ’ল যারা এমন সব কথা বলত, যা তারা করত না। আবার নিজেরা এমন কাজ করত, যার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়নি। অতএব (আমার উম্মতের মধ্যেও ঐরূপ লোক দেখা গেলে) যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজের হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে (পূর্ণ) মুমিন। যে ব্যক্তি যবান (ও কলম) দ্বারা জিহাদ করবে, সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি (কমপক্ষে) অন্তর দ্বারা (ঘৃণার মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই’।[২]

এখানে ‘জিহাদ’ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আর এই প্রচেষ্টার মূল ও প্রথম অংশ হ’ল দাওয়াত। পুঁতিগন্ধময় সমাজ থেকে বাতিল হটাতে গেলে তাওহীদের প্রতি নিরন্তর দাওয়াত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাজটিই করে গেছেন তাঁর সমগ্র নবুঅতী জীবনে। তাঁর নবুঅতকালে যেমন মাক্কী জীবনের নির্যাতন ও অসহায়ত্ব এবং মাদানী জীবনের যুদ্ধ ও বিজয় এসেছিল। একজন দাঈর জীবনেও সেরূপ আসতে পারে। মনে রাখা আবশ্যক যে, শেষনবী হিসাবে এবং দ্বীনের পূর্ণতা দানকারী হিসাবে তাঁর জীবনে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে এটা ঘটেছিল। কিন্তু অন্য দাঈদের জীবনে সেটা ঘটতেই হবে এমনটি নয়। বরং তাদের জীবনে মাক্কী জীবনের নির্যাতন ও অসহায়ত্বই বেশী থাকবে। দুনিয়াবী বিজয়ের সৌভাগ্য কমই থাকবে। বিগত দেড় হাযার বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্যই প্রদান করে।

২. মুসলিম হা/৫০; মিশকাত হা/১৫৭ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

এখানে এযুক্তি অচল যে, যেহেতু ইসলামের পূর্ণতা এসেছে সশস্ত্র বিজয়ের মাধ্যমে, অতএব সর্বদা রাজনৈতিক ও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে প্রত্যেক দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করতেই হবে। নইলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না। কেননা তাতে ইসলামের ধর্মীয় আবেদন শেষ হয়ে যাবে। স্রেফ ক্ষমতান্ধ একটি আগ্রাসী রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে চিহ্নিত হবে। যা হবে ইসলামের জন্য সবচাইতে ক্ষতিকর। যে ক্ষতি ইতিমধ্যেই করেছে ক্ষমতা লোভী ব্যক্তিরা ও জঙ্গীবাদীরা।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম হবে দু’টি : দাওয়াত ও জিহাদ। অর্থাৎ নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতি দাওয়াত এবং শিরক-বিদ‘আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ। মূলতঃ দু’টিই সমান্তরালভাবে করার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসে। নইলে কথা ও কর্ম পৃথক হ’লে বরং উল্টা ফল হবে।

(১) দাওয়াত ও তার পদ্ধতি :

আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ-

‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে’। ‘যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের সাথে করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য নিশ্চয়ই সেটি উত্তম’। ‘তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর তোমার ধৈর্য ধারণ হবে কেবল আল্লাহ্র সাহায্যে। তাদের উপর দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না’ (নাহল ১৬/১২৫-২৭)।

(২) জিহাদ ও তার পদ্ধতি :

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ- تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

‘হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?’ ‘সেটা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে

Contents

তোমাদের মাল ও জান দিয়ে । এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ' (ছফ ৬১/১০-১১)।

এই জিহাদ হবে আক্বীদা ও আমল, জান ও মাল সবকিছুর মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৩] ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআন ও হাদীছে মালের কথা আগে বলা হয়েছে। তার কারণ জিহাদের জন্য প্রথমে মালের প্রয়োজন হয়ে থাকে।[৪]

আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন 'জিহাদ', যবান ও কলমের মাধ্যমে ও নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনাটাও তেমনি 'জিহাদ'। এর জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাও তেমনি 'জিহাদ'। বরং কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে জিহাদই স্থায়ী ফলদায়ক। যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তিত হয়। আর সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার অধিকার কেবল জামা'আতে 'আম্মাহ তথা রাষ্ট্রনেতার, অন্য কারু নয়। যেমন মাদানী জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর এবং পরবর্তীতে খলীফাগণের অধিকারে ছিল।

ফলাফল :

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ- 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলি দৃঢ় করবেন'। 'আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্মগুলি নিস্ফল করে দিবেন' (মুহাম্মাদ ৪৭/৭-৮)। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ- 'আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' (হজ্জ ২২/৪০)। এখানে আল্লাহকে সাহায্য করা অর্থ তাঁর দ্বীনকে ও নবীকে এবং আল্লাহ্র বন্ধুদেরকে সাহায্য করা (কুরতুবী, ক্বাসেমী)। যার ব্যাখ্যা হ'ল সার্বিক জীবনে যথাযথভাবে দ্বীন পালন করা, তার হালাল-হারামের বিধান সমূহ মেনে চলা এবং যথার্থভাবে দ্বীনের প্রচার করা। এটা করলেই তিনি আমাদের সাহায্য করবেন ও আমাদের পাগুলিকে দৃঢ় করবেন। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে স্থিতি ও দৃঢ়তা প্রদান করবেন। যেমন তিনি বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ- وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ-

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতির বদলে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। (শর্ত হ'ল) তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরে যারা অবাধ্য হবে তারাই হবে পাপাচারী'। 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পারে' (নূর ২৪/৫৫-৫৬)। আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ- 'তিনি আরও একটি অনুগ্রহ দান করবেন যা তোমরা পসন্দ কর। (আর তা হ'ল) আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অতএব তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও' (ছফ ৬১/১৩)।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি সমূহ :

(১) আল্লাহ্র জন্য বিশুদ্ধচিত্তে কাজ করা। আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর তার প্রতি খালেছ আনুগত্য সহকারে' (যুমার ৩৯/২)। কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্য ব্যতীত কখনোই চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না। যে আল্লাহ আমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, আমাকে কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন, আমি অবশ্যই প্রাণ ভরে তার শুকরিয়া আদায় করব। আমি অবশ্যই সেই কাজ করব যে কাজে তিনি খুশী হন এবং সে কাজ ছাড়ব, যে কাজে তিনি নাখোশ হন। জীবন সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে আমি তাঁকে স্মরণ করব। তাঁর নিকটে সাহায্য চাইব এবং সর্বদা তাঁরই উপর ভরসা করব। তিনি সরাসরি আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন এবং গায়েবী মদদ করবেন। আমার কাজে কোন লোক দেখানো বা লোক শুনানো উদ্দেশ্য থাকবে না। যখন সকল মানুষ আমাকে পরিত্যাগ করবে, তখন আমি বলব, যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)। رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ- 'হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি জান

৩. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৩১; মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৪. কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ৪১ আয়াত, ৮/১৩৯।

যা কিছু আমরা গোপন করি ও যা কিছু আমরা প্রকাশ করি। আর যমীন ও আসমানের কোন কিছুই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না' (ইবরাহীম ১৪/৩৮)। তিনি পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে বলেছিলেন, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– 'হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (ইবরাহীম ১৪/৩৬)। একইভাবে নিজ কওম বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে নবী মূসা (আঃ) বলেছিলেন, رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ– 'হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি। অতএব তুমি আমাদের উভয়ের ও এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়ছালা করে দাও' (মায়েদাহ ৫/২৫)।

(২) জ্ঞান ও দূরদর্শিতা :

এখানে 'জ্ঞান' বলতে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান। 'দূরদর্শিতা' বলতে আখেরাতে কল্যাণের দূরদর্শিতা। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ– 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' (ইউসুফ ১২/১০৮)।

কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান এজন্য যে, এদু'টিই হ'ল অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস এবং এজ্ঞানই মানুষকে আখেরাতে কল্যাণের পথ দেখায়। লৌকিক জ্ঞান যেকোন সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'তে পারে। যাকে এ দুই অভ্রান্ত সত্যের আলোকে যাচাই করতে হয়। অতঃপর আখেরাতে কল্যাণের দূরদর্শিতা এজন্য যে, লৌকিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দূরদর্শিতা কেবল নগদ লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যা ভবিষ্যতে অনেক সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আখেরাতে কল্যাণ ভিত্তিক দূরদর্শিতা চিরন্তন মঙ্গলের পথ দেখিয়ে থাকে। আর যে জ্ঞান মানুষকে চিরন্তন কল্যাণের পথ দেখায়, সেটাই হ'ল 'জাগ্রত জ্ঞান'। সে পথেই কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে আহ্বান করে থাকে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানবজাতিকে সেদিকে আহ্বান করার জন্যই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। যুগে যুগে ইসলামের সনিষ্ঠ অনুসারীগণ সেদিকেই মানুষকে আহ্বান করবে। উক্ত আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (১) মানুষকে স্রেফ আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানাতে হবে। (২) আখেরাতে মুক্তির জন্য জাগ্রত জ্ঞান সহকারে ডাকতে হবে। বাপ-দাদা বা প্রচলিত প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সংকীর্ণ জ্ঞান সহকারে নয়। (৩) একাকী নয়। অনুসারীদের সাথে নিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে সংস্কারের কাজ করতে হবে। এর মধ্যে সংগঠনের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। (৪) মুশরিকদের দলভুক্ত হওয়া যাবে না এবং কোনরূপ শিরকী প্রথা ও আদর্শের সাথে আপোষ করা যাবে না।

(৩) তাওহীদের আহ্বানের মাধ্যমেই দাওয়াত শুরু করতে হবে :

আল্লাহ্র আনুগত্য এবং অন্যের আনুগত্য একসঙ্গে চলে না। তাই প্রথমে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। যেমন হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তুমি আহলে কিতাবদের নিকটে যাচ্ছ। অতএব তুমি প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দাও। এটা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের দাওয়াত দাও। এটা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে তাদের সম্পদের যাকাত আদায়ের কথা বল। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এটা মেনে নিলে তুমি তাদের থেকে যাকাত নাও এবং তাদের উত্তম মাল সমূহ থেকে বিরত থাক। আর তুমি মযলূমের বদদো'আ থেকে সাবধান থাক। কেননা মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই'।[৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ডাক' (মুসলিম হা/১৯ (৩১)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, কালেমা শাহাদাতের দিকে ডাক' (মুসলিম হা/১৯ (২৯)। সবগুলি একই মর্ম বহন করে।

বস্তুতঃ তাওহীদের দাওয়াতের মধ্যেই রিসালাতের প্রতি আনুগত্যের কথা রয়েছে। যা কালেমায়ে শাহাদাতের স্বীকৃতির মাধ্যমে উচ্চারিত হয়। অমুসলিমদের নিকট প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দানের কারণ হ'ল এই যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে অথবা আল্লাহ্র সাথে অন্যের আনুগত্যকে শরীক করে থাকে। আনুগত্যের পরিবর্তন ব্যতীত বিধান প্রদানের কোন অর্থই হয় না। কেননা তাতে বিধান কার্যকর হবে না। বরং পরিত্যক্ত হবে। তাওহীদ হ'ল বিশ্বাসের বস্তু। এটা মেনে নেওয়ার পরেই ফরয বিধান সমূহ একে একে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমাজ সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সর্বাগ্রে বিশ্বাসের পরিবর্তন আবশ্যক। উক্ত হাদীছে তাওহীদের পর কেবল ছালাত ও যাকাতের কথা এসেছে। প্রথমটি নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য এবং দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য। দু'টিই মানব জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ নীতি সকল যুগে প্রযোজ্য। যারা ছালাত আদায় করেন, অথচ নানা অজুহাতে ফরয যাকাত আদায় করেন না, তারা বিষয়টি অনুধাবন করুন। বস্তুতঃ নিয়মমাফিক যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থা না থাকায়

৫. বুখারী হা/৭৩৭২, ১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯ (২৯, ৩১); মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।

মুসলিম সমাজে ধন বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং পুঁজিবাদীরা সুযোগ নিয়ে থাকে।

(৪) সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা :

আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ 'এমনিভাবে আমরা আয়াত সমূহ সবিস্তার বর্ণনা করি, যাতে পাপাচারীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে' (আন'আম ৬/৫৫)। উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীদের তরীকা ও অন্যদের তরীকা পৃথক। উভয় তরীকার মধ্যে আপোষ সম্ভব নয়। হেদায়াত স্পষ্ট এবং গুমরাহী স্পষ্ট। হেদায়াতের পরিণাম জান্নাত এবং গুমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম। মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে, যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করার। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক' (দাহর ৭৬/৩)। একথাই বর্ণিত হয়েছে অন্যত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 'নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে' (বাক্বারাহ ২/২৫৫)। অতএব ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের মধ্যে আপোষ সম্ভব নয়।

মুসলমান ইসলামে বিশ্বাসী। অতএব তাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্র বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের কিছু এবং কুফরীর কিছু মিলিয়ে জগাখিচুড়ী জীবন পরিচালনারও কোন সুযোগ নেই। বরং তাদের কর্তব্য হ'ল, একমুখী হওয়া এবং কথায় ও কাজে ইসলামের সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এর ফলে মিথ্যা অবশ্যই পরাভূত হবে এবং সমাজ পরিশুদ্ধ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ 'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর তা ওটাকে চূর্ণ করে দেয়। ফলে তা মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যেসব কথা বল সেজন্য আফসোস' (আম্বিয়া ২১/১৮)।

বস্তুতঃ ইসলামে হক ও বাতিল মিশ্রণের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না' (বাক্বারাহ ২/৪২)।

যুগে যুগে ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা শিরক ও বিদ'আত রূপে সর্বদা ইসলামে ভেজাল মিশানোর চেষ্টা করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। হাদীছপন্থী ওলামায়ে কেরাম সর্বদা এগুলি প্রতিহত ও পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন এবং আজও করে চলেছেন। এরাই উত্তম। যদিও সংখ্যায় কম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ: الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ– 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। যারা আমার পরে লোকেরা (ইসলামের) যে বিষয়গুলি ধ্বংস করে, সেগুলিকে পুনঃসংস্কার করে'।[৬] বস্তুতঃ হকপন্থীরা এই দলেই থাকেন। এরা না থাকলে আল্লাহ্র বিশুদ্ধ দ্বীন বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যেত। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেছেন, لَوْ لاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِىْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ– 'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত' *(শারফ ২৯ পৃ.)*।

মানুষের তৈরী মতবাদগুলি সর্বদা সংকীর্ণ স্বার্থ ও ভেজালে পূর্ণ। যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কোটি মানুষের রক্ত ঝরলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনা সমাজতন্ত্র কখনোই এক ছিল না। আর বর্তমানে দু'টি দেশই চরম পুঁজিবাদী। কিন্তু চীনারা তাদের নীতিভ্রষ্টতাকে সর্বদা কয়েকটি পরিভাষার আড়ালে ঢেকে রাখে। যেমন তারা বলে, Socialism with Chinese characteristics 'চীনা বৈশিষ্ট্য যুক্ত সমাজতন্ত্র'। তাদের আরেকটি কালো চাদর হ'ল Principal contradiction & Non Principal 'প্রধান দ্বন্দ্ব ও অপ্রধান দ্বন্দ্ব'। প্রথম পরিভাষাটি চীনাদের নিকট আপ্তবাক্যের ন্যায় প্রচলিত। দ্বিতীয়টি নিয়ে তাদের তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর মতপার্থক্য। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলিও 'হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ইসলাম' তথা Hanafied Islam কায়েম করতে চান। এছাড়াও তাদের মধ্যে রয়েছে শতশত পরস্পর বিরোধী দল ও উপদল। তাদের মধ্যেও ফরয বিধানগুলিকে প্রধান এবং অন্যগুলিকে অপ্রধান বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রকটভাবে বিদ্যমান। এমনকি শিরক ও বিদ'আত এবং হালাল-হারামের মত বিষয়গুলিতেও তাদের কোন স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। তাদের এই সংকীর্ণতার কারণেই পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম হয়নি। বাংলাদেশেও হবে না যদিনা আল্লাহ্র বিশেষ রহমত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লামা ইকবাল বলেন,

ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق

فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر

'কেবল তাওহীদ ও সুন্নাত হ'ল শান্তি ও স্থিতির পথ + তাক্বলীদের মাধ্যমে ফিৎনা-ফাসাদ ও লড়াই সৃষ্টি করো না'।

৬. আহমাদ হা/১৬৭৩৬; মিশকাত হা/১৫৯, ১৭০; ছহীহাহ হা/১২৭৩।

Contents

(৫) আচরণ নম্র হওয়া :

আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের মার্জনা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' (আলে ইমরান ৩/১৫৯)। অন্যত্র আল্লাহ স্বীয় নবী মূসা ও হারূণকে ফেরাঊনের নিকট প্রেরণের সময় বলেন, فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى- 'অতঃপর তার সাথে তোমরা দু'জন নরমভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' (ত্বোয়াহা ২০/৪৪)। এতে বুঝা গেল যে, বাতিলের সামনে হক প্রকাশের সময় নিজের আক্বীদা দৃঢ় থাকবে ও আচরণ নম্র থাকবে। ভরসা পুরোপুরি আল্লাহ্র উপরে রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ মূসা ও হারূণকে উপদেশ দিয়ে বলেন, لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি' (ত্বোয়াহা ২০/৪৬)।

সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বাতিল যেন হকপন্থীর আচরণে সন্তুষ্ট থাকে। যদিও সে হক কবুল করবে না। যেমন কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মান করত। যদিও তারা কুরআনকে মেনে নেয়নি। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ- 'বস্তুতঃ ওরা তোমাকে মিথ্যা বলে না। বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' (আন'আম ৬/৩৩)।

(৬) হেদায়াতের প্রতি লোভ থাকা :

এজন্য আল্লাহ্র তাওফীক প্রয়োজন। যাতে হকপন্থী ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের পথে ডাকার জন্য নিজের ভিতর থেকেই উৎসাহ পান। এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা (Instinct) না থাকলে শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি সমাজ সংস্কারে ব্যর্থ হবে। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূল সম্পর্কে বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ- 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল, যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বড়ই দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণের আকাংখী। তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াপরায়ণ' (তওবা ৯/১২৮)।

(৭) হক প্রকাশে ইতস্তত না করা এবং হক বিরোধীদের এড়িয়ে চলা :

যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ- 'অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর'। 'বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট' (হিজর ১৫/৯৪-৯৫)। এজন্যই দেখা যায় যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় কওমের সমর্থনের অপেক্ষা না করে সমমনা ইয়াছরিববাসীদের আমন্ত্রণে সেখানেই হিজরত করেন।

(৮) সহনশীল হওয়া এবং দ্রুত ফল লাভের আশা না করা :

যেমন আব্দুল ক্বায়েস গোত্র ইসলাম কবুল করে মদীনায় আগমন করলে এবং কাফেলার মালামাল গুছিয়ে সকলের শেষে উপস্থিত হ'লে তাদের নেতা আশাজ্জ আল-'আছরী (الأَشَجُّ العَصْرِيُّ)-কে লক্ষ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللهُ جَبَلَنِى عَلَيْهِمَا قَالَ : بَلِ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا. قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَبَلَنِى عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ

'তোমার মধ্যে দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ পসন্দ করেন, সহনশীলতা ও দূরদর্শিতা' (অর্থাৎ কোন কাজের ফল লাভে ব্যস্ততা প্রদর্শন না করা এবং লক্ষ্যে দৃঢ় থাকা ও সুফলের অপেক্ষা করা (মির'আত)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি উক্ত দু'টি গুণ দ্বারা ভূষিত হয়েছি, নাকি আল্লাহ আমাকে উক্ত দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, বরং আল্লাহ তোমাকে উক্ত দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা। যিনি আমাকে এমন দু'টি গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন, যে দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন' (আবুদাঊদ হা/৫২২৫)।

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুন্দর চরিত্র মূলতঃ স্বভাবগতভাবেই হয়ে থাকে। যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র রহমতেই লাভ করা সম্ভব। এদিক দিয়ে মানুষকে চারভাগে ভাগ করা যায়।- (১) জন্মগতভাবে চরিত্রহীন। ফলে দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমেও যার কোন পরিবর্তন হয় না। (২) জন্মগত চরিত্রবান। কিন্তু সে দাওয়াত ও পরিচর্যা পায়নি। (৩) জন্মগত চরিত্রবান নয়। কিন্তু দাওয়াত ও পরিচর্যার

মাধ্যমে চরিত্রবানদের দলভুক্ত হয়েছে। (৪) জন্মগত চরিত্রবান। অতঃপর দাওয়াত ও পরিচর্যার মাধ্যমে তা সমৃদ্ধ হয়েছে। উক্ত চারজনের মধ্যে প্রথম দু'জন যেকোন সময় পদস্খলিত হ'তে পারে। তৃতীয় জন তার চেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হবে। কিন্তু সচেষ্ট না থাকলে পদস্খলিত হবে। চতুর্থ জন সর্বোত্তম।

প্রথম দলের উদাহরণ আবু জাহল ও তার অনুসারীরা। দ্বিতীয় দলের উদাহরণ ঐসব লোক, যারা জন্মগতভাবে সৎ। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত পায়নি কিংবা পেয়েও কোন কারণবশে কবুল করেনি। এদের সংখ্যা অগণিত। তৃতীয় দলের উদাহরণ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার অনুসারী মুনাফিক, ফাসিক ও মুরতাদের দল। চতুর্থ দলের উদাহরণ আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী প্রমুখ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ শুরুতেই দাওয়াত কবুল করেছেন। কেউ দাওয়াত পেয়েও কারণবশে কবুল করেননি। কেউ সাথে সাথে কবুল করেননি, পরে করেছেন। কেউ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে কাফির-মুশরিক হয়েছে। কেউ মুনাফিক ও ফাসেক হয়েছে। এমনকি কেউ ইসলাম ছেড়ে 'মুরতাদ' হয়ে গেছে। যুগে যুগে এটা হবে। কেননা দাওয়াতদাতা ভবিষ্যতের খবর রাখেন না। আর হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। দু'টি কারণে দাওয়াত দেওয়া অপরিহার্য। ১- দাওয়াত দানের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়ত পেশ করা। ২- অন্যদের বিরুদ্ধে দলীল কায়েম করা। যেন তারা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পারে যে, আমরা দাওয়াত পাইনি।

অতএব ব্যক্তি ও সমাজ পরিশুদ্ধির জন্য সর্বাবস্থায় সহনশীলতা ও দূরদর্শিতা আবশ্যক। সেই সাথে সর্বদা আত্মশুদ্ধিতা ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ 'আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য' (হাকেম হা/৪২২১)। যেজন্য তিনি সর্বদা স্বীয় ছাহাবীগণকে উপদেশ ও পরিচর্যার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন। সংস্কারক ব্যক্তি ও নেতাদের মধ্যেও উক্ত প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ওমরাহ্র জন্য বিভিন্ন প্যাকেজে বুকিং চলছে

মুমিন কিভাবে দিন অতিবাহিত করবে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

৮. আছর ছালাত আদায় করা :

বস্তুর মূল ছায়ার এক গুণ হওয়ার পর হ'তে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হ'লে শেষ হয়। তবে সূর্যাস্তের প্রাক্কালের রক্তিম সময় পর্যন্ত আছর পড়া জায়েয আছে।[১]

ক. ফরযের পূর্বে সুন্নাত ছালাত আদায় করা : আছরের পূর্বে দুই বা চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 'নবী করীম (ছাঃ) আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ– 'তিনি আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[৩] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 'যে ব্যক্তির আছরের ছালাত ছুটে গেল, তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ছিনতাই হয়ে গেল'।[৪]

খ. আছরের ফরয ছালাত : আছরের ছালাত আদায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ– 'তোমরা ছালাত সমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। মধ্যবর্তী ছালাত বলতে আছর ছালাতকে বুঝানো হয়েছে।[৫]

আছর ছালাত ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত গোনাহের কাজ, যার ফলে আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ– 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দেয়, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়'।[৬] অন্য বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আছর ছালাত পরিত্যাগ করে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়'।[৭]

৯. জুম'আর ছালাত আদায় করা :

জুম'আর ছালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছালাত থেকে অলসতাকারীদের ঘর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।[৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ– 'অবশ্যই মানুষ জুম'আ পরিত্যাগকারী হওয়া থেকে বিরত হবে, অথবা তাদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। অতঃপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়'।[৯] তিনি আরও বলেন, مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلاَمَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، 'যে ব্যক্তি অবহেলা করে পরপর তিন জুম'আ পরিত্যাগ করল, সে ব্যক্তি ইসলামকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল'।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ، 'যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন জুম'আ পরিত্যাগ করল, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন'।[১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ– 'যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন জুম'আ পরিত্যাগ করল, তাকে মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত করা হবে।[১২] অন্যত্র বলা হয়েছে যে, 'সে মুনাফিক'।[১৩]

জুম'আর ছালাতের ফযীলত :

জুম'আর দিন সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। এদিন আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত মহিমান্বিত। এইদিন নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকে'।[১৪] জুম'আর রাতে বা দিনে কোন মুসলিম মারা গেলে আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হ'তে রক্ষা করেন'।[১৫] এ দিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এদিনে তাঁর তওবা কবুল হয় এবং এদিনেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। এদিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অধিক হারে দরূদ পাঠ করতে হয়।[১৬]

এ দিনে ইমামের মিম্বরে আরোহন করা হ'তে জামা'আতে ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর মধ্যবর্তী সময়ে এমন একটি সময় রয়েছে, যখন বান্দার যেকোন বৈধ দো'আ আল্লাহ কবুল

---

১. আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯; মিশকাত হা/৫৮৩; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৩২৫ 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ; ছহীহুল জামে' হা/১৪০২।

২. তিরমিযী হা/৪২৯, ১১৬১; মিশকাত হা/১১৭১-৭২, সনদ হাসান।

৩. আবু দাঊদ হা/১২৭২; মিশকাত হা/১১৭২, সনদ হাসান।

৪. নাসাঈ হা/৪৭৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৮১।

৫. বুখারী হা/২৯৩১, ৪৫৩৩; মুসলিম হা/৬২৯; আবুদাঊদ হা/৪১০-১১; তিরমিযী হা/২৯৮২।

৬. বুখারী হা/৫৫৩, ৫৯৪; নাসাঈ হা/৪৭৪; মিশকাত হা/৫৯৫।

৭. ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৭৯।

৮. বুখারী হা/৬৫৭; মুসলিম হা/৬৫১-৫২; মিশকাত হা/১৩৭৮ 'জুম'আ ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ।

৯. মুসলিম হা/৮৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৯৪; নাসাঈ হা/১৩৭০; মিশকাত হা/১৩৭০।

১০. আবু ইয়া'লা, ছহীহ আত-তারগীব হা/৭৩৩; ছহীহাহ হা/৩২০১।

১১. আবু দাউদ হা/১০৫২; নাসাঈ হা/১৩৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৩; মিশকাত হা/১৩৭১।

১২. ছহীহ আত-তারগীব হা/৭২৯; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৪।

১৩. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৮৫৭, সনদ হাসান ছহীহ।

১৪. ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; মিশকাত হা/১৩৬৩ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।

১৫. আহমাদ হা/৬৫৮২; তিরমিযী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১৩৬৭ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ।

১৬. আবুদাঊদ হা/১০৪৭; নাসাঈ হা/১৩৭৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৮৫; মিশকাত হা/১৩৬১, ১৩৬৩; ছহীহুল জামে' হা/২২১২।

করেন।[১৭] দো'আ কবুলের এই সময়টির মর্যাদা লায়লাতুল ক্বদরের মত বলে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, জুম'আর পূর্ণ দিনটিই ইবাদতের দিন। অন্য হাদীছ অনুযায়ী ঐদিন আছর ছালাতের পর হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ কবুল হয়।[১৮] অতএব জুম'আর সমস্ত দিন দো'আ-দরূদ, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-তেলাওয়াত ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা উচিত।[১৯] উক্ত সময়ে খত্বীব স্বীয় খুৎবায় এবং ইমাম ও মুক্তাদীগণ স্ব স্ব সিজদায় ও শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও দরূদের পরে সালামের পূর্বে আল্লাহ্র নিকটে প্রাণ খুলে দো'আ করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى– ‘যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে সাধ্যমত পবিত্র হয়ে তেল ও সুগন্ধি মেখে মসজিদে এল, দু'জনের মাঝে ফাঁকা করল না এবং সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করল। অতঃপর চুপচাপ ইমামের খুৎবা শ্রবণ করল ও জামা'আতে ছালাত আদায় করল, তার পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং আরও তিনদিনের গোনাহ মাফ করা হয়’।[২১]

তিনি আরও বলেন, مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا– ‘যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ভালভাবে গোসল করে। অতঃপর সকাল সকাল মসজিদে যায় পায়ে হেঁটে, গাড়ীতে নয় এবং ইমামের কাছাকাছি বসে ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবার শুরু থেকে শুনে এবং অনর্থক কিছু করে না, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের অর্থাৎ দিনের ছিয়াম ও রাতের বেলায় নফল ছালাতের সমান নেকী হয়’।[২২]

ক. আগেভাগে মসজিদে গমন : জুম'আর দিনে আগেভাগে মসজিদে গমন করা অতি ফযীলতপূর্ণ কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ– ‘জুম'আর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন ও মুছল্লীদের একের পর এক (নেকী) লিখতে থাকেন। এদিন সকাল সকাল যারা আসে, তারা উট কুরবানীর সমান নেকী পায়। তার পরবর্তীগণ গরু কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ ছাগল কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ মুরগী কুরবানীর (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করার) ও তার পরবর্তীগণ ডিম কুরবানীর সমান নেকী পায়। অতঃপর খত্বীব দাঁড়িয়ে গেলে ফেরেশতাগণ দফতর গুটিয়ে নেন ও খুৎবা শুনতে থাকেন’।[২৩]

খ. খুৎবার পূর্বে সাধ্যমত সুন্নাত আদায় করা : মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায়ের পর ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাধ্যমত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ– ‘যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, অতঃপর ইমামের সাথে (জুম'আর) ছালাত আদায় করল, এতে তার দু'জুম'আর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়’।[২৪]

গ. মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা : জুম'আর দিনে ওযূ করে মসজিদে এসে সুন্নাত ছালাত আদায়ের পর মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ– ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে জুম'আয় আসে এবং মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করে ও নীরব থাকে, তার ঐ জুম'আ থেকে (পরবর্তী) জুম'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[২৫]

ঘ. অনর্থক কাজ না করা : জুম'আর দিনে খুৎবা চলাকালে কথা বলা, কাউকে চুপ করতে বলা বা কোন অনর্থক কাজ করা উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ‘জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে তুমি তোমার সাথীকে যদি বল, চুপ কর, তবে তুমি অনর্থক কাজ করলে’।[২৬]

---

১৭. *মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/১৩৫৭, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ।*
১৮. *তিরমিযী হা/৪৮৯; মিশকাত হা/১৩৬০, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ।*
১৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা'আদ ১/৩৮৬।*
২০. *মুসলিম হা/৪৮২; মিশকাত হা/৮৯৪ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*
২১. *বুখারী হা/৮৮১-৮৩, ৯১০; মুসলিম হা/৮৫০; মিশকাত হা/১৩৮১-৮২, 'পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া' অনুচ্ছেদ।*
২২. *আবুদাউদ হা/৩৪৫; নাসাঈ হা/১৩৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৮৭; মিশকাত হা/১৩৮৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৪০৫।*
২৩. *বুখারী হা/৯২৯, ৩২১১; মুসলিম হা/৮৫০; মিশকাত হা/১৩৮৪।*
২৪. *মুসলিম হা/৮৫৭; 'খুৎবা শ্রবণ করা ও নীরব থাকার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩৮২।*
২৫. *মুসলিম হা/৮৫৭; 'খুৎবা শ্রবণ করা ও নীরব থাকার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; আবু দাউদ হা/১০৫০; মিশকাত হা/১৩৮৩।*
২৬. *মুসলিম হা/৮৫১; 'খুৎবা শ্রবণ করা ও নীরব থাকার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ হা/১১১০; নাসাঈ হা/১৪০২।*

Contents

ঙ. ঘাড় মাড়িয়ে অতিক্রম না করা : জুম'আর দিনে মুছল্লীদের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাওয়া ঠিক নয়। আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) বললেন, একদা জুম'আর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। নবী করীম (ছাঃ) এ সময় খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ 'তুমি বসো, তুমি লোকদের কষ্ট দিয়েছো'।[২৭]

১০. ছিয়াম পালন করা :

ক. ফরয ছিয়াম পালন করা : ছিয়াম ইসলামের তৃতীয় বা চতুর্থ রুকন[২৮] এবং ফরয ইবাদতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ 'তোমাদের নিকটে বরকতময় রামাযান মাস এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপরে এ মাসের ছিয়াম ফরয করেছেন'।[২৯]

খ. নফল ছিয়াম : নফল ইবাদতের মধ্যে নফল ছিয়াম অতীব ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি দিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'।[৩০] অন্য বর্ণনায় ১০০ বছরের পথ দূরে রাখবেন বলা হয়েছে।[৩১] বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল ছিয়াম রাখা যায়। বিভিন্ন সময়ের সাথে যুক্ত হওয়ায় এগুলির ফযীলতও ভিন্নতর। নিম্নে বিভিন্ন নফল ছিয়াম উল্লেখ করা হ'ল।

❑ মাসিক ছিয়াম :

১. শা'বান মাসের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের ফরয ছিয়ামের পর শা'বান মাসেই একটানা নফল ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পুরো মাস ছিয়াম রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এত অধিক ছিয়াম রাখতে দেখিনি'।[৩২] তিনি আরো বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বান মাসের চেয়ে অধিক ছিয়াম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি পুরো শা'বান মাসই ছিয়াম পালন করতেন'।[৩৩]

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ– 'নবী করীম (ছাঃ)-কে শা'বান ও রামাযান ব্যতীত একাধারে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।[৩৪]

অনুরূপভাবে আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِىْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ– 'শা'বান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক নফল ছিয়াম রাখতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখিনি। এ মাসের কিছু ব্যতীত পুরো মাসই তিনি ছিয়াম রাখতেন'।[৩৫]

শা'বান মাসের কয়েক দিন ব্যতীত ছিয়াম পালন করা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ ছিল। উম্মতের জন্য তিনি প্রথম অর্ধাংশ পসন্দ করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَصَوْمَ حَتَّى يَجِئَ رَمَضَانُ– 'শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রামাযান না আসা পর্যন্ত আর কোন ছিয়াম নেই'।[৩৬] তবে কেউ ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত হ'লে সে রাখতে পারে।

২. শাওয়াল মাসের ছিয়াম : রামাযানের ছিয়াম পালনের পরে শাওয়াল মাসে ৬টি ছিয়াম রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ– 'যে রামাযানের ছিয়াম রেখেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রেখেছে, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল'।[৩৭]

৩. যিলহজ্জ মাসের ছিয়াম : নফল ছিয়ামের মধ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ছিয়ামের মর্যাদা অত্যধিক। যিলহজ্জের প্রথম দশকের ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِى الْعَشْرَ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ

---

২৭. *আবু দাউদ হা/১১১৮; নাসাঈ হা/১৩৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৭১৪।*
২৮. *বুখারী হা/৮, ৪৫১৪; মুসলিম হা/১৬; তিরমিযী হা/২৬০৯।*
২৯. *নাসাঈ হা/২১১৮; মিশকাত হা/১৯৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫৫।*
৩০. *বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।*
৩১. *নাসাঈ হা/২২৫৪; ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৩০।*
৩২. *বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; নাসাঈ হা/২৩৫১; মিশকাত হা/২০৩৬।*
৩৩. *বুখারী হা/১৯৭০; নাসাঈ হা/২১৭৯।*
৩৪. *তিরমিযী হা/৭৩৬ ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৮; নাসাঈ হা/২১৭৫, ২৩৫২; মিশকাত হা/১৯৭৬, সনদ ছহীহ।*
৩৫. *আবু দাউদ হা/২৪৩৫; তিরমিযী হা/৭৩৬; নাসাঈ হা/২১৭৮, সনদ ছহীহ।*
৩৬. *ইবনু মাজাহ হা/১৬৫১; তিরমিযী হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১৯৭৬, সনদ ছহীহ।*
৩৭. *মুসলিম হা/১১৬৪; তিরমিযী হা/৭৫৯; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; মিশকাত হা/১৯৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৩২৭।*

وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَالِكَ بِشَيْءٍ-

'আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় নেক আমল আর নেই। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে ফিরে আসেনি (তার শাহাদত হওয়া এর চেয়েও অধিক মর্যাদাপূর্ণ)'।[৩৮]

৪. প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম : প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম পালন করা রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত ও পসন্দনীয় আমল। তিনদিন ছিয়াম রাখার বিনিময়ে পুরো মাস ছিয়াম রাখার সমান নেকী পাওয়া যায়। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَالِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذَالِكَ فِىْ كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اَلْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ- 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম রাখে তা যেন সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান। এর সমর্থনে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেন, 'যদি কেউ একটি ভাল কাজ করে তার প্রতিদান হ'ল এর দশগুণ' *(আন'আম ৬/১৬০)*। সুতরাং এক দিন দশদিনের সমান।[৩৯]

চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই ছিয়াম রাখা সুন্নাত। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে বলেন, হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রাখ'।[৪০] তবে কোন কারণে ঐ তিনদিন ছিয়াম রাখতে না পারলে অন্য দিনেও রাখা যাবে।[৪১]

❑ বিশেষ দিনের ছিয়াম :

৫. আরাফার দিনের ছিয়াম : আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّىْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ. 'আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[৪২]

আরাফায় অবস্থানকারী হাজীগণ এ দিন ছিয়াম পালন করবেন না। এছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র অবস্থানকারী সকল মুসলমান নফল ছিয়ামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই ছিয়াম পালন করে অশেষ নেকী অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

৬. আশূরার ছিয়াম : আশূরার ছিয়াম তথা মুহাররমের ১০ তারিখের ছিয়ামও অধিক ফযীলতপূর্ণ। ইহুদীরাও এইদিন ছিয়াম পালন করত। ফেরাঊনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ এ ছিয়াম রাখা হয়। কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে এ ছিয়াম পালন করলে শুধু কষ্ট করাই সার হবে। কারণ তার অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى- 'এই দিন উত্তম দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দান করেছিলেন, ফলে মূসা (আঃ) এই দিনে ছিয়াম পালন করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 'আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হক্বদার। অতঃপর তিনি এ দিনে ছিয়াম পালন করেন ও ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন'।[৪৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانَ- 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আশূরার ছিয়ামের ন্যায় অন্য কোন ছিয়ামকে এবং এই মাস অর্থাৎ রামাযান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি'।[৪৪]

২য় হিজরীতে রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'লে রাসূল (ছাঃ) এই নির্দেশ শিথিল করে দেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথমে আশূরার ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। পরে যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয় তখন আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেয়া হ'ল। যার ইচ্ছা সে পালন করত, যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিত।[৪৫] আশূরার ছিয়াম মুহাররমের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে রাখা যায়। তবে ৯, ১০ তারিখে রাখাই সর্বোত্তম।[৪৬]

এ ছিয়ামের ফযীলত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ- 'আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকটে আশা রাখি যে, তা বিগত এক বছরের পাপ মোচন করে দিবে'।[৪৭]

৭. দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামকে সর্বোত্তম বলেছেন। তিনি বলেন, لاَصَوْمَ

---

৩৮. ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; তিরমিযী হা/৭৫৭, সনদ ছহীহ।
৩৯. তিরমিযী হা/৭৬২; ইবনু মাজাহ হা/১৭০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৩৫; ।
৪০. তিরমিযী হা/৭৬১, সনদ হাসান ছহীহ।
৪১. মুসলিম হা/১১৬০; মিশকাত হা/২০৪৬।
৪২. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬; তিরমিযী হা/৭৪৯, সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/১৭৩০।
৪৩. বুখারী হা/২০০৪।
৪৪. বুখারী হা/২০০৬।
৪৫. বুখারী হা/১৮৯৩, ২০০১, ২০০২, ৩৮৩১, ৪৫০২, ৪৫০৪।
৪৬. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৩, টীকা-৮ দ্রঃ।
৪৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬, ৪/২৫১।

فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا– ‘দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামের উপরে উত্তম ছিয়াম নেই। তা হচ্ছে অর্ধেক বছর। (সুতরাং) একদিন ছিয়াম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও’।[৪৮]

❑ **সাপ্তাহিক ছিয়াম :** সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়ামের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখেন। তিনি বলেন, تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ– ‘প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আমলনামা সমূহ আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হয়। আমি পসন্দ করি যে, ছিয়াম অবস্থায় আমার আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হোক’।[৪৯]

১১. আল্লাহ্র যিকর করা :

যিকর এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার মাধ্যমে মুমিন হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ– ‘যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়’ *(রা’দ ১৩/২৮)*। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করা মুমিনের জন্য করণীয়। আল্লাহ বলেন, وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ– ‘আর (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্র স্মরণই সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক’ *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

আর মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ’ল কোন কিছু তাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল রাখতে পারে না। আল্লাহ বলেন, رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ– ‘ঐ লোকগুলি হ’ল তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের হৃদয় ও চক্ষু বিপর্যস্ত হবে’ *(নূর ২৪/৩৭)*। সুতরাং বেশী বেশী করে আল্লাহ্র যিকর করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ‘এবং আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(আনফাল ৮/৪৫)*।

যিকরের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলার এক দল ভ্রাম্যমান বর্ধিত ফেরেশতা রয়েছে। তারা যিকরের বৈঠকসমূহ সন্ধান করে বেড়ান। তারা যখন কোন যিকরের বৈঠক পান তখন সেখানে তাদের (যিকরকারীদের) সাথে বসে যান। আর পরস্পর একে অপরকে বাহু দ্বারা ঘিরে ফেলেন। এমনকি তারা তাদের মাঝে ও নিকটতম আকাশের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে ফেলেন। আল্লাহ্র যিকরকারীগণ যখন পৃথক হয়ে যায় তখন তারা আকাশমণ্ডলীতে আরোহণ করে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোত্থেকে আসছ? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবহিত। তখন তারা বলতে থাকেন, আমরা ভূমণ্ডলে অবস্থানকারী আপনার বান্দাদের কাছ হ’তে আসছি, যারা আপনার তাসবীহ পড়ে, তাকবীর পড়ে, তাহলীল বলে (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ-এর) যিকর করে, আপনার প্রশংসা করে এবং আপনার নিকট তাদের প্রত্যাশিত বিষয় প্রার্থনা করে।

তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করে? তারা বলেন, তারা আপনার নিকট আপনার জান্নাত প্রত্যাশা করে। তিনি বলেন, তারা কি আমার জান্নাত প্রত্যক্ষ করেছে? তারা বলেন, না; হে আমাদের প্রভু! তিনি বলেন, তারা যদি আমার জান্নাত প্রত্যক্ষ করত তাহ’লে তারা কী করত? তারা বলেন, তারা আপনার নিকট আশ্রয় চায়। তিনি বলেন, কি বিষয় হ’তে তারা আমার নিকট আশ্রয় চায়? তারা বলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার জাহান্নাম হ’তে (মুক্তির জন্য)। তিনি বলেন, তারা কি আমার জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছে? তারা বলেন, না; তারা প্রত্যক্ষ করেনি। তিনি বলেন, তারা যদি আমার জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করত তাহ’লে কী করত? তারা বলেন, তারা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তাদের মার্জনা করে দিলাম এবং তারা যা প্রার্থনা করছিল আমি তা তাদের প্রদান করলাম। আর তারা যা হ’তে আশ্রয় চেয়েছিল আমি তা থেকে তাদের মুক্তি দিলাম। অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের রব! তাদের মাঝে তো অমুক পাপী বান্দা ছিল, যে তাদের সাথে বৈঠকের নিকট দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে বসেছিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। তারা তো এমন একটি কওম যাদের সঙ্গীরা দুর্ভাগা হয় না’।[৫০]

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ. قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ذِكْرُ اللهِ– ‘আমি কি তোমাদের আমলসমূহের সর্বোত্তমটি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো না, যা তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, তোমাদের সোনা-রূপা দান করার চেয়ে এবং

৪৮. বুখারী হা/১৯৮০।
৪৯. তিরমিযী হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ।
৫০. মুসলিম হা/২৬৮৯; মিশকাত হা/২২৬৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫০২।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের শত্রুদের হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম? ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্র যিকির'।[৫১]

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ، فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِىْ يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً– 'আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও স্বয়ং তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই'।[৫২]

এরপর রাসূল (ছাঃ) যিকরকারী ও যে যিকর করে না তার উদাহরণ দিয়ে বলেন, مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ– 'যে তার প্রতিপালকের যিকর করে, আর যে যিকর করে না, তাদের উপমা হ'ল জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়'।[৫৩] অন্যত্র তিনি বলেন, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ– 'যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এরূপ দু'টি ঘরের তুলনা করা যায় জীবিত ও মৃতের সঙ্গে'।[৫৪]

মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতে হবে। এমনকি ভুলে যাওয়ার সময়ও আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا– 'আর তুমি তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ কর যখন তুমি ভুলে যাও এবং বল নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে এর চাইতে নিকটতম সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করবেন' *(কাহফ ১৮/২৪)*। আর আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিস্মৃত হ'লে মানুষ ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*।

ক. সকাল-সন্ধ্যায় যিকর করা : সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা আল্লাহ্র যিকর করা মুমিনের জন্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ– 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র তাসবীহ বর্ণনা কর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে' *(রূম ৩০/১৭)*। তিনি আরো বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ– 'আর তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর' *(আলে ইমরান ৩/৪১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ– 'আর সন্ধ্যায় ও সকালে তোমার রবের প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা কর' *(মুমিন ৪০/৫৫)*।

সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত যিকর ও তাসবীহ সমূহ পাঠ করা যায়। ১. আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত করা।[৫৫] ২. সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস তিনবার করে পাঠ করা।[৫৬] ৩. এই দো'আ পাঠ করা,

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'আমরা এবং সমগ্র জগৎ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ রাতের মঙ্গল চাই এবং এ রাতে যা আছে, তার মঙ্গল কামনা করি। আমি আশ্রয় চাই এ রাতের অমঙ্গল হ'তে এবং এ রাতে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হ'তে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা, দুনিয়ার ফিৎনা ও কবরের শাস্তি হ'তে'।[৫৭]

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকালে বলতেন, اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ. 'হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যে আমরা সকালে উঠি আবার তোমার সাহায্যেই সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নামে আমরা বেঁচে থাকি এবং তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি। তোমারই নিকট

৫১. তিরমিযী হা/৩৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯০; মিশকাত হা/২২৬৯।
৫২. বুখারী হা/৭৪০৫; মিশকাত হা/২২৬৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৮৭।
৫৩. বুখারী হা/৬৪০৭; মিশকাত হা/২২৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫০২।
৫৪. মুসলিম হা/৭৭৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৮।
৫৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৬১০।
৫৬. আবূদাঊদ হা/৫০৮২; তিরমিযী হা/৩৫৭৫; নাসাঈ হা/৫৪২৮, সনদ হাসান।
৫৭. মুসলিম হা/২৭২৩; মিশকাত হা/২৩৮১, 'সকাল-সন্ধ্যায় ও নিদ্রা যাওয়ার সময় কি বলবে' অনুচ্ছেদ।

আমাদের প্রত্যাবর্তন'। সন্ধ্যায় বলতেন, اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ 'হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই আবার তোমার সাহায্যে সকালে উঠি। তোমার নামে আমরা বেঁচে থাকি, তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নিকট রয়েছে আমাদের পুনরুত্থান'।[৫৮]

৫. সাইয়েদুল ইস্তেগফার পাঠ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে উক্ত দো'আ দিবসে পাঠ করবে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি ইয়াক্বীনের সাথে উক্ত দো'আ রাতে পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে, সেও জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৫৯]

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى، اغْفِرْ لِى، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ-

'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই'।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ-

৬. *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম*। **অথবা** সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে *'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী'* পড়বে। 'মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান'। এই দো'আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দো'আ সম্পর্কে বলেন যে, দু'টি কালেমা রয়েছে, যা রহমানের নিকটে খুবই প্রিয়, যবানে বলতে খুবই হালকা এবং মীযানের পাল্লায় খুবই ভারী। তাহ'ল *সুবহা-নাল্লা-হি....*।[৬০]

সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার আরো অনেক দো'আ, যিকর ও তাসবীহ-তাহলীল রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল।

খ. সর্বাবস্থায় যিকর করা : সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর করা মুমিনের জন্য অবশ্য করণীয়। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ- 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকর করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. 'নবী করীম (ছাঃ) সর্বক্ষণ (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্‌র যিকির করতেন'।[৬১]

যিকর কিভাবে করবে : 'যিকর' হ'ল ইবাদত, যা অবশ্যই সুন্নাতী তরীকায় করতে হবে। এটা নীরবে চুপে চুপে করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তিনি আরো বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ- 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*।

কুরআন ও হাদীছে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা যিকর করতে হবে। শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিক্‌র করা বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কাজ। আর সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে, لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বলা।[৬২]

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত অধিকাংশ যিকরই নিজেদের রচিত। কুরআন হাদীছে যার কোন ভিত্তি নেই। অথচ এগুলির মাধ্যমেই মজলিসকে সরগরম রাখা হচ্ছে। ভক্তরা আবেগতাড়িত হয়ে এ সমস্ত যিকিরে বেশামাল হয়ে পড়ে। এসবই বিদ'আত। এগুলি পরিহার করা যরূরী। তাছাড়া উচ্চৈঃস্বরে সম্মিলিত যিকির জঘন্য বিদ'আত। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের যিকির থেকে নিষেধ করেছেন' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*।

গ. দরূদ পাঠ করা : রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা দো'আ কবুল হওয়া ও আল্লাহ্‌র রহমত লাভের মাধ্যম। নবীর উপরে দরূদ পাঠের জন্য স্বয়ং আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর' *(আহযাব ৩৩/৫৬)*। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এখানে

---

৫৮. আবুদাঊদ হা/৫০৬৮; তিরমিযী হা/৩৩৯১; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৮; মিশকাত হা/২৩৮৯, সনদ ছহীহ।

৫৯. বুখারী হা/৬৩০৬; আবু দাউদ হা/৫০৭০; মিশকাত হা/২৩৩৫, 'তওবা ও ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ।

৬০. বুখারী হা/৭৫৬৩ 'তাওহীদ' অধ্যায়; মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।

৬১. মুসলিম হা/৩৭৩; আবু দাউদ হা/১৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৩০২; মিশকাত হা/৪৫৬।

৬২. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৬।

আল্লাহ্র দরূদ অর্থ রহমত বর্ষণ করা এবং ফেরেশতাদের দরূদ অর্থ মাগফিরাত কামনা করা।[৬৩] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র দরূদ অর্থ ফেরেশতাগণের নিকটে তার প্রশংসা করা এবং ফেরেশতাদের দরূদ অর্থ তার জন্য দো'আ করা।[৬৪]

দরূদ পাঠের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ– 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা উন্নীত করা হবে'।[৬৫]

উল্লেখ্য, দরূদ বলতে 'দরূদে ইবরাহীম' উদ্দেশ্য, যা ছালাতের শেষ বৈঠকে পড়া হয়। বর্তমানে দরূদের নামে নিজেদের বানানো দরূদ যেমন 'ইয়া নবী সালা-মু আলাইকা'... ইত্যাদি পাঠ করা হয়, যা বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কাজ। এগুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ঘ. ছালাত পরবর্তী দো'আ ও যিকর সমূহ : ছালাতের সালাম ফিরানোর পরে তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। নিম্নে কিছু দো'আ ও যিকর উল্লেখ করা হ'ল।-

১. اَللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ–

'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৬৬]

২. اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَـــلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ.

'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'।[৬৭]

৩. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ– اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত'।[৬৮] 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন'।[৬৯] 'হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত'।[৭০]

৪. সুবহা-নাল্লা-হ 'পবিত্রতাময় আল্লাহ' (৩৩ বার)। আলহাম্দুলিল্লা-হ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য' (৩৩ বার)। আল্লাহু আকবার 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়' (৩৩ বার) এবং একবার- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– 'নেই কোন উপাস্য একক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। অথবা আল্লা-হু আকবার (৩৪ বার)।[৭১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর উক্ত দো'আ পাঠ করবে, তার সকল গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়'।[৭২]

৫. আয়াতুল কুরসী পাঠ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত'।[৭৩] শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে'।[৭৪]

٦. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ–

'মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওযন ও মহিমাময় বাক্য সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ'।[৭৫]

٧. اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَأَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ–

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও'![৭৬]

٨. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى–

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি'।[৭৭]

---

৬৩. *তিরমিযী হা/৪৮৫-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৬৪. *বুখারী তরজমাতুল বাব-১০; ফতহুল বারী ৮/৫৩৩; ইবনে কাছীর ৬/৪৫৭, সূরা আহযাব ৫৬ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
৬৫. *নাসাঈ হা/১২৯৭; মিশকাত হা/৯২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫৭-৫৮।*
৬৬. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯, ৯৬১ 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ।*
৬৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০।*
৬৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাতের পর যিকর' অনুচ্ছেদ।*
৬৯. *আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯।*
৭০. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬২।*
৭১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬-৬৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ।*
৭২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭।*
৭৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২।*
৭৪. *বুখারী হা/২৩১১, ৩২৭৫, ৫০১০; মিশকাত হা/৯৭৪, 'ছালাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/২১২২-২৩ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়।*
৭৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'তাসবীহ ও হামদ পাঠের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/১৫০৩।*
৭৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৭৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'আশ্রয়প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ।*

٩. اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ–

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন'।[৭৮]

١٠. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ–

'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক হয়'।[৭৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ১০০ করে বার তওবা করতেন'।[৮০]

১১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের শেষে সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস' পড়ার নির্দেশ দিতেন।[৮১] তিনি প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে মাথা ও চেহারাসহ সাধ্যপক্ষে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। তিনি এটি তিনবার করতেন।[৮২]

১২. তওবা ও ইস্তেগফার করা :

মানুষ জেনে, না জেনে, বুঝে না বুঝে অনেক সময় পাপ কাজ করে ফেলে। তাই এই পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হচ্ছে তওবা করা এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِـيْمٌ– 'এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বক্বারাহ ২/১৯৯; মুযযাম্মেল ৭৩/২০)*। তিনি আরো বলেন, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ– 'এবং এ মর্মে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে যাও' *(হূদ ১১/২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ إِنِّىْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً– 'আল্লাহ্র কসম! আমি প্রতিদিন ৭০ বারেরও অধিক তওবা করি এবং আল্লাহ্র নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা চাই'।[৮৩] অন্য হাদীছে ১০০ বারের কথা এসেছে।[৮৪] এখানে ৭০ বা ১০০ বার দ্বারা সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল বেশী বেশী তওবা করা।

পাপ করার পর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ– 'এরা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং ছাদাক্বা গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহই একমাত্র সেই মহান সত্তা যিনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়াবান' *(তওবা ৯/১০৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ– 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তোমরা যা কিছুই করো সবই তিনি অবহিত' *(শূরা ৪২/২৫)*।

পাপ করার পর তওবা না করলে তাকে যালেম বলে আল্লাহ অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'যারা তওবা করবে না তারা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ বান্দার তওবায় অত্যন্ত খুশী হন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِى أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى الَّذِى كُنْتُ فِيْهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوْتَ. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ–

'আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দার তওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে লোক ছায়া-পানিহীন আশঙ্কাপূর্ণ বিজন মাঠে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার সাথে থাকে খাদ্য পানীয় সহ একটি সওয়ারী। এরপর ঘুম হ'তে জেগে দেখে যে, সওয়ার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর সে সেটি খুঁজতে খুঁজতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে এবং বলে, আমি আমার পূর্বের জায়গায় গিয়ে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে মারা যাব। (এ কথা বলে) সে মৃত্যুর জন্য বাহুতে মাথা রাখল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে সে দেখল, পানাহার সামগ্রী বহনকারী সওয়ারীটি তার কাছে। (সওয়ারী এবং পানাহার সামগ্রী পেয়ে) লোকটি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, মুমিন বান্দার তওবার কারণে আল্লাহ তার চেয়েও বেশী আনন্দিত হন'।[৮৫] সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের উচিত প্রতি দিন বেশী বেশী তওবা ও ইস্তেগফার করা, যাতে আল্লাহ খুশী হয়ে তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।

[চলবে]

---

৭৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৪ অধ্যায়-ঐ, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ।
৭৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৯, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো'আ' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/২৬৬।
৭৯. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ 'দো'আসমূহ' অধ্যায়, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭২৭।
৮০. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ।
৮১. আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৬৯, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ।
৮২. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১৩২ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়।
৮৩. বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩; মিশকাত হা/২৩২৩।
৮৪. মুসলিম; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪।
৮৫. মুসলিম হা/২৭৪৪; মিশকাত হা/২৩৫৮; ছহীহুল জামে' হা/৫০৩৩।

Contents

আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব

মূল (উর্দূ) : শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী
অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

(৩য় কিস্তি)

তৃতীয় হাদীছ :

শায়খ শু'আইব (রহঃ) তাঁর উক্ত দাবীর প্রমাণে শায়খ আলবানী (রহঃ) 'মতনের সমালোচনার' প্রতি মনোনিবেশ করতেন না মর্মে অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃতীয় এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন- أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا 'আমার উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলার খাছ রহমত রয়েছে। তাদের জন্য পরকালে কোন আযাব নেই। তাদের আযাব দুনিয়াতে'।

'শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহা *(হা/৯৫৯)* গ্রন্থে এ হাদীছটি লিপিবদ্ধ করেছেন। শায়খ তাছহীহ-এর কারণ বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন যে, উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মতের অধিকাংশ মানুষ। এজন্য যে, এ কথাটা তো অকাট্য যে, কিছু মানুষ পাপ থেকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অথচ ইমাম বুখারী 'আত-তারীখুল কাবীর' *(১/৩৮, ৩৯)* গ্রন্থে এজন্য এর যঈফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এর সনদগুলিতে 'ইযত্বিরাব' (অসঙ্গতি) রয়েছে। উপরন্তু শাফা'আত ও কিছু মানুষকে শাস্তি প্রদান করে জাহান্নাম থেকে বের করার হাদীছগুলি অনেক বেশী ও স্পষ্ট। আমরা মুসনাদে আহমাদের *(হা/১৯৬৭৯)* টীকায় একে যঈফ বলেছি'।[১]

এ হাদীছটি আবুদাঊদ *(হা/৪২৭৮, ৪/১৬৯, আওনুল মা'বূদ সহ)*, হাকেম *(৪/৪৪৪)*, আহমাদ *(৪/৪১০, ৪১৮)* ইত্যাদি গ্রন্থে أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى 'সনদে বর্ণিত আছে। যেমনটি আল্লামা আলবানী (রহঃ) 'ছহীহাহ' *(হা/৯৫৯)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, ইমাম হাকেম (রহঃ) একে صَحِيحُ الإِسْنَادِ 'বিশুদ্ধ সনদ' এবং হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) 'বাযলুল মা'ঊন' *(পৃঃ ২১৩)* গ্রন্থে এর সনদকে হাসান বলেছেন। হাফেয সুয়ূত্বী (রহঃ)ও একে ছহীহ বলেছেন।[২]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) একাই একে ছহীহ বলেননি।

আমরা শায়খ শু'আইবের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে মুসনাদে আহমাদের টীকাও অধ্যয়ন করেছি। যেখানে তিনি মুসনাদে আহমাদ *(৪/৪১০)*-এর রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, ইয়াযীদ বিন হারূণ ও হাশেম বিন ক্বাসেম উভয়েই মাস'ঊদী আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ হ'তে ইখতিলাতের[৩] পর শ্রবণ করেছেন। কিন্তু মাস'ঊদী হ'তে বর্ণনাকারীদের মধ্যে মু'আয বিন আম্বারীর নাম মুসনাদুশ শিহাব-এর সূত্রে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। আর মু'আয মাস'ঊদী হ'তে ইখতিলাতের পূর্বে শ্রবণ করেছেন। যেমনটি 'আল-কাওয়াকিবুন নাইয়িরাত' *(পৃঃ ২৯৫)* গ্রন্থে আছে। কিন্তু শায়খ শু'আইব এ সত্য বিষয়টা বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন। তিনি-ই তাঁর এই অনুসৃত পদ্ধতি বা হিকমতের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

এরপর আবূ বুরদা থেকে বর্ণনাকারীদের সনদসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি এতে ইযত্বিরাবের[৪] কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী 'আত-তারীখুল কাবীর' *(১/৩৮, ৩৯)* গ্রন্থে নিঃসন্দেহে আবূ বুরদাহ থেকে বর্ণনাকারীদের মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন। একই বর্ণনা তিনি 'আত-তারীখুল আওসাত্ব' (যা আত-তারীখুছ ছাগীর নামেও মুদ্রিত) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন এবং এই মতভেদটিই উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমে তিনি আবূ বুরদাহ হ'তে আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন,

وَيُرْوَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ وَعُمَارَةَ الْقُرَشِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَعَوْنٍ وَعَمْرِو بْنِ قيس والبختري بْنِ الْمُخْتَارِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ وَلَيْثٍ وَالْوَلِيد بن عِيسَى أَبُو وهب عَن أبي بردة عَن أَخيه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَسَانِيدِهَا نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ-[৫]

আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى 'এর সনদগুলি সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, فِي أَسَانِيدِهَا نَظَرٌ 'এর সনদগুলিতে আপত্তি রয়েছে'। কিন্তু আবূ বুরদাহ আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের রেওয়ায়াতকে أَشْبَهُ بالصواب 'সঠিকের অধিক নিকটবর্তী'

১. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৩।*
২. *আল-জামেউছ ছাগীর ১/৬৪।*

৩. *রাবীর মুখস্থ শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যাওয়া, সঠিকভাবে হাদীছ মনে রাখতে না পারায় হাদীছের বাক্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলাকে 'ইখতিলাত' বলা হয়। বিভিন্ন কারণে ইখতিলাত হ'তে পারে। যেমন : বয়স বেড়ে যাওয়া, বই-পুস্তক পুড়ে যাওয়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি হওয়া কিংবা সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ঘটার কারণে মানসিক আঘাত পাওয়া ইত্যাদি (তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ পৃঃ ১২৫ প্রভৃতি)। ইখতিলাতে অভিযুক্ত রাবীকে 'মুখতালিত' বলা হয়। মুখতালিত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ বা বর্ণনাকে 'মুখতালাত' বলা হয়।-অনুবাদক*

৪. *যে বর্ণনাটি বিভিন্ন সনদে পরস্পরবিরোধী ভাষ্যে সমমানের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মুযত্বারিব' বলে। আর মুযত্বারিব হাদীছ বর্ণনা করাকে 'ইযত্বিরাব' বলে।-অনুবাদক*

৫. *আত-তারীখুছ ছাগীর ১/২৮৪।*

বলেছেন। যার দ্বারা এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) আবূ বুরদাহ (রহঃ)-এর সকল বর্ণনাকে আপত্তিজনক বলেননি। যেমনটি শায়খ শু'আইব বুঝাতে চেয়েছেন। আর এটা বাহ্যতঃ অসম্ভব যে, তিনি আত-তারীখুছ ছাগীর সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আল্লামা হায়ছামী আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন, رِجَالُه ثِقَاتٌ 'এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য'।[৬]

শায়খ শু'আইবের স্ববিরোধিতা :

শুধু এটাই নয়। বরং বিস্ময়ের কথা এই যে, أبو بردة عن عبد الله بن يزيد 'আবূ বুরদাহ আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ হ'তে'-সূত্রের বর্ণনাটি আল্লামা ত্বাহাবী 'মুশকিলুল আছার' *(হা/২৬৮, ১/২৪৪)* গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। শায়খ শু'আইব এর তাখরীজে বলেছেন, اِسْنَادُه صَحِيْحٌ عَلَىَ شَرْطِ الْبُخَارِيْ 'বুখারীর শর্তে এর সনদ ছহীহ'। ইমাম হাকেম (রহঃ) থেকেও উদ্ধৃত করেছেন যে, صَحِيْحٌ عَلَىَ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ 'শায়খায়নের শর্তে ছহীহ'। কিন্তু মুসনাদে আহমাদের টীকায় ইবনু আবী হাতেমের 'আল-মারাসীল' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে এর সমালোচনা করেছেন যে, 'আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের নবীর সাহচর্য লাভের বিষয়টি সঠিক নয়। তিনি আবুবকর বিন আইয়াশ আবূ হুছায়ন হ'তে, তিনি আবূ বুরদাহ হ'তে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ হ'তে বর্ণনা করেছেন। আর আমি তাকে কিছুই মনে করি না'।

ইমাম আহমাদের এই অবস্থান কেমন সে সম্পর্কে শায়খ শু'আইব নিশ্চুপ। অথচ 'মুশকিলুল আছার'-এ এই উদ্ধৃতিতে ইমাম ত্বাহাবীর এই স্পষ্ট বক্তব্য মওজুদ রয়েছে- وَذَكَرَهُ محمد بن سَعْدٍ فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ وقال عبد الله بن يَزِيدَ الْخِطْمِيُّ من أَصْحَابِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ نَزَلَ الْكُوفَةَ 'আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদকে মুহাম্মাদ বিন সা'দ আত-ত্বাবাক্বাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-খাত্বমী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঐ সকল ছাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা কূফায় চলে গিয়েছিলেন'।[৭]

শায়খ শু'আইব টীকায় যথারীতি 'আত-ত্বাবাক্বাত' *(৬/১৮)* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখন আমরা শায়খ শু'আইবের দ্বিমুখী নীতিকে কি মনে করব? বিশেষত যখন তিনি এটা ভাল করেই বুঝেন যে, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ খাত্বমীর বর্ণনাসমূহ বুখারী ও মুসলিমেও আছে। যেমনটি 'তুহফাতুল আশরাফ' *(৭/১৮৪)* থেকে সুস্পষ্ট হয়। বরং বুখারীতে *(হা/১০২২)* তার ছাত্র আবূ ইসহাকের এই স্পষ্ট বক্তব্যও রয়েছে- وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছেন'।

শুধু এটাই নয়, ইমাম আহমাদ মুসনাদে *(৪/৩০৭)* তার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ইমাম আহমাদের কিতাবুয যুহদ গ্রন্থে তার পুত্র আব্দুল্লাহ হ'তে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, كان عبد الله بن يزيد- يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 'আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী'।[৮]

আর শায়খ শু'আইব নিজেই মুসনাদের টীকায় আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের মুসনাদে আল্লামা সিন্ধী থেকে উদ্ধৃত করেছেন- عبد الله بن يزيد، أنصاري خَطْمي، له ولأبيه صحبة، شهد بيعة الرضوان وهو صغير- 'আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আনছারী খাত্বমী ও তার পিতা নবীর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি ছোট বয়সে বায়'আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন'।[৯]

এজন্য যখন স্বয়ং তার নিকটে আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের ছাহাবী হওয়া প্রমাণিত, তখন ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর অস্বীকৃতির ব্যাপারে তার নীরব থাকা অপরাধীর মত চুপ থাকা নয় কি?

আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (রাঃ)-এর হাদীছগুলি মুসনাদে তো আছেই; ইমাম আহমাদ আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল *(ক্রমিক ৫৮৭৪, ৩/৪৪১)* গ্রন্থেও 'শু'বাহ আদী বিন ছাবেত হ'তে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ হ'তে' সনদে বর্ণনা করেছেন। যার শব্দগুলি হ'ল- انه نهي النهبة والمثلة 'তিনি কোন বস্তুকে বিকৃত করতে ও অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন'। আর এই বর্ণনাটি বুখারীতেও *(হা/২৪৭৪, ৫৫১৪)* আছে। আল্লামা ছালাহুদ্দীন আলাঈ ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর এই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পর্কে লিখেছেন, أن البخاري أخرج له النهي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة وذلك يقتضي صحة سماعه وقد قيل إنه شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة 'ইমাম বুখারী (রহঃ) তার এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) কোন বস্তুকে বিকৃত করতে ও অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন। এটা আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছ থেকে শ্রবণ করা সঠিক হওয়ার দাবী রাখে। বলা হয়েছে যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল সতের বছর'।

ইমাম দারাকুৎনীও বলেছেন যে, 'তিনি ও তার পিতা (নবীর) সাহচর্য লাভের মর্যাদা লাভ করেছেন'। ইমাম আবূ নু'আইম,

৬. *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৭/২২৪।*
৭. *মুশকিল ১/২৪৬।*
৮. *আল-ইছাবাহ ৬/৪২৪।*
৯. *তা'লীকুল মুসনাদ ৩১/৩৭।*

ইমাম বাগাবী, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্র, হাফেয ইবনুল আছীর, হাফেয যাহাবী ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ও তাঁর ছাহাবী হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১০]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) নিঃসন্দেহে তার ছাহাবী হওয়া অস্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বয়ং মুসনাদ ও যাওয়ায়েদুয যুহদ গ্রন্থে তার পুত্র আব্দুল্লাহ্র বক্তব্য তার (ইমাম আহমাদ) বিপরীত। ইমাম বুখারী (রহঃ)ও তাঁর সাথে একমত নন। তিনি তো এই বর্ণনাকে أشبه بالصواب 'সঠিকের অধিক নিকটবর্তী' বলেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বক্তব্য :

মারফূ বর্ণনাগুলির সমর্থন হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও হয়- إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَا عَذَابَ عَلَيْهَا إِلَّا مَا عَذَّبَتْ هِيَ أَنْفُسَهَا 'এই উম্মত আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। তাদেরকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে তা দেওয়া হবে যা তারা নিজেরাই নিজেদেরকে দিয়েছে'।[১১]

এ বর্ণনাটি হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর 'বাযলুল মা'ঊন' *(পৃঃ ২১৪)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'এর সনদটি ছহীহ'। এই বর্ণনাটি 'আল-মাতালিবুল আলিয়া' গ্রন্থেও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর এর মুহাক্কিক্ব বলেছেন, اسناده صحيح وهو في حكم المرفوع 'এর সনদটি ছহীহ। এটা মারফূ-এর হুকুমে'।[১২]

এই সনদের রাবী ছিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য)। 'বাযলুল মাঊন' গ্রন্থে অতিরিক্ত এটাও বলেছেন যে, وهذا معني حديث ابي موسي، عذابها في الدنيا : الفتن والزلال والقتل، فهو شاهد قوي له، ومثله لا يقال بالرأي 'এই অর্থ ও মর্ম আবূ মূসার হাদীছে রয়েছে যে, উম্মতের উপর দুনিয়াতে আযাব হ'ল ফিৎনা, ভূমিকম্প ও খুনাখুনি। আর এটা তার শক্তিশালী সমর্থক হাদীছ। আর এমন কথা রায়-ক্বিয়াস দ্বারা বলা যায় না'।

যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর এটা বর্ণনা করা মারফূ হাদীছের হুকুমে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে তাঁর ছাত্র আবূ হাযেম জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'উম্মতের স্বয়ং আযাবের মধ্যে আসার বিষয়টি কি'? তিনি বললেন, নাহরাওয়ানের যুদ্ধ, উষ্ট্রের যুদ্ধ, ছিফফীনের যুদ্ধ কি আযাব নয়'?

এই মওকূফ বর্ণনাটি যা মারফূ-এর হুকুমে, এর দ্বারাও আবূ মূসা এবং আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (রাঃ)-এর হাদীছের সমর্থন মেলে। এজন্য এই বর্ণনাকে যঈফ বলা কতটুকু বাস্তবসম্মত তার ফায়ছালা সম্মানিত পাঠকগণ নিজেরাই করতে পারবেন।

একই মর্মের একটি হাদীছ رجل من المهاجرين 'একজন মুহাজির হ'তে' বর্ণিত, যার শব্দগুলি নিম্নরূপ- عُقُوْبَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّيْفِ 'এই উম্মতের আযাব হ'ল তরবারি'।[১৩] এর সনদও ছহীহ। যেমনটা এর মুহাক্কিক্ব শায়খ সা'দ বিন নাছের বলেছেন। এই বর্ণনা ইমাম ইবনু আবী আছেম 'আল-আহাদ ওয়াল মাছানী' *(৫/৩৪৭)* গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। উক্ত শব্দেই এই বর্ণনাটি উক্ববা বিন মালেক (রাঃ) হ'তে তারীখে বাগদাদ *(১/৩১৭)* গ্রন্থে আছে। আর এর সনদ হাসান। শায়খ আলবানী ছহীহাহ *(হা/১৩৪৭)* গ্রন্থে সেটি উল্লেখ করেছেন।

এই বর্ণনাটি হযরত তারেক বিন আশয়াম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। যার শব্দগুলি হ'ল- بحسب أصحابي القتل 'আমার ছাহাবীদের জন্য যুদ্ধই যথেষ্ট'। বর্ণনাটি মুসনাদে আহমাদে *(৩/৪৭২)* আছে। আল্লামা আলবানী একে ছহীহাহ *(হা/১৩৪৬)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি আল্লামা হায়ছামী হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, 'এর রাবী ছহীহ'।[১৪]

সাঈদ বিন যায়দ (রাঃ) হ'তে এর শাহেদ (সমর্থক) বর্ণনা ত্বাবারানীর বরাতেও আল্লামা হায়ছামী উল্লেখ করেছেন। আল্লামা হায়ছামী বলেছেন যে, 'ইমাম ত্বাবারানী একে কয়েকটি সনদে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি সনদের রাবী ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য। আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য আগ্রহীগণ 'ছহীহা' গ্রন্থটি দেখুন।

এখানে এই বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, এই বর্ণনাটি সম্পর্কে শায়খ শুআ'ইব মুসনাদের টীকায় *(হা/১৫/৮৮৬, ২৫/২১২, ২১৩)* বলেছেন, اسناده صحيح 'এর সনদ ছহীহ'। অতঃপর ইবনু আবী শায়বাহ *(১৫/৯৭)*, মুসনাদে বাযযার, ত্বাবারানী কাবীর, ইবনু আছেমের আস-সুন্নাহ ও আল-আহাদ ওয়াল-মাছানী হ'তে এর তাখরীজ করেছেন এবং বলেছেন যে, সাঈদ বিন যায়দ (রাঃ) থেকেও এই রেওয়ায়াতটি ইবনু আবী আছেমের আস-সুন্নাহ, বাযযার ও ত্বাবারানী কাবীরে আছে।

সম্মানিত পাঠকগণই এখন ফায়ছালা করুন যে, এই রেওয়ায়াতটি হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতের সমর্থক কি-না? শায়খ শু'আইবও এগুলির মধ্য হ'তে কিছু বর্ণনাকে ছহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। তাহ'লে কি এগুলি ও শাফা'আতের হাদীছগুলির মধ্যে বৈপরীত্য নেই? শায়খ শু'আইব এর কি সমাধান পেশ করেন? যদি তার নিকটে সমতা বিধানের কোন পথ থাকে তবে হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-এর হাদীছ হ'তে সেই সমতা ও সমন্বয় সাধনের সম্ভাবনা নেই কেন?

---

১০. *মা'রিফাতুছ ছাহাবা ৪/১৮০৩; আল-ইসতী'আব ৩/১২৩; উসদুল গাবাহ ৩/২৭৩; বাগাবী, মু'জামুছ ছাহাবা ৪/৮৪; তাজরীদুছ ছাহাবা ১/৩৪১; তাক্বরীব, পৃঃ ১৯৩ ইত্যাদি।*

১১. *মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৬১৭৬।*

১২. *আল-মাতালিবুল আলিয়া ১৭/১২৬, ১২৭।*

১৩. *আল-মাতালিবুল আলিয়া ১৭/১২৫।*

১৪. *মাজমা ৭/২২৩।*

মর্মগত জটিলতার জবাব কি ?

শায়খ শু'আইব ইমাম বুখারী (রহঃ) হ'তে যে মর্মগত জটিলতার কথা উল্লেখ করেছেন তার জবাবে আল্লামা আলবানী (রহঃ) হ'তে শায়খ শু'আইব নিজেই বর্ণনা করেছেন, 'উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মতের অধিকাংশ মানুষ। এজন্য যে, এ বিষয়টি অকাট্য যে, কতিপয় লোক গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[১৫]

ইমাম বুখারী শাফা'আতের হাদীছগুলিকে নিঃসন্দেহে اكثر، ابين اشهر 'সংখ্যায় অধিক, সুস্পষ্ট ও বেশী প্রসিদ্ধ' বলেছেন, তাহ'লে কি ঐ বর্ণনা যেটা বাহ্যিকভাবে এর বিরোধী এবং যাকে তিনি স্বয়ং اشبه بالصواب বলেছেন, এ দু'টোর মধ্যে সমতা বিধানের কোন উপায় নেই? মুহাদ্দিছীনে কেরামের মূলনীতি অনুসারেই আল্লামা আলবানী (রহঃ) এই সমতা উল্লেখ করেছেন। বরং হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ)ও وهو محمول علي معظم الامة المحمدية لثبوت احاديث الشفاعة– 'শাফা'আতের হাদীছগুলি প্রমাণিত হওয়ার কারণে এই হাদীছটি উম্মতে মুহাম্মাদীর অধিকাংশের উপর বর্তায়'।[১৬]

এজন্য শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর পূর্বে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ)ও এই হাদীছটিকে সঠিক মেনে নিয়ে এর উপর মর্মগত জটিলতার এই জবাবটিই দিয়েছেন, যা তার পরে শায়খ আলবানী (রহঃ) দিয়েছেন।

اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں

'তুমি না চাইলে হাযারটা বাহানা দেখাও'।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আরো বক্তব্য রয়েছে। যেমন এর দ্বারা সেই উম্মত উদ্দেশ্য যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত নন বা এর দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামের নির্দিষ্ট জামা'আত উদ্দেশ্য। অথবা তা وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'এ ব্যতীত আল্লাহ যাকে চান তিনি তাকে ক্ষমা করেন' *(নিসা ৪/৪৮)*-এর সত্যায়ন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'আওনুল মাবূদ' ও 'মিরক্বাত' ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে।

আরেকটি হাদীছ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মত সম্পর্কে এটাও বলেছেন, لاَ يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا 'কোন মুসলিম মৃত্যুবরণ করে না কিন্তু তার স্থানে আল্লাহ তা'আলা কোন ইহূদী বা নাছারাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন'।[১৭]

এই বর্ণনাটিও ছহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে আবূ মূসা সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহঃ)ও এই বর্ণনাটি মুসনাদে আহমাদে *(৪/৩৯১)* উল্লেখ করেছেন। শায়খ শু'আইব এই বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেছেন, إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن البخاريَّ أعلَّه في التاريخ الكبير 'মুসলিমের শর্তে এর সনদ ছহীহ। তিনি একে তার ছহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ ছিক্বাহ, শায়খায়নের রাবী। তবে ইমাম বুখারী আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে একে ত্রুটিযুক্ত আখ্যা দিয়েছেন'।[১৮]

আল্লামা শু'আইব এটাও বলেছেন যে, এই হাদীছটি মূলত إن أمتي أمة مرحومة -এর অংশ। আবার এর উপর ইমাম বুখারীর মর্মগত জটিলতা যে, শাফা'আতের হাদীছটি এর চাইতে اكثر، ابين، اشهر বর্ণনা করে ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান *(১/৩৪২)* হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, 'এ হাদীছটি শাফা'আতের হাদীছের বিরোধী নয়। কেননা এই হাদীছটি যদিও প্রত্যেক মুমিনের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে যে, এর দ্বারা ঐ মুমিন উদ্দেশ্য যার গুনাহ দুনিয়াবী জীবনে মুছীবত ও কষ্ট দ্বারা মাফ হয়ে গেছে। কেননা হাদীছগুলির শব্দাগুলি হ'ল, 'আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের আযাব তার হাতে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে তার বিনিময়ে অন্য ধর্মের লোককে দিবেন। আর তাকে (অমুসলিম বা কাফের, মুশরিক) তার (ক্ষমাপ্রাপ্ত মুসলিমের) স্থানে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর শাফা'আতের হাদীছ তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যাদের গুনাহের কোন কাফফারা দুনিয়াতে বালা-মুছীবত রূপে হয়নি। আর এটারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই পণবন্দী ও বদলা শাফা'আতের পর হবে।

এরপর তিনি ফাৎহুল বারীর *(১১/৩৯৮)* সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হাফেয ইবনু হাজার ইমাম বায়হাক্বীর কথা বর্ণনা করে এর আরেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর আল্লামা নববীও এই হাদীছটির এই জবাবই দিয়েছেন। আগ্রহী পাঠকগণ উক্ত ব্যাখ্যা ও সমতা বিধান ফাৎহুল বারী ও নববীর শরহে মুসলিমে *(২/৩৬০)* দেখে নিতে পারেন। অথবা মুসনাদে আহমাদের টীকা *(৩২/২৩৩)* অধ্যয়ন করুন।

[চলবে]

১৫. মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৩।
১৬. বাযলুল মা'ঊন, পৃঃ ২১৪।
১৭. ছহীহ মুসলিম হা/৭০১১-১৩।
১৮. মুসনাদে আহমাদ ৩২/২৩৩, টীকা দ্রঃ।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা আবু যায়েদ যমীর**
*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

(২য় কিস্তি)

ভুল ধারণা-২ :

আহলেহাদীছরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানে বেয়াদবী করে :

আহলেহাদীছদের সম্পর্কে দ্বিতীয় ভুল ধারণা বা অপবাদ এই যে, তারা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মান করে না। অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ আহলেহাদীছদেরকে রাসূলকে অসম্মানকারী মনে করে। এমনকি কোন কোন আলেম তো আহলেহাদীছের আক্বীদা সম্পর্কে এতটাই অজ্ঞ যে, তারা স্পষ্টভাবে বলে, 'আহলেহাদীছরা রাসূল (ছাঃ)-কে মানে না'।

অথচ বাস্তবতা এই যে, আহলেহাদীছদের নিকটে মুহাম্মাদ (ছাঃ) সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। তাঁর মর্যাদা সমস্ত নবী ও রাসূলের চেয়ে বেশী। আমাদের এই আক্বীদার ভিত্তি স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী- أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِى 'ক্বিয়ামতের দিন আমি সমস্ত বনু আদমের নেতা হব। এতে আমার কোন গর্ব নেই। প্রশংসার ঝাণ্ডা আমার হাতে থাকবে। এতে গর্বের কিছু নেই। যে কোন নবী চাই তিনি আদম হোন বা অন্য কেউ, সেদিন সবাই আমার ঝাণ্ডার নীচে থাকবে'।[১]

ক্বিয়ামতের দিন সকল নবীর সর্দার হওয়া অন্য নবীদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের দলীল। একথা আহলেহাদীছের নিকট স্বীকৃত।

১. আহলেহাদীছগণ নবী (ছাঃ)-কে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা দানে বাড়াবাড়ি করে না :

নবী করীম (ছাঃ) যেখানে আমাদেরকে স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন, সেখানে একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমরা যেন তাঁকে সম্মান করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকি এবং তাঁর সম্মানের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের মত সীমাতিক্রম না করি। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কর না'।[২] যেমনটি নাছারারা মারইয়াম তনয়ের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে। বস্তুতঃ আমি আল্লাহ্র একজন বান্দা। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল বল'।[৩]

খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী ছিল। ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। নাছারাদের ভ্রষ্টতা কি ছিল? তারা ঈসা (আঃ)-কে বান্দার মর্যাদার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে মা'বূদের আসনে বসিয়েছিল। তারা ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে এত বেশী সীমালংঘন করেছিল যে, আল্লাহ্র যাত (সত্তা) ও ছিফাতে (গুণাবলী) তাঁকে আল্লাহ্র শরীক বানিয়ে দিয়েছিল। কেউ কেউ তাঁকে আল্লাহ্র পুত্র বলে অভিহিত করেছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا، إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا-

'তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা এক ভয়ংকর কথা বলেছ। এতে যেন আকাশ সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করেছে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকটে উপস্থিত হবে না দাস রূপে' *(মারইয়াম ১৯/৮৮-৯৩)*। আবার কেউ তাকে আল্লাহই আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ বলেছেন, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 'যারা কুফরী করেছে তারা বলেছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হ'ল মাসীহ ইবনে মারইয়াম' *(মায়েদা ৫/১৭)*। তারা ঈসা (আঃ)-কে মানার পরেও কাফের হয়ে গেছে।

আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) মুসলিম উম্মাহকে নাছারাদের মত বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। সেকারণ নবী (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে আহলেহাদীছদের আক্বীদা এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে আল্লাহ্র বান্দা তা মন থেকে উধাও করা যাবে না। স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِى فَوْقَ مَنْزِلَتِى الَّتِى أَنْزَلَنِى اللهُ عَــزَّ

---

* *ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম।*

** *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৫৪৬; সুনানে তিরমিযী হা/৩১৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৮; ছহীহুল জামে হা/১৪৬৮।*

২. *আবূ সাঈদ হতে ইবনুত তীন বলেন,* مَعْنَى قَوْلِهِ لَا تُطْرُونِي لَا تَمْدَحُونِي كَمَدْحِ النَّصَارَى حَتَّى غَلَا بَعْضُهُمْ فِي عِيسَى فَجَعَلَــهُ إِلَهًــا مَــعَ اللهِ وَبَعْضُهُمْ ادَّعَى أَنَّهُ هُوَ اللهِ وَبَعْضهمْ بن اللهِ *ইবনুত তীন নবী (ছাঃ)-এর উক্তি 'আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কর না'-এর সম্পর্কে বলেছেন, খ্রিষ্টানদের মত তোমরা আমার প্রশংসা কর না। এমনকি তাদের কেউ কেউ ঈসা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। তারা তাকে আল্লাহর সাথে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিল। আর তাদের কতিপয় এই দাবী করেছিল যে, ঈসা হলেন আল্লাহ। আর কেউ দাবী করেছিল যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। (ফাতহুল বারী, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়)।*

৩. *বুখারী হা/৩৪৪৫, 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, উমার (রাঃ) হতে।*

وَجَلَّ ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা কর। অবশ্যই শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ। আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আল্লাহ্র কসম! আমি এটা পসন্দ করি না যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা[৪] দিয়েছেন তোমরা তাঁর ঊর্ধ্বে আমাকে উঠাবে’।[৫]

এখানে দু’টি বিষয় জানা গেল-

(১) স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ)-এর এ ব্যাপারটি অপসন্দীয় যে, তাঁকে তাঁর প্রকৃত অবস্থানের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হবে।

(২) শয়তানের এটা খুব পসন্দ যে, সে মুসলমানদেরকে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত করে পথভ্রষ্ট করবে।

সেজন্য যে দরজা দিয়ে শয়তান প্রবেশের সম্ভাবনা আছে এবং সর্বদা থাকবে, আহলেহাদীছগণ সেই চোরা দরজার প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে যাচ্ছেন। যাতে তারা উম্মতে মুহাম্মাদীকে বাড়াবাড়ির এই রোগ থেকে রক্ষা করতে পারেন, যে রোগে খ্রিষ্টানরা আক্রান্ত হয়েছে। যার দরুন তারা অহির বাহক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ، اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

‘ইহূদীরা বলে ওযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং নাছারারা বলে মসীহ ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা মাত্র। এরা তো পূর্বেকার কাফেরদের মতই কথা বলে (যারা বলত ফেরেশতারা আল্লাহ্র মেয়ে)। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন! ওরা (তাওহীদ ছেড়ে) কোথায় চলেছে? তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সেসব থেকে পবিত্র’ *(তওবা ৯/৩০-৩১)*।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

‘(স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের একথা বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাকে দুই উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে নাও? সে বলবে, আপনি (এসব অংশীবাদ থেকে) পবিত্র। আমার জন্য এটা শোভা পায় না যে, আমি এখন কথা বলি যা বলার কোন এখতিয়ার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে তা অবশ্যই আপনি জানেন। আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্তু আমি আপনার মনের কথা জানি না। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয় সমূহ সর্বাধিক অবগত। আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি এটা ব্যতীত যা আপনি আমাকে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আর আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু যখন আপনি আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন থেকে আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আর আপনি সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহ’লে তারা আপনার বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তাহ’লে আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(মায়েদা ৫/১১৬-১১৮)*।

কোন কোন আলেম আহলেহাদীছদেরকে উদ্ধত প্রমাণ করতে গিয়ে কিছু দৃষ্টান্তস্বরূপ কথা বলে থাকেন। যেমন- আহলেহাদীছরা রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী বলে মানে না। বরং তাঁকে মানুষ মনে করে। আহলেহাদীছরা নবী করীম (ছাঃ)-কে গায়েবজান্তা বলে মনে করে না এবং আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিলের জন্য তাঁকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করেন না প্রভৃতি।

আসুন! দেখা যাক এসব কথার সত্যতা কতটুকু?

(১) নূর ও মানুষ-এর মাসআলা : কোন কোন ব্যক্তির আক্বীদা হল নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী। তাদের দলীল কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ‘অবশ্যই তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে’ *(মায়েদাহ ৫/১৫)*।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর সম্পর্কে দুটি মত উল্লেখ করেছেন।

৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/১০৯৭; ছহীহা হা/১০৯৭, আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে।*

৫. *রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,* يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِى الدِّينِ *‘হে লোক সকল! তোমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হতে বেঁচে থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে’ (ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, ছহীহুল জামে হা/২৬৮০, ছহীহ; শব্দগুলি ইবনু মাজাহ-এর, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৪৫৫; ছহীহা হা/১২৮৩)।*

(এক) নূর দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) উদ্দেশ্য।

(দুই) এর দ্বারা ইসলাম উদ্দেশ্য ।

কিন্তু নবী কি সৃষ্টিগতভাবে নূর, নাকি তিনি অন্ধকারে লুক্কায়িত সত্যকে প্রকাশ্যে উন্মোচনকারী হিসাবে নূর? মুফাসসিরগণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, يعني بالنور محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحقَّ، وأظهر به الإسلام، ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبيِّن الحق. ومن إنارته الحق، تبيينُه لليهود كثيرًا مما كانوا يخفون من الكتاب 'এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'লেন নবী করীম (ছাঃ)। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হক্বকে প্রকাশ করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শিরককে ধ্বংস করেছেন। এজন্য তিনি সেই ব্যক্তির জন্য নূর, যে তাঁর নিকট থেকে জ্যোতি হাছিল করতে চায়। তিনি সত্যকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর তাঁর হক উন্মোচন করার এটাও একটা দিক যে, তিনি এমন অনেক বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ইহূদীরা তাদের কিতাব থেকে যা গোপন করত।[৬]

যদি এ আয়াতটি সম্পূর্ণ পড়া হয়, তাহ'লে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে। পুরো আয়াতটি হল-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ-

'হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমাদের রাসূল এসেছেন, যিনি বহু বিষয় তোমাদের সামনে বিবৃত করেন, যেসব বিষয় তোমরা তোমাদের কিতাব থেকে গোপন কর। আরও বহু বিষয় তিনি এড়িয়ে যান (অর্থাৎ প্রকাশ করেন না)। বস্তুতঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে এসেছে একটি জ্যোতি ও আলোকময় কিতাব। তা দ্বারা (অর্থাৎ কুরআন দ্বারা) আল্লাহ ঐসব লোকদের শান্তির পথ সমূহ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে (কুফরীর) অন্ধকার হ'তে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তিনি তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন' *(মায়েদাহ ৫/১৫-১৬)*।

এখানে একথাও লক্ষ্যণীয় যে, আহলেহাদীছগণ নবী (ছাঃ)-কে সাধারণ মানুষ নয় বরং সর্বশ্রেষ্ট মানুষ গণ্য করেন। যদি তাঁকে মানুষ মনে করা তাঁর শানে বেয়াদবী হয়, তাহ'লে কেবল এটুকু দেখে নিন যে, স্বয়ং নবী (ছাঃ)-এর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর আক্বীদা কী ছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন, كان بشرا من البشر 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) একজন মানুষই ছিলেন'।[৭]

এখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কেও কি রাসূলের শানে বেয়াদবীকারিনী বলা যাবে? না, কখনোই নয়। অতএব নিজেদের আক্বীদা সংশোধন করতে হবে।

৩. অদৃশ্যের জ্ঞানের মাসআলা :

আহলেহাদীছগণ এটা মানেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (ছাঃ)-কে কখনও কখনও এমন সব বিষয় জানিয়েছেন যা গায়েব বা অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জান্নাত, জাহান্নাম, আসমান, যমীন, অতীত ও ভবিষ্যতের এমন অনেক সংবাদ যা তিনি জানতেন না, সেগুলি তাকে বলা হয়েছে। কিন্তু অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্য এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর আক্বীদা এবং এর সাথে তাঁর ফৎওয়াও শুনুন! আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ والله يقول: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ 'যে ব্যক্তি এ দাবী করবে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আগামী দিনে কি হবে তা বলে দিতেন, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর বড় মিথ্যারোপ করবে'।[৮] কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলে দাও, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ ব্যতীত' *(নামল ২৭/৬৫)*।[৯]

যেই আক্বীদা বা বিশ্বাস হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ছিল, সেই আক্বীদাই হ'ল আহলেহাদীছদের আক্বীদা। এই আক্বীদার ভিত্তিতে কোন মুসলমান কি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিশুদ্ধ আক্বীদায় আপত্তি করার দুঃসাহস দেখাতে পারে? যদি না পারে, তাহ'লে কিসের ভিত্তিতে আক্বীদার কারণে সেই আহলেহাদীছদেরকে অপরাধী বলা হয়? গভীরভাবে চিন্তার বিষয় হ'ল, হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বীয় আক্বীদার সমর্থনে কুরআনের আয়াত থেকেও দলীল সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এটাকে স্রেফ তার নিজস্ব মত বলাটাও ভুল হবে।

---

৬. জামিউল বায়ান ১০/১৪৩, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকের।

৭. মুসনাদে আহমাদ হা/২৬২৩৭, শু'আইব আরনাঊত্ব একে ছহীহ বলেছেন।

৮. মুসলিম হা/১৭৭। ومَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يعلم مَا في غَد، فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَـــةَ 'আর যে ধারণা করল যে, তিনি আগামী দিনে কি হবে তা জানেন সে (আল্লাহর উপর) কঠিনভাবে মিথ্যারোপ করল 'তাফসীরুল কুরআন' অনুচ্ছেদ হা/৩০৬৮, ছহীহ)।

৯. أعظم الفرية على الله من قال : إن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه وإن محمداً صلى الله عليه و سلم كتم شيئاً من الوحي وإن محمداً صلى الله عليه و سلم يعلم ما في غد 'আল্লাহর উপর বড় মিথ্যাচার সে করল যে বলল, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার রবকে দেখেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) অহীর কিছু অংশ গোপন করেছেন এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আগামীতে কি হবে তা জানেন' (আত-তা'লীক্বাতুল হিসান হা/৬০, ছহীহ)।

Contents

৪. অসীলার মাসআলা :

আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এটাও উত্থাপন করা হয় যে, তারা নবী করীম (ছাঃ)-কে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে না। এ অভিযোগের উত্তর এই যে, আহলেহাদীছদের নিকটে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের একমাত্র উপায় হ'ল আক্বীদা ও আমলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভের একমাত্র ও নিশ্চিত অসীলা বা মাধ্যম হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ। যে ব্যক্তি রাসূলের সুন্নাত সমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে মনগড়া তরীকা আবিষ্কার করবে এবং সেটাকে অসীলা মেনে আল্লাহ্র নিকট কল্যাণ প্রাপ্তির আশা করবে, তাহ'লে এটা স্রেফ অর্থহীন আমলই হবে না; বরং সেটা হবে বিদ'আত এবং পরকালে আল্লাহ্র শাস্তি লাভের কারণ।

অসীলা সম্পর্কে ছাহাবীদের কর্মপদ্ধতি কি ছিল? সুপথ প্রাপ্ত খলীফা হযরত উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীগণ কি তাঁর যাত বা সত্ত্বার অসীলায় দো'আ করতেন, না করতেন না?

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا–قَالَ فَيُسْقَوْنَ 'অনাবৃষ্টির সময় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর অসীলায় বৃষ্টির জন্য দো'আ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবী করীম (ছাঃ)-এর অসীলা দিয়ে দো'আ করতাম এবং আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর চাচার অসীলা দিয়ে দো'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হ'ত'।[১০]

হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্তি 'পূর্বে আমরা আমাদের নবীর অসীলা গ্রহণ করতাম' এর অর্থ হচ্ছে তিনি নবীর দো'আর অসীলা গ্রহণ করেছেন, তাঁর যাত বা সত্ত্বার অসীলা গ্রহণ করেননি। কেননা নবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও যদি তাঁর যাতের অসীলায় দো'আ করা জায়েয হ'ত তাহ'লে হযরত উমার (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর সত্ত্বাকে পরিহার করে আব্বাস (রাঃ)-কে নির্বাচন করতেন না। বরং তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের পাশে গিয়ে তাঁর যাতের অসীলায় দো'আ করতে পারতেন। সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, এ অসীলা তাঁর যাত বা সত্ত্বার নয়, বরং তাঁর দো'আর অসীলা ছিল। যা তাঁর মৃত্যুর পর এখন আর নেই। বাস্তব সত্য এই যে, ছাহাবীদের মাঝে কারো নাম বা যাতের অসীলায় দো'আ করার রীতি ছিলই না, বরং এর পরিবর্তে কোন সৎ ব্যক্তির মাধ্যমে দো'আ করানোর পদ্ধতি চালু ছিল। এজন্য ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর চাচার মাধ্যমে দো'আ করিয়েছেন।

এখানে একথাও স্পষ্ট হ'ল যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর কবরের পাশে গিয়ে তাঁর নিকটে দো'আর দরখাস্ত করার রীতিও ছাহাবীদের মাঝে ছিল না। থাকলে ওমর (রাঃ) এক্ষেত্রে অবশ্যই তা করতেন। অতএব আহলেহাদীছগণ এই তরীকার উপরেই আমল করছেন। যা স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ) থেকে প্রমাণিত যে, জীবিত উপস্থিত নেক ব্যক্তির মাধ্যমে দো'আ করানো যাবে। কিন্তু এর বিপরীতে তাদের নাম নিয়ে তাদের যাতের অসীলায় দো'আ করানো এমন একটি আমল, যা না কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত, আর না ছাহাবীদের আমল দ্বারা।

ভুল ধারণা-৩ :

আহলেহাদীছরা ছাহাবায়ে কেরামকে মানে না এবং তাঁদেরকে অবজ্ঞা করে :

আহলেহাদীছদের সম্পর্কে তৃতীয় ভুল ধারণা এই যে, আহলেহাদীছরা ছাহাবায়ে কেরামকে মানে না, তাঁদের কথা গ্রহণ করে না এবং তাদের শানে বেয়াদবী করে।

বাস্তব সত্য এই যে, আহলেহাদীছদের নিকটে ছাহাবায়ে কেরাম আক্বীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শ ও দলীল।

১. যারা নবী (ছাঃ) ও ছাহাবীদের পথে আছেন তারাই আহলেহাদীছদের নিকট হক্বপন্থী। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي 'আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের সবাই জাহান্নামে যাবে শুধু একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটি কোন দল? উত্তরে তিনি বললেন, যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের পথের উপরে থাকবে'।[১১]

পরবর্তী যুগে সৃষ্ট নানা মতভেদের সময় আহলেহাদীছদের নিকট হক্ব ও হক্বপন্থীদেরকে চেনার একমাত্র মাপকাঠি হ'ল ছাহাবীগণ। যে ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও ছাহাবীদের নীতির অনুসারী হবেন তিনিই আহলেহাদীছদের নিকটে হক্বপন্থী। যেসব আলেম কুরআন ও সুন্নাহ্র মনগড়া ব্যাখ্যাকে দলীলের মর্যাদা প্রদান করে উম্মতের ভিতরে বিদ'আত ও কুসংস্কার সৃষ্টি করে, তাদের প্রত্যুত্তরে আহলেহাদীছগণ ছাহাবীদের পথ ও পদ্ধতি এবং মূলনীতি সমূহকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন।

এসব প্রমাণ থাকার পরেও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আহলেহাদীছদেরকে কটাক্ষ করা এবং তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা সর্বদা কিছু লোকের কাজ। এটা ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু প্রমাণহীন অপবাদ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য নিজেই যথেষ্ট।

২. ছাহাবীগণকে মন্দ অভিহিতকারী রাসূল (ছাঃ)-এর লা'নতের হকদার : আহলেহাদীছদের নিকটে ছাহাবীগণকে গাল-মন্দকারী, তাদের মর্যাদাহানিকারী এবং তাঁদের উপর থেকে উম্মতের নির্ভরতাকে প্রশ্নবিদ্ধকারী লা'নতের হকদার।

১০. *ছহীহ বুখারী হা/১০১০, 'জুম'আ' অধ্যায়।*

১১. *তিরমিযী হা/৫৩৪৩; ছহীহুল জামে হা/৫৩৪৩, হাদীছ হাসান।*

কারণ স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এমন ব্যক্তিকে 'অভিশপ্ত' আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 'যে ব্যক্তি আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সকল মানুষের লা'নত'।[১২]

৩. ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর বিপরীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের কথাও পরিত্যাগ করতেন। প্রত্যেক ছাহাবীর মর্যাদা ও সম্মান সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু অনেক বড় ব্যক্তিত্বও দলীলের চেয়ে বড় হ'তে পারেন না। দলীল-প্রমাণাদির ওযন সর্বদা ব্যক্তিত্বের চাইতে বেশী হয়ে থাকে।

ছাহাবীদের নিকটে খোলাফায়ে রাশেদীন সম্মানের পাত্র ছিলেন। তারা তাঁদের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। কিন্তু ছাহাবীগণ নবী (ছাঃ)-এর কথার বিপরীতে অনেক বড় ব্যক্তির কথাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে বেয়াদবী করতেন না। কিন্তু তারা তাদেরকে সম্মান করার নামে তাদের কথাকে কিতাব ও সুন্নাতের উপরে প্রাধান্য দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি ফায়ছালা এবং সে সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা থেকে উক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

ইকরিমা (রহঃ) বলেন, أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ 'হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকটে কিছু যিন্দীককে (নাস্তিক) নিয়ে আসা হ'ল। তিনি তাদের সবাইকে পুড়িয়ে মারলেন। এ সংবাদ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি আমি তার জায়গায় ফায়ছালাকারী হতাম তাহ'লে তাদেরকে পোড়ানোর হুকুম দিতাম না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করে বলেছেন, তোমার আল্লাহ্র শাস্তি দিয়ে মানুষকে শাস্তি দিয়ো না। আর আমি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে স্বীয় দ্বীন পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা করো'।[১৩]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ 'ইবনু আব্বাসের এমন মন্তব্য হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস ঠিক বলেছেন'।[১৪]

এই ঘটনায় একদিকে যেমন হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হক্ব কথা বলার দৃষ্টান্ত রয়েছে, তেমনি অন্য দিকে হযরত আলী (রাঃ)-এর হক্বকে মেনে নেওয়ার নমুনাও বিদ্যমান রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আলীর ফায়ছালার বিপরীতে নবীর হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, আমি হ'লে কখনো এরূপ করতাম না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এটা বলেননি যে, আলী যা করেছেন সে বিষয়ে তাঁর নিকটে অবশ্যই কোন না কোন দলীল রয়েছে। বরং যে সত্য স্বয়ং তাঁর নিকটে ছিল তার আলোকে আলীর ফায়ছালার ব্যাপারে তার ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ)ও তাঁর এ কাজকে ভুল, গোমরাহী বা বেয়াদবী বলেননি। বরং তিনি নিজে স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতামতকে সত্যায়ন ও সমর্থন করেছেন।

৪. ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর বিপরীতে কারো কথা মানতেন না। এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রাঃ)-এর নীতিও এর বিপরীত ছিল না। তিনিও এ মূলনীতির অনুসারী ছিলেন যে, যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তার কথা ও কাজ রাসূলের কথা ও কাজের মোকাবিলায় অনুসরণযোগ্য নয়। এর একটি উদাহরণ ছহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় মওজুদ রয়েছে।

মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ 'আমি সেই সময় হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম, যখন হযরত ওছমান (রাঃ) হজ্জে তামাত্তু থেকে নিষেধ করে বলছিলেন, হজ্জ ও ওমরাকে একত্রিত করা উচিত নয়। যখন হযরত আলী (রাঃ) এ ব্যাপারটি লক্ষ করলেন তখন বললেন, لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ এবং বললেন, আমি কারো কথার উপর ভিত্তি করে নবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দিতে পারি না'।[১৫]

আলী (রাঃ) নবীর সুন্নাতের মোকাবিলায় ওছমান (রাঃ)-এর ফায়ছালা গ্রহণ করেননি। উল্লেখিত দু'টি বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস ও আলী (রাঃ)-এর কর্মপদ্ধতি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং ছাহাবীগণ খোলাফায়ে রাশেদীনের যে মতটি রাসূলের কথা ও কাজের সাথে সাংঘর্ষিক হত তা মেনে নিতেন না। এটাই আহলেহাদীছদের মূলনীতি।

সামগ্রিকভাবে ছাহাবীদের কথা দলীল। কিন্তু যখন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিবে তখন এমতাবস্থায় সেই মতটিকে প্রাধান্য দিতে হবে যার স্বপক্ষে দলীল মওজুদ থাকবে। আর কিতাব ও সুন্নাতের মোকাবিলায় কারো কোন কথা গ্রহণ করা যাবে না।

উল্লেখিত ঘটনা দু'টিতে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কখনো কখনো বড় বড় ছাহাবীদের নিকটেও রাসূলের কোন বাণী পৌঁছত না। এর ফলেও কখনো কখনো তাদের দ্বারা রাসূলের কথা ও কাজের বিপরীত ইজতিহাদ সংঘটিত হয়ে যেত। এরূপ পরিস্থিতিতে অন্য ছাহাবীগণ কল্যাণকামিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিতেন।

---

১২. *ছহীহুল জামে হা/৬২৮৫, সনদ হাসান, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে।*
১৩. *ছহীহুল বুখারী, হা/৬৯২২।*
১৪. *তিরমিযী হা/১৪৫৮, হাদীছ ছহীহ।*
১৫. *ছহীহুল বুখারী হা/১৫৬৩।*

নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে

ড. নূরুল ইসলাম

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত জাতি রোহিঙ্গা। এক সময় নিজ দেশে যাদের সব ছিল, আজ তারা রাতারাতি পথের ভিখারী। ধনী-গরীব সবাই একই মিছিলে শামিল। এ মিছিল যেন শেষই হচ্ছে না। চলছেই অদ্যাবধি। কক্সবাজার-এর উখিয়া উপযেলাধীন কুতুপালং, বালুখালী, সীমান্তবর্তী টেকনাফ এবং তমব্রু নো ম্যান্স ল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান এখন রোহিঙ্গা শরণার্থীতে গম গম করছে। দুর্গম পাহাড়গুলি এখন অনেকটাই সুগম। বর্বর মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার অসহায় রোহিঙ্গা নারী-শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গগণবিদারী আর্তনাদ পাহাড়ের প্রান্তে প্রান্তে ভেসে বেড়াচ্ছে। শত-সহস্র ইয়াতীম-অনাথ শিশুর চোখের পানি যে কোন পাষাণ হৃদয়েও করুণার ধারা বিগলিত করতে বাধ্য। অসহায় এ মানুষগুলির অবস্থা সরেযমীন পরিদর্শন এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর চলমান ত্রাণ কার্যক্রম তদারকির জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর নির্দেশে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ কক্সবাজারে যান। কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ সহ এ কাফেলায় আমি, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদ এবং থাইল্যাণ্ড প্রবাসী আব্দুল হাই (বগুড়া) শামিল ছিলাম। দু'দিন পর এক ইন্দোনেশীয় সহপাঠীর সাথে সাক্ষাৎ উপলক্ষে যোগ দেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

হাকিমপাড়া, থ্যাংখালী :

১লা নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় রাজশাহী থেকে যাত্রা শুরু করে পরদিন বিকেল সোয়া ৩-টায় আমরা কক্সবাজার পৌঁছি। যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দের সাথে রাতে পরামর্শ করে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। ৩রা নভেম্বর শুক্রবার সকালে আমরা পাঁচ শতাধিক পিস কম্বল ভর্তি পিকআপ ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়ি উখিয়ার উদ্দেশ্যে।

উখিয়া সরকারী ডিগ্রী কলেজে স্থাপিত সেনা ক্যাম্পে পৌঁছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নামে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম নথিভুক্ত করার পর ত্রাণ বিতরণস্থল নির্ধারিত হয় উখিয়া উপযেলার থ্যাংখালীর হাকিমপাড়া ৭নং ক্যাম্প। সাড়ে দশটার দিকে সেখানে পৌঁছে ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত আর্মী অফিসারের কাছে ত্রাণসামগ্রী হস্তান্তর করি। সেগুলি বিতরণের জন্য ছুটে আসেন কয়েকজন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক। ইতিমধ্যে মাঝির (দলনেতা) মাধ্যমে আহূত রোহিঙ্গারা সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, সহ-সভাপতি আমীনুল ইসলাম, কক্সবাজার যেলা বারের সিনিয়র আইনজীবী ও কক্সবাজার যেলা আইজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল আ'লা প্রমুখ তাদের হাতে কম্বল তুলে দেন। এ সময় সেখানে দায়িত্বরত একজন অফিসার জানান, এখানে নতুন দায়িত্বে আসা অনেক পুলিশ সদস্য আমাদের কাছে এসে শোয়ার জন্য কম্বল চায়। অথচ আমরা রোহিঙ্গাদের ত্রাণের কোন জিনিস ব্যবহার করি না। আমরা চাইলে দু'তিনটা কম্বল মাথার নিচে দিয়ে রাতে আরামে ঘুমোতে পারি। কিন্তু তা করি না। বালিশ ছাড়াই আমরা পার্শ্ববর্তী স্কুলে ঘুমাই। তার কথা শুনে সেনাবাহিনীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার পারদ আরো বৃদ্ধি পায়।

এখানে মংডুর ওয়াইক্যাম্প থেকে আগত জনৈক মুহাম্মাদ আসাদ ও জাফর আলমের সাথে কথা হয়। তাদের পরিবারের সবাই নিরাপদে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। তারা জানালেন, আমাদের লাকড়ির (খড়ি) খুব প্রয়োজন। লাকড়ির অভাবে রান্নাবান্না করতে সমস্যা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী বাজারে ছোট এক আটি লাকড়ির দাম ১০০ টাকা। তাছাড়া উর্দূতে কথা হ'ল আকিয়াব যেলার বলিবাজার গ্রামের মাওলানা আব্দুল জলীলের সাথে। সেখানকার আল-ইদারাতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম, রিদা মাদরাসার শিক্ষক তিনি। জামা'আতে উলা পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা হ'ত। ছিল মক্তব ও হিফয বিভাগ। ছাত্র সংখ্যা ২০০-এর বেশী ছিল। তিনি ছাত্রদের মীযান-মুনশা'ইব ও উছূলুশ শাশী পড়াতেন। সাম্প্রতিক ঘটনায় পুরো গ্রাম, মসজিদ, মাদরাসা বর্মী সেনারা আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রাণভয়ে সবাই দিগ্বিদিক ছুটে পালিয়ে অবশেষে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি আরো জানালেন, বর্মী সেনারা কৌশলে বড় বড় আলেম-ওলামা ও মুহাদ্দিছদেরকে ক্যাম্পে ডেকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। মাদরাসা পরিচালনার অর্থের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বিদেশী কানেকশনের ছুঁতোয় বহু মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

কম্বল বিতরণ শেষে 'যুবসংঘ' সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ভাই কক্সবাজার পাহাড়তলী আহলেহাদীছ মসজিদে খুৎবা দিতে গেলেন। আর আমরা ক্যাম্পেই জুম'আর ছালাত আদায়ের লক্ষ্যে কুতুপালং-এর ঘুমধুম ত্রাণকেন্দ্র-২ এ পাহাড়ের উপর 'আন্দোলনে'র উদ্যোগে স্থাপিত 'মসজিদুত তাওহীদ-২' এ গমন করি। প্রায় ৩০০ মুছল্লী সেখানে ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখি। উর্দূ ও বাংলা মিশ্রিত বক্তব্যে তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'আপনাদের উপর নির্যাতনের মূল কারণ আপনারা মুসলিম। সুতরাং প্রকৃত মুসলিম হওয়ার উপলব্ধি জাগ্রত না হ'লে এ থেকে কোন শিক্ষা অর্জিত হবে না। বিপদে-আপদে সর্বদা আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল করতে হবে এবং ছবরে জামীল এখতিয়ার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কুরআন-সুন্নাহকে ছাড়া যাবে না। সর্বদা এ দু'টিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। আমাদের যাবতীয় আমল এ দু'টির মানদণ্ডেই যাচাই করতে হবে। ছালাত সেভাবেই আদায় করতে হবে যেভাবে রাসূল (ছাঃ) আদায় করেছেন। আমাদের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তুলতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেদিকেই মানুষকে আহ্বান জানায়'। আমার বক্তব্য স্থানীয় ভাষায় রোহিঙ্গাদের বুঝিয়ে দেন যেলা 'আন্দোলন'-এর

সমাজকল্যাণ সম্পাদক আরমান হোসাইন ভাই। আরমান ভাইয়ের কথা একটু না বললেই নয়। উখিয়া নিবাসী হওয়ার কারণে 'আন্দোলনে'র বিভিন্ন প্রকল্পগুলো সরেযমীন তদারকি করছেন মূলতঃ তিনিই। অত্যন্ত কর্মচঞ্চল এই ভাইটি নিজস্ব ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন-আমীন!

এখানে কয়েকজন আলেমের সাথে আমাদের কথা হয়। তারা মসজিদের জন্য মিম্বর, পৃথক ওযূখানা, মাইক ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের প্রতি আবেদন জানান।

এরপর আমরা সেখানে 'আন্দোলনে'র স্থাপিত টিউবওয়েল, টয়লেট, গোসলখানা প্রভৃতি প্রকল্প পরিদর্শন করলাম। পরে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে রোহিঙ্গাদেরকে নগদ অর্থ সহায়তা করি। এ সময় ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে দুই সহস্রাধিক চকলেট বিতরণ করে তাদেরকে সাময়িক খুশী করার চেষ্টা করি।

কুতুপালং-বালুখালী :

পরদিন ৪ঠা নভেম্বর শনিবার সকালে আমরা আবারও উখিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বালুখালীর বায়তুল আমান (মসজিদুত তাওহীদ-১) মসজিদে যাওয়ার পথে আমাদের বড় কাফেলা দেখে আর্মী অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে আমরা সাংগঠনিক পরিচয় দিলাম। অতঃপর আমরা সরাসরি চলে গেলাম বালুখালীর বি-৮ ব্লকে অবস্থিত মসজিদুত তাওহীদ-১ এ। আমরা সেখানে পৌঁছা মাত্র লোকজন এসে মসজিদে উপস্থিত হ'ল। যোহরের পূর্বে এখানে একটি সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, আমি এবং ছাত্র ও যুববিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। মংডু থানার জিমাংখালী গ্রামের হাফেয নূরুল ইসলাম (৪০) ভাইয়ের সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়।

এ মসজিদে ৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। তারা হ'লেন মংডু থানার নোয়াপাড়া গ্রামের হাফেয রবীউল হাসান (৩৫), মাওলানা আবুল কাসেম, আখতার ও হাফেয নূরুল ইসলাম। বাদ ফজর এখানে দরস হয়। তারপর সকাল ৯-টা থেকে ১-টা পর্যন্ত ৪টি ক্লাস এবং বাদ যোহর নূরানী তা'লীম হয়। মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত হোয়াইটবোর্ডে চমৎকার আরবী হাতের লেখা দেখে থমকে গেলাম। এত বিড়ম্বনা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তারা বাচ্চাদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। সত্যিই হৃদয় শীতলকারী বিষয়। শিক্ষকরা আমাদের হাতে আক্বীদার বই, চক, স্লেট, হাতপাখা, খাতা-কলম ও পেন্সিলের ফর্দ ধরিয়ে দিলেন। আমরা আরমান হোসাইন ভাইকে এগুলি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করলাম।

সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকিম ভাই এ সময় ইনতায আহমাদ নামে মংডুর এক ধনাঢ্য মেম্বারের সন্ধান পান, যিনি সেখানে দেড়শত বিঘা সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কোন কিছুরই অভাব ছিল না তার। সাহায্যের জন্য হাতে নগদ টাকা ধরিয়ে দিলে অশ্রুসজল হয়ে উঠলেন তিনি। ভেতরে পলিথিনের সংকীর্ণ ছাপড়ার ঘরে কেঁদে ওঠেন তার স্ত্রী এবং মা। এক হৃদয়বিদারক মুহূর্ত। কান্না চেপে বেরিয়ে এলেন মুস্তাকীম ভাই।

এরপর আমরা বালুখালী এ-৫ ব্লকে 'আন্দোলন' স্থাপিত একটি নবনির্মিত মসজিদ পরিদর্শন করলাম। আমাদের সাথে ছিলেন আরমান ভাই, স্থানীয় মুহাম্মাদ হুসাইন ও হাফেয নূরুল ইসলাম। মসজিদ পরিদর্শন শেষে আমরা আকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে শিবিরগুলি পরিদর্শন করি এবং নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করি।

এভাবে একসময় পৌঁছে যাই বালুখালীর নূর বাশারপাড়া মসজিদুত তাওহীদে। কলকাতা ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর ভাইদের অর্থায়নে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। সেখানে আমরা যোহর ও আছরের ছালাত জমা ও কছর করি। জামা'আত শেষ হওয়ার পর দেখা গেল মসজিদে অনেক রোহিঙ্গা শিশু মক্তবে পড়ার জন্য বসে আছে। দায়িত্বরত ইমাম ছাহেব জানালেন, প্রায় ৩০০/৩৫০ শিশু এখানে কুরআন পড়া শিখে। আমরা তাদের মাঝে চকলেট বিতরণ করে সেখান থেকে চলে আসি। আলহামদুলিল্লাহ মসজিদটিতে ইতিমধ্যে ফ্যান ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আযান দেয়ার জন্য মাইকও লাগানো হয়েছে।

মসজিদ থেকে বের হয়ে আমরা বিভিন্ন শিবিরে সুযোগমত নগদ অর্থ সহযোগিতা প্রদান করি এবং আমাদের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করি। এ দিন যে পরিমাণ নগদ অর্থ বিতরণের পরিকল্পনা আমাদের ছিল তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। যেকোন শিবিরে মৌমাছির মত ছোট বাচ্চাদের ঘিরে ধরা ছিল এর পিছনে প্রধান কারণ। চকলেট দিয়েও তাদেরকে সামাল দেয়া ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। এরই মধ্যে সারাদিন বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে আমরা লোকজনের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলি। সাধ্যমত সহযোগিতার চেষ্টা করি।

এ দিনের সফরে আমরা জানতে পারি যে, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন বৃহৎ এনজিওর দায়িত্বশীলরা দায়সারা গোছের টয়লেট নির্মাণ করে বহু টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তাদের নির্মিত বাথরুমগুলো দ্রুত ভরে যাচ্ছে। এজন্য সেনাবাহিনী ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব নেয়ার পর বাথরুম নির্মাণের দায়িত্বও নিতে যাচ্ছে বলে জানালেন একজন আর্মী অফিসার।

ঘুমধুম ও তমব্রু নো ম্যান্স ল্যাণ্ড :

পরদিন ৫ই নভেম্বর রবিবার আমরা ঘুমধুম ত্রাণকেন্দ্র-১ এ আসলাম। এদিন ৪৫০ প্যাকেট ত্রাণ বিতরণ করা হ'ল। প্যাকেটে ছিল ১০ কেজি চাল, ২ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি মরিচ ও ২টি কম্বল। কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলনে'র ব্যবস্থাপনায় কর্মরত ইন্দোনেশীয় কয়েকটি এনজিওর প্রতিনিধি সান্দ্রী শায়বান, আহমাদ সুশান্ত, দাদান জুনায়দী, হেরমান প্রমুখ ভাই আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন এবং তারাই এ দিনের প্রোগ্রাম স্পন্সর করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান ও শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শাহ নেওয়ায মাহমূদ তানীদ ভাই সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তদারকি করলেন। সেনাবাহিনীর ভাইদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা সম্পূর্ণ ত্রাণ নিজ হাতে বিতরণ করলাম। এখানে পরিচয় হ'ল রাজশাহীর বেশ কিছু সেনাসদস্য ভাইয়ের সাথে। তারা আমাদের সাথে পরিচিত হয়ে এবং সাংগঠনিক পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত খুশী হ'লেন। রাজশাহীতে এলে আমাদের মারকাযে আসার দাওয়াত গ্রহণ করলেন।

এখানে দায়িত্বরত একজন আর্মী অফিসার জানালেন, পাশে একটি মাদরাসা আছে। সেখানে অনেক ইয়াতীম বাচ্চা পড়াশুনা করে। তাদের শাক-সবজি ও প্রয়োজনীয় খাবার মওজূদ রাখার জন্য একটি ফ্রিজ কিনে দিলে তারা উপকৃত হ'ত। আমরা তাকে আশ্বস্ত করলাম।

এ ক্যাম্পের ত্রাণ বিতরণস্থল মসজিদুল হিন্দী-২ এ আমরা কয়েকজন আলেমের সাথে আলাপ করলাম। তাদের মাঝে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অশ্রুসজল চোখে আবেগঘন বক্তব্য দিলেন। আমি ও ছাকিব কয়েকজন আলেম ও মুরুব্বীর সাক্ষাৎকার নিলাম। তাদের একজন হাফেয রহীমুল্লাহ। আকিয়াব যেলার মংডু থানায় তার বাড়ি। এক বড় মাদরাসার হিফয বিভাগের শিক্ষক ছিলেন তিনি। মাদরাসাটি বেশ পুরনো ছিল। বার্মার স্বাধীনতার পরপরই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মোট ৪৫ জন শিক্ষক ও ৮০০ জন ছাত্র ছিল। দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত পড়ানো হ'ত। ২০১২ সালে মাদরাসাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। মাদরাসা বন্ধের পর তারা কি করেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে তা'লীম দিতেন। নূরুল ইসলাম (৭০) নামে আরেকজন মুরুব্বীর সাথে কথা হ'ল। তিনি জানালেন, ১৯৭৮ সালে যখন ব্যাপক নির্যাতন শুরু হয় তখন তিনিসহ ৪০ জনকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে অনেকদিন যাবৎ কাজ করতে বাধ্য করা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস কাঁধে নিয়ে অনেক কষ্টে তাদেরকে উঁচু পাহাড়ে উঠতে হ'ত। তাদের ৫ জনের একেকটি গ্রুপকে ২ জন আর্মী পাহারা দিত। গুদামে তারা পশুর মত রাত্রি যাপন করতেন।

নাযীর হুসাইন (৮২) বললেন, কুরবানীর পরে তার বড় ছেলেকে মগরা হত্যা করে। উপস্থিত অন্যরা জানালেন, তাদের চলাচলের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তারা যেলা শহর আকিয়াবেও কখনও যাননি। সন্তানদের বিয়ে দিতে গেলে ১ লক্ষ কিয়েত চাঁদা দিতে হ'ত। তাদের জাতীয় কোন নেতা নেই, যিনি তাদের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করবেন। শ মং নামে একজন সাবেক রোহিঙ্গা এমপি ছিলেন, যিনি দেশ ত্যাগ করেছেন। তাদের মতে, ২৫শে আগষ্ট নির্যাতন শুরু হওয়ার পর প্রায় লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের প্রিয় খাবার মাছ, ভাত, আলু, বেগুন। তাদের মাছের ঘের ছিল। সেখান থেকে তারা মাছ মেরে খেতেন। বাংলাদেশের ইলিশ মাছ তারা খেয়েছেন বলে তারা জানালেন।

মসজিদে উপস্থিত ব্যক্তিদের আমরা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে ছুটলাম বান্দরবনের নাইক্ষ্যংছড়ি উপযেলার তমব্রু নো-ম্যান্স ল্যাণ্ডের দিকে। দুপুর দুইটায় আমরা সেখানে পৌঁছলাম। দায়িত্বরত এক বিডিআর জওয়ানের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, এখানে বর্তমানে ৬০২২ জন রোহিঙ্গা বসবাস করছে। এদের অধিকাংশই অবস্থাপন্ন। দেশে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সহায়-সম্পদ আছে। তারা স্বদেশে ফিরে যাবার আশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই নো-ম্যান্স ল্যাণ্ডে বসবাস করছে। বাজার করার জন্য তারা বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করতে পারে। আমরা ক্যাম্পে ঢুকে তাদের সাথে কথা বলতে চাইলে সরকারের নিষেধ আছে বলে তিনি জানালেন। খালের এপার থেকেই তাদেরকে দেখতে হ'ল। তার কাছ থেকে আরো জানতে পারলাম, তারা গোপনে রাতে বা অন্য সময়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসে। এখানে দু'একটি বাড়ি আমরা কাঁটাতারের ভিতরে অংশেও দেখতে পেলাম। দু'একজনকে পাহাড়ে দেখতে পেলাম আসা-যাওয়া করতে। ঘন্টাখানেক সেখানে অবস্থান করে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। জলপাইতলী নামক স্থানে এক মসজিদে যোহর ও আছর জমা ও কছর করলাম। ফেরার পথে মেরিন ড্রাইভ দিয়ে আসার সময় আমরা হিমছড়ির দরিয়ানগর এলাকায় এক পাহাড়ী গুহা পরিদর্শনে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ছাকিব ইতিপূর্বে এসেছে বলে গাইড হিসাবে তাকেই অগ্রগামী পেলাম। টর্চ ও মোবাইলের আলোতে পথ দেখে জমাট কালো অন্ধকার ও স্যাঁতসেতে ভেজা গুহায় আমরা প্রবেশ করলাম। দীর্ঘ গুহা। ঊর্ধ্বদেশে একচিলতে ফুটো। বহু যুগ ধরে শ্যাওলা জমে জমে কালচে হয়ে গেছে গুহার গাত্রদেশ। সেই সাথে গাছের ঝুলন্ত শিকড় আর অর্কিডের ঝাড়; চামচিকা, বাদুড়ের ডানা ঝাঁপটানো, চিকন ঝিরিতে বয়ে যাওয়া পানির ধারা, সবমিলিয়ে পিলে চমকানো পরিবেশ। মনে হয় কেউ যেন এখনই শ্বাস চেপে ধরবে। সে এক ভীতিকর অভিজ্ঞতা। সঙ্গে এতবড় দল না থাকলে নিকষ কালো আঁধার মাড়িয়ে এমন ভুতুড়ে গুহা পরিদর্শনের প্রশ্নই উঠত না।

লেদা ও টেকনাফ :

পরদিন ৬ই নভেম্বর সোমবার আমাদের গন্তব্যস্থল টেকনাফের লেদা ক্যাম্প। সকাল ৯-টায় আমরা লেদার উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। আমাদের সাথে ছিল ১০০০ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী ভর্তি ট্রাক। এখানেও সেনাবাহিনীর আন্তরিক সহযোগিতায় নিজ হাতে পুরা ত্রাণ বিতরণ করি। এছাড়া সেনাবাহিনীর অনুমতি নিয়ে বেশ মোটা অংকের নগদ অর্থ অসহায় রোহিঙ্গা নারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়, যা আমাদেরকে বড় আত্মিক প্রশান্তি দিয়েছে। কারণ গত কয়েকদিন নিজ দায়িত্বে ক্যাম্পগুলোতে অর্থ সহযোগিতা করতে গিয়ে বড় বিড়ম্বনার মুখোমুখি হ'তে হয়েছিল। ফলে তৃপ্তিমত দেয়ার সুযোগ ছিল না। আজ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় আর কোন বিশৃংখলা হয়নি। পরে টেকনাফ শহর ঘুরে মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে আমরা কক্সবাজার ফিরে আসি। এখানেই শেষ হয় আমাদের কার্যক্রম।

স্মৃতিময় এই সফরে কয়েকটি জিনিস আমাদের মনের গহীনে চির অমলিন হয়ে থাকবে। যেমন- রোহিঙ্গা বাচ্চাদের লম্বা সুরে সালাম দেয়া এবং মক্তবে তাদের কুরআন মাজীদ শেখার আগ্রহ, রোহিঙ্গাদের জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আকুতি স্বচক্ষে দেখা। সেইসাথে কক্সবাজার যেলা সাংগঠনিক দায়িত্বশীল ভাইদের অফুরন্ত আন্তরিকতা। যেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমানসহ সাংগঠনিক ভাইগণ যেভাবে দিন-রাত সময় ও শ্রম ব্যয় করছেন রোহিঙ্গাদের সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায়, তা সত্যিই অসাধারণ। আল্লাহ তাদের খেদমতকে কবুল করুন।

সর্বোপরি কেন্দ্র ও যেলার সাংগঠনিক ভাইদের সাথে এমন হৃদিক পরিবেশে শরণার্থীর সেবায় ক'টি দিন অতিবাহিত করতে পারাটা ছিল এ সফরের অসামান্য প্রাপ্তি। আল্লাহ আমাদের সকলের তৎপরতাকে কবুল করে নিন এবং যথাশীঘ্র রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এই দুঃসহ অমানবিক জীবনযাত্রার অবসান ঘটান, এটাই আমাদের কামনা- আমীন!

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

তিন অনন্য ইলমী খিদমত :

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর রচনা সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তিনটি গ্রন্থ স্বীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ তিনটি গ্রন্থের ইহসান উর্দূভাষী জনগণ কখনো ভুলতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই তিন অক্ষয় কীর্তি লক্ষ লক্ষ পাঠকের হৃদয়ে তাঁর নাম জাগরুক রাখবে। এগুলি হল-

১. তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদ 'তাফসীরে মুহাম্মাদী' : দিল্লীর বাড়া হিন্দুরাও মহল্লায় অবস্থিত 'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকা অফিসে মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী এক সময় তাফসীর ইবনে কাছীরের দরস দেয়া শুরু করেছিলেন। এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীরের অনন্য রচনাশৈলী ও চমৎকার তাফসীর পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এই মৌখিক দরসগুলি লিপিবদ্ধ করাও শুরু করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি স্বীয় বড় ভায়রা ভাই মাওলানা আব্দুল্লাহ নাদভী (১৯০০-১৯৭২) ও অন্যদের পরামর্শ নিতে থাকেন। 'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কিস্তি আকারে তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অতঃপর তিনি তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ১ম পারা ১৩৪৬ হিজরীতে দফতরে আখবারে মুহাম্মাদী, আজমিরী গেট, দিল্লী থেকে প্রকাশিত এবং জাইয়েদ বারকী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। ১৩৪৬ হিজরীতে তিনি এ তাফসীরটি অনুবাদ করা শুরু করেন। দীর্ঘ ৮ বছরের সাধনায় তা সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে।

তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদ 'তাফসীরে মুহাম্মাদী'-এর ভাব-ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলীল। যা পড়লে অনুবাদ মনে হয় না। এতদিন এটি উর্দূতে অনূদিত না হওয়ার কারণে উর্দূভাষী বিশাল জনগোষ্ঠী এ থেকে উপকৃত হতে পারছিল না। জুনাগড়ী সে অভাব পূরণ করে এক ঐতিহাসিক খিদমত আঞ্জাম দেন।[১]

পাক-ভারতের বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে এটি বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় প্রথমতঃ রিয়াদের দারুস সালাম প্রকাশনী অতঃপর বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ-এর তাফসীরসহ 'কুরআনে কারীম মা'আ উর্দূ তরজমা ওয়া তাফসীর' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।[২]

বর্তমানে তাফসীর ইবনে কাছীরের জনপ্রিয় এ অনুবাদ গ্রন্থটি ৫ খণ্ডে লাহোরের মাকতাবা ইসলামিয়াহ থেকে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এটি তাখরীজ করেছেন গবেষক কামরান তাহের এবং তাহকীক ও সম্পাদনা করেছেন হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ।

২. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন-এর উর্দূ অনুবাদ 'দ্বীনে মুহাম্মাদী' : হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম রচিত জগদ্বিখ্যাত ফিক্বহ গ্রন্থ হল 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন'। মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী 'দ্বীনে মুহাম্মাদী' নামে ৭ খণ্ডে এ বৃহৎ গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি এর অনুবাদ শুরু করেন এবং ১৯৩৮ সালে শেষ হয়। প্রথমতঃ তা 'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ৭ খণ্ডে জাইয়েদ বারকী প্রেস, দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। তারপর আখবারে মুহাম্মাদী অফিস, দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।[৩] বর্তমানে এটি সুবৃহৎ দুই খণ্ডে চমৎকার মুদ্রণ ও দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে মৌনাথভঞ্জনের মাকতাবাতুল ফাহীম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১১ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩৮।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বে আখবারে মুহাম্মাদী পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত অনুবাদ পড়ে অত্যন্ত খুশী হন এবং মাওলানা জুনাগড়ীকে ধন্যবাদ দিয়ে দু'টি পত্র লিখেন। ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় পত্র দু'টির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল-

প্রথম পত্র

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

প্রিয়ভাজনেষু

আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থটি উর্দূতে অনুবাদ করেছেন। এ সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। অনুবাদকর্মে আগ্রহী কতিপয় প্রিয়ভাজনকে আমি অনেক দিন পূর্বে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ ও শায়খুল ইসলাম ইবনুল ক্বাইয়িমের গ্রন্থ সমূহ উর্দূতে রূপান্তর করার কাজে নিয়োজিত করেছিলাম। অনুবাদের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ই'লামও ছিল। কিন্তু গ্রন্থটি বিশাল হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তাঁদের ছোট ছোট গ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে। এখন আপনি এদিকে মনোনিবেশ করেছেন বিধায় আমি বলব যে, আপনি অত্যন্ত চমৎকার একটি গ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য নির্বাচন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ফলপ্রসূ কাজ করার তৌফিক দিন। হাদীছ ও ফিক্বহ বিষয়ে পরবর্তী আলেমদের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে ভাল ও বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই। এজন্য উর্দূতে অনুবাদ করে এ বিষয়ের সকল প্রয়োজন একবারেই পূর্ণ করে দেয়।

বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই শ্রেণীর বহু মানুষ ধর্মীয়

---

* *ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী: হায়াত ও খিদমাত, পৃঃ ৪৫-৫০।*

২. *কুরআনে কারীম মা'আ উর্দূ তরজমা ওয়া তাফসীর (মদীনা মুনাওয়ারাহ : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স), শায়েখ ছালেহ বিন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আলে শায়খ লিখিত ভূমিকা দ্রঃ; ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব কী দাওয়াত, পৃঃ ৬৩-৬৪।*

৩. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৫৫-৫৬।*

চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এরা ছহীহ মাসলাকের খবর রাখেন না এবং আরবী না জানার কারণে সরাসরি অধ্যয়ন করতে পারেন না। যদি ই'লাম উর্দূতে প্রকাশিত হয় তাহলে তাদের অনুধাবন ও দূরদৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত উপাত্ত প্রস্তুত হয়ে যাবে। যদি এই অনুবাদ প্রকাশে আমি আপনাকে কোন সহযোগিতা করতে পারি তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব।

আবুল কালাম আযাদ
কলকাতা।[৪]

দ্বিতীয় পত্র

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

প্রিয়ভাজনেষু

ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন-এর অনুবাদ দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। ফিক্বহ ও হাদীছের আলোচনা এবং ইসলামী বিধি-বিধানের তাৎপর্য বিষয়ে পরবর্তী আলেমদের কোন গ্রন্থ এরূপ গবেষণামূলক ও উপকারী নয়। যে মর্যাদা এ গ্রন্থটি লাভ করেছে। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন যে, আপনি এই কল্যাণকর দ্বীনী খিদমতের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। যারা ধর্মীয় বিষয়ে জানার আগ্রহ রাখে এবং মূল আরবী গ্রন্থ পড়তে পারে না আমি তাদেরকে পরামর্শ দেব তারা যেন অবশ্যই এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে। যদিচ ইসলামের অভ্যন্তরীণ মাযহাব ও সম্প্রদায় সমূহের ঝগড়া সম্পর্কে সাধারণত মুসলমানরা অনবগত নয়। এজন্য অনেক সময় মাযহাবের প্রতি তাদের আকর্ষণ ভুল পথে পরিচালিত হয়। এ গ্রন্থ পাঠ করলে তাদের নিকট পরিস্কার হয়ে যাবে যে, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সঠিক পথ কোন মানুষদের পথ? কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারীদের, না বিতর্ক ও মতভেদকারীদের? স্বয়ং ই'লাম প্রণেতা তাঁর 'ক্বাছীদায়ে নূনিয়া'য় অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন-

اَلْعِلْمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُوْلُهُ * قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ أُوْلُو الْعِرْفَانِ

مَا الْعِلْمُ نَصْبَكَ لِلْخِلاَفِ سَفَاهَةً * بَيْنَ النُّصُوْصِ وَبَيْنَ رَأْيِ فُلاَنِ

'আল্লাহ ও রাসূলের বাণীই ইলমে দ্বীন। যা জ্ঞানী-গুণী ছাহাবীদের মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অজ্ঞতাবশতঃ কুরআন ও সুন্নাহ্র মুকাবিলায় কারো রায়কে প্রাধান্য দিয়ে মতভেদে লিপ্ত হওয়া ইলমে দ্বীন নয়'।

এই গ্রন্থের অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। বর্তমান এই পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি সামর্থ্যবান ও দানশীল ব্যক্তিদের ভ্রূক্ষেপ নেই। আশা করি, অতি দ্রুত এমন সুযোগ সৃষ্টি হবে যে আপনি এটা প্রকাশ করতে পারবেন। হাফেয ইমামুদ্দীন ইবনু কাছীরের তাফসীর উর্দূতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেও আপনি দারুণ একটা কাজ করেছেন। পরবর্তীদের তাফসীরের ভাণ্ডারে এটি সবচেয়ে ভাল তাফসীর। আশা রাখি যে, সামর্থ্যবান ও দানশীল ভাইয়েরা এ ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করবেন।

আবুল কালাম আযাদ
কলকাতা
১৬.০৪.১৯৩৬ইং।[৫]

৩. খুৎবাতে মুহাম্মাদী :

খুৎবাতে মুহাম্মাদী মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী রচিত পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এক অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক হাযারের বেশী খুৎবা রয়েছে। প্রায় পাঁচশ শিরোনামে বিন্যস্ত এ গ্রন্থে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি জুনাগড়ীর জীবনের সর্বশেষ রচনা। এ গ্রন্থটি এতটা জনপ্রিয় ছিল যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই অল্প সময়ের মধ্যেই এর সকল কপি শেষ হয়ে যায়। ১৯৪১ সালে জুনাগড়ীর মৃত্যুর পর ১৯৫৩ সালে করাচীর মুহাম্মাদী রোডে অবস্থিত 'শাম'এ ইসলাম' ও 'মাকতাবা শু'আইব' থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে মুম্বাইয়ের 'বাযমে মুহাম্মাদী' সংস্থা থেকে এটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়।[৬] মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী প্রতিষ্ঠিত আদ-দারুস সালাফিইয়াহ, মুম্বাই থেকে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে এর একটি চমৎকার অখণ্ড (পাঁচ খণ্ড এক সাথে) সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণের সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০২। এতে নাদভী লিখিত সংক্ষিপ্ত অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

'খুৎবাতে মুহাম্মাদী' সংকলনের পিছনে দু'টি কারণ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। ১. মাওলানা জুনাগড়ী নিজে জাদরেল খতীব ও বাগ্মী ছিলেন। 'খতীবে হিন্দ' রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল তুঙ্গে। তাঁর যাদুকরী বক্তব্য শ্রোতামণ্ডলী গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করত। খুৎবা দেয়ার সময় তিনি নিজে কাঁদতেন এবং অন্যদেরকেও কাঁদাতেন। অন্যরাও তাঁর মতো দক্ষ বাগ্মী ও খতীব হৌক এটা তার মনস্কামনা ছিল। এজন্যই তিনি খুৎবাতে মুহাম্মাদী রচনা করেন।

২. বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রদত্ত খুৎবাগুলি আরবীতে। এজন্য উর্দূভাষী জনগণের সামনে সেগুলি পাঠ করার সময় তেমন একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যেত না এবং তাদের মধ্যে কোন জাযবা সৃষ্টি হত না। মনে হয় কবরস্থানে অথবা ঘুমের সাগরে নিমজ্জিত কোন গ্রামে এগুলি পাঠ করা হচ্ছে। শ্রোতারা যেন মৃত বা স্বপ্নের ঘোরে বিভোর। উর্দূভাষীদের এহেন দুর্দশা দেখে জুনাগড়ী হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এগুলি চয়ন করে উর্দূতে অনুবাদ করে দেন। যাতে শ্রোতাদের বুঝতে সুবিধা হয়।

উক্ত খুৎবা সংকলনের ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর সাবেক আমীর মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী বলেন, 'সাধারণভাবে জুম'আর

৪. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৬০-১৬১।*

৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৫৭-৫৮।*
৬. *ঐ, পৃঃ ৬৬-৬৭।*

খুৎবার যে সকল সংকলন উর্দূতে পাওয়া যায় সেগুলি সাধারণত খুবই অগভীর, মানহীন এবং অনির্ভরযোগ্য। কিচ্ছা-কাহিনী ও কবিতায় ভরপুর সেসব খুৎবাগুলিতে না আছে যুগের চাহিদার প্রতি খেয়াল, আর না আছে আধুনিক যুগের সমস্যা সমূহ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা ও পর্যালোচনা। এগুলি শুনে শ্রোতাদের উপর কবরস্থানের মতো এক অদ্ভূত নীরবতা বিরাজ করে। কিন্তু 'খুৎবাতে মুহাম্মাদী'র ভাষা এত মধুর যে, পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের উপরেই সমান প্রভাব পড়ে। মানুষ অনুভব করে যে, কোন জাদুকরী বর্ণনার অধিকারী খতীব নিজের সুমধুর বর্ণনার জাদু দেখাচ্ছেন এবং খুৎবার প্রতিটি শব্দ মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

ইসলামী শরী'আতের এমন কোন বিষয় বাকী নেই যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দেননি। তাঁর খুৎবা সমূহের এ সকল বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলিকে এ সংকলনে একটি আকর্ষণীয় হারের মতো সুন্দরভাবে গেঁথে দেয়া হয়েছে'।[৭]

অনুবাদক জুনাগড়ী :

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ অনুবাদক ছিলেন। উর্দূ তাঁর মাতৃভাষা ছিল না। তথাপি তিনি উর্দূ ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে যে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। এর মাধ্যমে তিনি উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর উর্দূতে অনূদিত গ্রন্থের ভাবা-ভাষা সহজ-সরল, সাবলীল ও উচ্চ সাহিত্যিকমান সমৃদ্ধ। তাফসীর ইবনে কাছীর ও ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ছাড়াও তিনি যেসব গ্রন্থ আরবী থেকে উর্দূতে অনুবাদ করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ:

১. সুন্নাতে মুহাম্মাদী : প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রচিত 'ফাতহুল গাফূর ফী ওয়ায'ইল আয়দী আলাছ ছুদূর' শীর্ষক মূল্যবান পুস্তিকার অনুবাদ এটি। এ গ্রন্থে ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধার ৪০টি দলীল পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে এ ব্যাপারে যেসব অভিযোগ রয়েছে সেগুলির জবাব এবং নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীছ ছহীহ না হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি 'আখবারে মুহাম্মাদী' পত্রিকার ৮ম বর্ষে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৩৬৪ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮।[৮]

২. বুরহানে মুহাম্মাদী : শায়খ তাকিউদ্দীন সুবকী রচিত 'জুযউ রাফ'ইল ইয়াদায়েন' গ্রন্থের অনুবাদ এটি। আরবী টেক্সট ও উর্দূ অনুবাদসহ এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। এ গ্রন্থে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার হাদীছ সমূহ সংকলন পূর্বক প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমৃত্যু রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন। চার খলীফা, আশারায়ে মুবাশ্শারাহ (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন ছাহাবী) ও ছাহাবায়ে কেরাম রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন। শাওয়াল ১৩৫৫ হিঃ/জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির শেষে নিম্নোক্ত আছারটি উল্লেখ করা হয়েছে- أَن بن عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذا ركع وَإِذا رفع رَمَاه بالحصا 'রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হতে উঠার সময় ইবনু ওমর (রাঃ) কাউকে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে না দেখলে তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন'।[৯]

৩. ফাযাইলে মুহাম্মাদী : মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ) উক্ত শিরোনামে খতীব বাগদাদী (রহঃ)-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'শারফু আছহাবিল হাদীছ' (আহলেহাদীছদের মর্যাদা)-এর উর্দূ অনুবাদ করেছেন। মদীনা মুনাওয়ারার লাইব্রেরীতে এর পাণ্ডুলিপি মজুদ ছিল। মাওলানা জুনাগড়ী হজ্জে গিয়ে সেটি কপি করে আনেন এবং উর্দূ অনুবাদসহ আরবী মতন (Text) প্রকাশ করেন।[১০]

৪. ঈমানে মুহাম্মাদী : ইমাম বায়হাকী (রহঃ) 'শু'আবুল ঈমান' নামে ঈমানের শাখা-প্রশাখা বিষয়ে একটি মূল্যবান হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম আবু জা'ফর ওমর কাযবীনী 'মুখতাছার শু'আবুল ঈমান' শিরোনামে এটি সংক্ষিপ্ত করেন। মাওলানা জুনাগড়ী 'ঈমানে মুহাম্মাদী' শিরোনামে সেটি উর্দূতে অনুবাদ করে রবীউল আউয়াল ১৩৪৬ হিজরীতে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি অনুবাদের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে জুনাগড়ী নিজেই বলেছেন, 'মুসলমান বাচ্চাদেরকে ছোট থেকেই ইসলামের বিধান ছালাত-ছিয়াম এর তা'লীম দেয়া উচিত মনে করে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমি ছোট ছোট পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছি। আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি এগুলির কবূলিয়াত (গ্রহণযোগ্যতা) দান করেছেন। অনেকবার সেগুলি মুদ্রিত হয়েছে। যখন ঈমান সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা পোষণ করি তখন এ বিষয়ে ইমাম বায়হাকী (রহঃ)-এর শু'আবুল ঈমান এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের উপর দৃষ্টি পড়ে। এ বরকতপূর্ণ গ্রন্থে ঈমানের সকল শাখা-প্রশাখার বিবরণ ছিল। এজন্য আমি এর অনুবাদ করাই যথোপযুক্ত মনে করি। বস্তুতঃ তা অনুবাদ করি। এটা মুদ্রিত হয়ে মানুষের হাতে হাতে চলে যায়। এখন এটা দ্বিতীয়বার ছাপাচ্ছি। আল্লাহ আমার এই সামান্য খিদমতটুকু কবুল করুন, আমাদের সবাইকে এর উপর আমল করার তৌফিক দিন এবং আমাদেরকে দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে উঠিয়ে নিন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।[১১] সূচীপত্রের পর এতে তিনি ইমাম বায়হাকীর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন।[১২] এর সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫।

---

৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, খুৎবাতে মুহাম্মাদী, ভূমিকা ও শুদ্ধিকরণ : মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী (মুম্বাই : আদ-দারুস সালাফিইয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০০), পৃঃ ৪।*

৮. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, সুন্নাতে মুহাম্মাদী (বাড়া হিন্দুরাও, দিল্লী : দফতরে আখবারে মুহাম্মাদী, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৪ হিঃ), পৃঃ ২-৮।*

৯. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, বুরহানে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৭ খ্রিঃ), পৃঃ ১০।*

১০. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৫৪।*

১১. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, ঈমানে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, ১৩৪৬ হিঃ), পৃঃ ২।*

১২. *ঐ, পৃঃ ৬-৮।*

৫. ইমামে মুহাম্মাদী : খতীব বাগদাদী রচিত 'তারীখু বাগদাদ' গ্রন্থের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর জীবনী অংশটুকু তিনি উক্ত শিরোনামে উর্দূতে অনুবাদ করেন। এতে আবু হানীফা (রহঃ)-এর সমসাময়িক এবং পরবর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণ কর্তৃক ইমাম ছাহেবের সমালোচনা রয়েছে। ইমাম ছাহেবের ভুল ফৎওয়াগুলির খণ্ডনও এতে রয়েছে। মোটকথা, প্রশংসা ও সমালোচনা সবই আছে।[১৩]

৬. আক্বাইদে মুহাম্মাদী : এটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রচিত 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ। আক্বীদা বিষয়ে এটি এক অনন্য গ্রন্থ।

৭. সীরাতে মুহাম্মাদী : ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হিঃ) রচিত 'খুলাসাতুস সিয়ার' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ এটি। মূল আরবী সহ তিনি এর উর্দূ অনুবাদ প্রকাশ করেন।[১৪]

অন্যান্য রচনা :

১. সায়ফে মুহাম্মাদী : এ গ্রন্থে তিনি হানাফী মাযহাবের এমন ৬০০ মাসায়েল একত্রিত করেছেন, যা কুরআন-হাদীছের বিরোধী। প্রত্যেকটি মাসআলায় হানাফীদের যত দলীল আছে তা উল্লেখ করে সেগুলির যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এটি রবীউল আখের ১৩৪৮হিঃ/১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর আযাদ বারকী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৯।

২. হেদায়াতে মুহাম্মাদী : এতে হানাফী ফিক্বহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া'তে বর্ণিত ১০০টি মাসায়েল আলোচনা করেছেন, যা হাদীছ বিরোধী। ১৯২৮ সালে এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮। এ গ্রন্থের শেষে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন ও হাদীছের আনুগত্য করার চেতনা ও আগ্রহ দান করুন এবং আপোসে একে অন্যের সকল কথা মান্য করাকে নিজের উপর ফরয জেনে তাকে রব বানানো থেকে বাঁচান! আমীন!![১৫]

৩. শাম'এ মুহাম্মাদী : 'ইযহারুত ত্বইয়িব ওয়াল খাবীছ বিতাকাবুলিল ফিক্বহ ওয়াল হাদীছ' ওরফে 'শাম'এ মুহাম্মাদী' গ্রন্থে তিনি ১৫৬টি হাদীছ সংকলন করেছেন এবং সাথে সাথে তার বিপরীত হানাফী মাসায়েল উল্লেখ করেছেন *(পৃঃ ২০-৯৮)*। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬। বইয়ের শেষের দিকে 'তাহকীক ওয়া তাক্বলীদ পর এক নযর বেতওরে খাতেমা কে' শিরোনামে তাহকীক ও তাক্বলীদ সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন।[১৬]

৪. ত্বরীকে মুহাম্মাদী : এতে কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বহ গ্রন্থাবলী থেকে তাক্বলীদের খণ্ডনে ৬০০ দলীল একত্রিত করেছেন এবং তাক্বলীদের ক্ষতি বর্ণনা করেছেন। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৪। মাওলানা আবু সুহাইল আনছারীর পাদটীকা এবং জামে'আ আলিয়া আরাবিয়া, মৌ-এর হাদীছ ও ফিক্বহ-এর শিক্ষক মাওলানা আব্দুল লতীফ আছারীর তাহকীক ও তা'লীক সহ আহলেহাদীছ একাডেমী, মৌনাথভঞ্জন থেকে ২০০৮ সালের জুলাইয়ে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে মূল্যবান মতামত পেশ করেন আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী।

৫. ইরশাদে মুহাম্মাদী : এটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রচিত 'আল-ইকতিছাদ ফিত-তাক্বলীদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থের জবাবে লিখিত। তাছাড়া এতে মাওলানা থানবীর 'বেহেশতী যেওর' কিতাবের ৫০টি ভুল আলোচনা করা হয়েছে। দিল্লী ছাপা ১৩৫৬ হিঃ/১৯৩৭ খ্রিঃ। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪।[১৭]

(ক্রমশঃ)

---

১৩. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, পৃঃ ৫৪।*
১৪. *ঐ, পৃঃ ৫৩, ৫৫।*
১৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, হেদায়াতে মুহাম্মাদী, পৃঃ ১৮।*
১৬. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, শাম'এ মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়িদ বারকী প্রেস, শাওয়াল ১৩৫৩ হিঃ/১৯৩৭ খ্রিঃ), পৃঃ ৯৯-১১৬।*
১৭. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৬৬।*

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৮

নির্বাচিত গ্রন্থ

সকলের জন্য উন্মুক্ত

আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ
(২০১ থেকে ৫০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পুরস্কার
১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৮৭-১১৫৬৬২
০১৭২২-৬২০৩৪০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

হাদীছের গল্প

জন্মভূমি থেকে আবুবকর (রাঃ)-কে বহিষ্কার ও তাঁর অসীম ধৈর্য

এক সময় হাবশায় হিজরতকারী ছাহাবীগণ জানতে পারেন যে, মক্কার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মক্কা মুসলমানদের জন্য নিরাপদ। একথা শুনে ছাহাবীগণ মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কিন্তু পথিমধ্যে জানতে পারেন যে, কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের খবর মিথ্যা। তখন তারা আত্মগোপন করেন বা কারো আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আবুবকর (রাঃ) হাবশায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। কিন্তু বারকুল গিমাদে ইবনু দাগিনা তাকে আশ্রয় দিতে চাইলে তিনি ফিরে আসেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার মাতা-পিতাকে কখনো ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন পালন করতে দেখিনি এবং এমন কোন দিন কাটেনি যেদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় রাসূল (ছাঃ) আমাদের বাড়িতে আসেননি। যখন মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন আবুবকর (রাঃ) হিজরত করে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হ'লেন। অবশেষে বারকুল গিমাদ[১] নামক স্থানে পৌঁছলে ইবনু দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা।[২] সে বলল, হে আবুবকর! কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি মনে করছি, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইবনু দাগিনা বলল, হে আবুবকর! আপনার মত ব্যক্তি চলে যেতে পারে না এবং বহিস্কৃতও হ'তে পারে না। আপনি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথের পথিকদের বিপদাপদে সাহায্য করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি, আপনাকে যাবতীয় সহযোগিতার অঙ্গীকার করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবুবকর (রাঃ) ফিরে আসলেন। তাঁর সঙ্গে ইবনু দাগিনাও আসল। ইবনু দাগিনা বিকেল বেলা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে গেল এবং তাদেরকে বলল, আবুবকরের মত লোক দেশ থেকে বের হ'তে পারে না এবং তাকে বের করে দেয়া যায় না। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বের করবেন, যে নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে বিপদ আসলে সাহায্য করেন।

ইবনু দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশগণ মেনে নিল এবং তারা ইবনু দাগিনাকে বলল, তুমি আবুবকরকে বলে দাও, তিনি যেন তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করেন। ছালাত সেখানেই আদায় করেন ও ইচ্ছা মাফিক কুরআন তিলাওয়াত করেন। এর দ্বারা যেন আমাদের কষ্ট না দেন। আর এসব ব্যাপার (ইবাদত) যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা আমরা আমাদের মেয়েদের ও ছেলেদের (ইসলাম গ্রহণ করার) ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার আশংকা করছি। ইবনু দাগিনা এসব কথা আবুবকর (রাঃ)-কে বলে দিলেন। সে মতে কিছুদিন আবুবকর (রাঃ) নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করতে লাগলেন। ছালাত প্রকাশ্যে আদায় করতেন না এবং ঘরেই কুরআন তেলওয়াত করতেন। এরপর আবুবকর (রাঃ) তাঁর ঘরের বারান্দায় একটি মসজিদ তৈরী করে নিলেন। এতে তিনি ছালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। এতে তাঁর কাছে মুশরিকা মহিলা ও যুবকরা ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবুবকর (রাঃ)-এর এ কাজে বিস্ময়বোধ করত এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবুবকর (রাঃ) ছিলেন একজন ক্রন্দনকারী ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের ভীত করে তুলল এবং তারা ইবনু দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে আসলে তারা তাকে বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারণে আমরাও আবুবকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এই শর্তে যে, তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরের মধ্যে করবেন। কিন্তু সে শর্ত তিনি ভঙ্গ করেছেন এবং নিজ গৃহের পাশে একটি মসজিদ তৈরি করে প্রকাশ্যে ছালাত ও তিলাওয়াত শুরু করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের নারী ও শিশুরা ফিৎনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাঁকে নিষেধ করে দাও। তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর গৃহের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি তা অমান্য করে প্রকাশ্যে তা করতে চান তবে তাঁকে তোমার আশ্রয় প্রদান ও দায়-দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে বল। আমরা তোমার আশ্রয় দানের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করা অত্যন্ত অপসন্দ করি। আবার আবুবকরকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করতে দিতে পারি না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইবনু দাগিনা এসে আবুবকর (রাঃ)-কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে, কী শর্তে আমি আপনার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয়ত তাতে সীমিত থাকবেন অন্যথা আমার যিম্মাদারী আমাকে ফেরত দিবেন। আমি এ কথা মোটেই পসন্দ করি না যে, আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি আমার বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হোক। আবুবকর (রাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয়ের

---

১. *মক্কার পিছনে পাঁচ রাতের দূরত্বে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। কারো মতে ইয়ামনের একটি শহর, যেখানে আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন তায়মীকে দাফন করা হয়েছিল, মু'জামুল বুলদান ১/৩৯৯।*

২. *তার প্রকৃত নাম হারেছ বিন ইয়াযীদ বিন বকর, দাগিনা তার মায়ের নাম। সে কারাহ গোত্রের লোক ও আহাবীশের সর্দার ছিল। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, আল-বিদায়াহ ৩/৯৪।*

উপর সন্তুষ্ট আছি। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দু'টি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। এরপর যারা হিজরত করতে চাইলেন, তারা মদীনার দিকে হিজরত করলেন। আর যারা হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাদেরও অধিকাংশ সেখান হ'তে ফিরে মদীনায় চলে আসলেন। আবুবকর (রাঃ)ও মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হৌক! আপনিও কি হিজরতের আশা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গ পাওয়ার জন্য নিজেকে হিজরত হ'তে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দু'টি চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবুবকর (রাঃ)-এর ঘরে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবুবকরকে খবর দিল যে, রাসূল (ছাঃ) মস্ত ক আবৃত অবস্থায় আসছেন। সেটা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবুবকর (রাঃ) তাঁর আসার কথা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান হৌক। আল্লাহ্র কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণেই আসছেন। রাসূল (ছাঃ) পৌঁছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হ'ল। ঘরে প্রবেশ করে তিনি আবুবকরকে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! এখানে তো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আমি আপনার সফর সঙ্গী হ'তে ইচ্ছুক। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঠিক আছে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আমার এ দু'টি উট হ'তে আপনি যে কোনটি নিন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা অতি দ্রুত সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে তাঁদের খাদ্যসামগ্রী গুছিয়ে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'জাতুন নেতাক' (কোমর বন্ধ ওয়ালী) বলা হ'ত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ও আবুবকর (রাঃ) ছাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিন রাত অবস্থান করলেন। আবদুল্লাহ ইবনু আবুবকর (রাঃ) তাঁদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাত্রে ওখান হ'তে বেরিয়ে মক্কায় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হ'তেন এবং তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হ'ত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবুবকর (রাঃ)-এর গোলাম আমির বিন ফুহায়রাহ তাঁদের কাছেই দুধালো ছাগলের পাল চরিয়ে বেড়াত। রাতের কিছু সময় চলে যাওয়ার পর সে ছাগলের পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত্রি যাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমির বিন ফুহায়রাহ ছাগলগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিন রাতের প্রতি রাতে সে এমনই করল। রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) বানী আবদ ইবনু আদি গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 'খির্রীত' (পথ প্রদর্শক) নিযুক্ত করেছিলেন। দক্ষ পথপ্রদর্শককে 'খির্রীত' বলা হয়। আদী গোত্রের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফের কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু'টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রের পরে সকালে উট দু'টি ছাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। আর সে যথাসময়ে তা পৌঁছিয়ে দিল। আর আমির বিন ফুহায়রাহ ও পথপ্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূলের পথ ধরে চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছলেন।[৩]

আসমা (রাঃ) বলেন, হিজরতের সময় আবুবকর (রাঃ) তার সমুদয় সম্পদ সাথে নিলেন। যাতে পাঁচ থেকে ছয় হাযার দেরহাম ছিল। তিনি সেগুলো নিয়ে চলে গেলেন। এরপর আমার দাদা আবু কুহাফা আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হয় সে সমস্ত সম্পদ সাথে নিয়ে চলে গেছে। আমি বললাম, কখনো না হে দাদা! তিনি আমাদের জন্য বহু সম্পদ রেখে গেছেন। এরপর আমি বাড়িতে থাকা একটি পাত্রে কিছু নুড়ি পাথর রেখে দিলাম। যাতে আমার আব্বা টাকা-পয়সা রাখতেন। আমি পাত্রের মুখে কাপড় বেঁধে দাদার সামনে নিয়ে বললাম, হে দাদা! এই সম্পদে হাত রাখুন। অতঃপর তিনি পাত্র স্পর্শ করে বললেন, যদি এগুলো রেখে গিয়ে থাকে তাহ'লে সমস্যা নেই। খুবই সুন্দর। এতে তোমাদের বহুদিন চলে যাবে। আসমা বলেন, আল্লাহ্র কসম! বাবা আমাদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। কিন্তু বৃদ্ধ দাদাকে শান্ত করার জন্য একাজ করলাম।[৪]

** মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

৩. *বুখারী হা/২২৯৭,৩৯০৫; আহমাদ হা/২৫৬৬৭; ইবনু হিব্বান হা/৬২৭৭।*
৪. *আহমাদ হা/২৭০০২; মু'জামুল কাবীর হা/২৩৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯৯১৩; মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আ'যামী, আল-জামে'উল কামিল ৮/১৩৯, সনদ হাসান।*

Contents

সাইনোসাইটিস

মুখমণ্ডলের হাড়ের ভিতরে কতগুলো ফাঁপা জায়গা আছে, যাকে সাইনাস বলে। কোন কারণে সাইনাসগুলির মধ্যে ঘা বা প্রদাহ হ'লে তাকে সাইনোসাইটিস বলে।

রোগের কারণ : দাঁত, চোখ, নাকের অসুখ থেকে সাইনোসাইটিস হ'তে পারে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা এলার্জির কারণেও সাইনোসাইটিস হয়ে থাকে।

লক্ষণ ও উপসর্গ : সাইনোসাইটিস রোগে প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়। এই ব্যথায় চোখের নীচ ও কপাল বেশী আক্রান্ত হয়। ব্যথা নাকের গোড়ায়, উপরের চোয়ালের উপরে ও মাথার পিছন দিকে যে কোন স্থানে হ'তে পারে। সকালে কম থাকে, দুপুরের দিকে ব্যথার তীব্রতা বেড়ে যায়। আবার বিকেলের দিকে সামান্য কমে যায়। মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাঁটলে বা মাথা নীচু করলে ব্যথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়, গা ম্যাজম্যাজে ভাব, জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কোন কিছুতেই ভালো লাগে না এবং অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। নাক বন্ধ থাকে। পরীক্ষা করলে নাকের ভেতর পুঁজ পাওয়া যেতে পারে। সাইনাস-এর এক্স-রে করলে সাইনাস ঘোলাটে দেখায়।

সাইনাসের ইনফেকশন : নাকের এলার্জি থাকলে, নাকের হাড্ডি বাঁকা থাকলে, নাকের ভেতর বাইরের কিছু ঢুকলে এবং এডিনয়েড (নাকের পেছনের টনসিল) বড় হ'লে, দাঁতের ইনফেকশন থেকে বা দাঁত তুলতে গিয়েও সাইনাসে ইনফেকশন হ'তে পারে। সাইনাসের হাড্ডি ফেটে গেলে এবং ময়লা পানিতে ঝাঁপ দিলে ঐ পানি নাকের ভেতর দিয়ে সাইনাসে ঢুকেও এ ধরনের সমস্যা তৈরি করতে পারে। এছাড়াও অপুষ্টি, আবহাওয়া দূষণ এবং ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এই রোগ বেশী হয়।

সাইনোসাইটিস-এর জটিলতা : সাইনাসগুলো চোখ ও ব্রেইনের পাশে থাকে বলে সাইনাসের ইনফেকশন হ'লে তা চোখ এবং মস্তিষ্কেও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন- অরবিটাল সেলুলাইটিস এবং এবসেস বা চোখের ভেতরের ইনফেকশন। মেনিনজাইটিস বা ব্রেইনের পর্দার প্রদাহ। এক্সট্রাডুরাল এবং সাবডুরাল এবসেস, অস্টিওমায়েলাইটিস (মাথার অস্থির প্রদাহ), কেভেরনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস প্রভৃতি। তাই সাইনোসাইটিসের কারণে চোখের ভেতরে ইনফেকশন ঢুকে চোখটি নষ্ট করে দিতে পারে, আবার মাথার ভেতর ইনফেকশন ঢুকে মেনিনজাইটিস এমনকি ব্রেইন এবসেসের মত মারাত্মক জটিল রোগের জন্ম দিতে পারে।

চিকিৎসা : সাইনোসাইটিস নির্ণয়ে শুধু এক্স-রে করাই যথেষ্ট। এই রোগের চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নাকের মধ্যে সাইনাসের বহির্গমনের রুদ্ধ পথগুলো খুলে দেয়ার মাধ্যমে সাইনাসের বহির্গমন পথকে সুগম রাখা এবং সাইনাসের ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণ করা। তাছাড়া চিকিৎসার মাধ্যমে ইনফেকশন জনিত ব্যথা থাকলে, তা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। তবে কোন কোন সময় যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়তে পারে। নাকের সমস্যা দূর করতে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। যে কোন সাইনোসাইটিসের চিকিৎসা প্রথমে ওষুধ দিয়ে করতে হয়। ওষুধে না সারলে অপারেশন করা লাগতে পারে। অপারেশনের সময় সাইনাস ওয়াশ করা হয়। বর্তমানে অপারেশনের পরিবর্তে অ্যান্ডোস্কোপিক সার্জারি বা ফাংশনাল অ্যান্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারি করা হয়। যা অধিক কার্যকর এবং এতে রোগীর ভোগান্তিও কম হয়। যথা সময়ে সঠিক চিকিৎসা না নিলে বিভিন্ন জটিলতা হ'তে পারে।

পলিপাস চিকিৎসা

পলিপাস নাসারন্ধ্রের রোগ। এটি একটি অতি পরিচিত সমস্যা। এ রোগে সাধারণত সর্দি লেগে থাকে ও প্রচুর হাঁচি হয়। বিভিন্ন কারণে এ রোগ হ'তে পারে। নিম্নে এ রোগের কারণ ও চিকিৎসা উল্লেখ করা হ'ল।-

পলিপাস কি : মানবদেহের রক্তের ইসনোফিল ও সিরাম আইজিই'র পরিমাণ বেড়ে গেলে ঠাণ্ডা, সর্দি, হাঁচি লেগে থাকে এবং নাকের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগুলোতে অ্যালার্জিক প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ঝিল্লি থেকে আস্তে আস্তে এক ধরনের গোশতপিণ্ড বাড়তে থাকে। প্রথমে এটা মটরশুটির মতো হয়। আস্তে আস্তে বড় হয়ে আঙ্গুরের মতো হয় এবং নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। এটিকে Nasal Polip বা নাকের পলিপাস বলে। এটি এক বা দুই নাকেও হ'তে পারে। এ রোগ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের অধিক হ'তে দেখা যায়। অনেক সময় ন্যাজাল পলিপাস থেকে রক্ত বের হ'তে দেখা যায়। কোন কোন সময় নরম, নীল বর্ণ, মসৃণ শ্বেতময় ও পুঁজময় ক্ষত হ'তে দেখা যায়।

তবে নাক বন্ধ থাকা মানেই পলিপাস নয় এবং নাক বন্ধ অবস্থায় এর মধ্যে পিণ্ডাকৃতির কিছু দেখলেই তা পলিপাস নয়। আবার সব ধরনের পিণ্ডই পলিপাস নয়। এজন্য সঠিক পরীক্ষার মাধ্যমে পলিপাস কি-না নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা করা উচিত।

পলিপাসের প্রকারভেদ : নাকের পলিপাস দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- ক. ইথময়ডাল পলিপাস, যা এলার্জির কারণে হয় এবং দুই নাকে হয়। এটা মধ্যম বয়সে দেখা যায়। খ. এন্ট্রোকোয়ানাল পলিপাস, যা ইনফেকশনের কারণে হয় এবং এক নাকে হয়। এটা শিশু বা কিশোর বয়সে দেখা যায়।

পলিপাস হওয়ার কারণ : নাসারন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হ'তে উদ্ভুদ হয়। নাসিকা প্রদাহ বৃদ্ধির কারণেও হ'তে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অ্যালার্জিজনিত কিংবা দীর্ঘমেয়াদী নাক ও সাইনাসের প্রদাহই এর প্রধান কারণ। এক-তৃতীয়াংশ রোগীর ক্ষেত্রে সঙ্গে হাঁপানিও থাকে। দুই শতাংশ ক্ষেত্রে ঋতু পরিবর্তনজনিত অ্যালার্জি দায়ী। অনেক সময় বংশানুক্রমিকও হ'তে পারে।

লক্ষণ : এ রোগে নাসারন্ধ্রের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। বারবার হাঁচি, সর্দি থাকা, নাক দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরা, নাক বন্ধ থাকা, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, মুখ হা করে নিঃশ্বাস নেওয়া, নাক চুলকানো, নাকে ব্যথা, মাথাব্যথা, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, জ্বর জ্বর অনুভূতি, অরুচি, নাক ডাকা, শরীর শুকিয়ে যাওয়া ও কখনো নাকের গোশতপিণ্ড বাইরে বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

হোমিও চিকিৎসা : রোগীকে এইসব Blood-এর IGE, Esonophil, ESR এবং X-ray-PNS, Nasopharonix করার পরে নিশ্চিত হয়ে লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগ করা যায়। যেমন- S.Nit, S.Cab, Thuga, Lemna, Natmur, Aurum met ইত্যাদি ঔষধগুলি লক্ষণ ভেদে সেব্য। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করলে কোন প্রকার অস্ত্রপচার ছাড়াই নাকের পলিপাস ও সাইনোসাইটিস থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ।

এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা : অপারেশন করলে সাধারণত নাকের পলিপাস ভাল হয়ে যায়। তবে এই পলিপাস বার বার হ'তে পারে এবং প্রয়োজনবোধে কয়েকবার অপারেশন করা লাগতে পারে। এলার্জি থেকে দূরে থাকলে এই রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। বিনা অস্ত্রপচারে পলিপাসের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সম্ভব নয়। তবে অ্যান্টিহিস্টামিন-জাতীয় ওষুধের মাধ্যমে অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণের ফলে পলিপাসের ফোলা ভাব কিছুটা কমে আসতে পারে। এছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় স্টেরয়েড জাতীয় স্প্রে নাকে ব্যবহার করা হয়, এতেও পলিপাসের আকার ছোট হয়ে আসতে পারে। আধুনিক পদ্ধতিতে অস্ত্রপচারে নিরাময়ের হার বেশ ভালো।

সতর্কতা : সব ধরনের অ্যালার্জিটিক খাদ্য পরিহার, ঠাণ্ডা লাগা ও ধুলাবালি থেকে সাবধান থাকতে হবে। প্রথম অবস্থায় পলিপাসের চিকিৎসা না নিলে পরবর্তী সময়ে সাইনাসের ইনফেকশন হয়ে সাইনোসাইটিস ও এজমা দেখা দেয়।

॥ সংকলিত ॥

Contents

আখ চাষ পদ্ধতি

আখ আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় অর্থকারি ফসল। এটি চিনি উৎপাদনের মূল ফসল। কিন্তু চাহিদার তুলনায় আখ উৎপাদন অনেক কম। এর কারণও অনেক। যেমন- সঠিক পরিচর্যা বা চাষাবাদের অভাব, ফসলের বৈচিত্র্য, বিভিন্ন মেয়াদী সবজি ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ফলের বাগান তৈরী ইত্যাদি কারণে দিন দিন আখ চাষের জমি কমে যাচ্ছে। আখের রসে প্রচুর পুষ্টিগুণ রয়েছে। যেমন- প্রতি ১০০ গ্রাম আখের রসে ৩৯ ক্যালরি, ৯.১ গ্রাম শর্করা, আমিষ চর্বি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ পাশাপাশি রিবোফ্লোবিন এবং ক্যারোটিন বিদ্যমান। পরিপক্ক আখে শতকরা ৮০ ভাগ পানি, ৮-১৬ ভাগ সুক্রোজ, ০.৫-২ ভাগ রিডিউসিং সুগার এবং ০.৫-১ নন সুগার থাকে।

মাটি নির্বাচন : প্রায় সব ধরনের জমিতে আখের চাষ করা যায়। তবে উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমে থাকে না। তাছাড়া আখ উৎপাদনের উপযুক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থাযুক্ত এঁটেল, দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ মাটি উপযুক্ত।

জাত নির্বাচন : আমাদের দেশে আখের বিভিন্ন ধরনের জাত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঈশ্বরদী ২/৫৪, ঈশ্বরদী ১৬, ২০, ৩২-৪০, বিএসআর আই আখ ৪১-৪৪ অমৃত ইত্যাদি।

জমি প্রস্তুত : আখ একটি দীর্ঘমেয়াদি, লম্বা ও ঘন শেকড় বিশিষ্ট ফসল। সেজন্য আখের জমি গভীর করে ৫/৬টি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে তৈরী করতে হবে। এসময় একরপ্রতি ৪ টন গোবর বা আর্বজনা সার দেওয়া ভাল।

রোপণের সময় : অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। তবে চারা রোপণের উত্তম সময় মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত। হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ হাযার কাটিং বা সেট বীজ প্রয়োজন হয়।

সারের পরিমাণ : প্রতি জমি ইউরিয়া ১২০-১৫০ কেজি, টিএসপি ৮০-১১০ কেজি, এমওপি ১১০-১৪০ কেজি, জিপসাম ৫০-৬০ কেজি, জিংক সালফেট ১০-১৫ কেজি, ডলোচুন ১০০-১৫০ কেজি, জৈব সার ৫-৬ টন প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সার ছাড়া অন্যান্য সব সার শেষ চাষের সময় মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি রোপণ নালায় দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া ও এমওপি চারা রোপণের পর কুঁশি গজানো পর্যায়ে (১২০-১৫০ দিন) উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি : আমাদের দেশে সাধরণত দু'ভাবে আখ রোপণ করা হয়।

১. প্রচলিত পদ্ধতি : তিন চোখ বিশিষ্ট আখখণ্ড নালার মধ্যে একই লাইনে মাথায় মাথায় স্থাপন করে অথবা দেড়া পদ্ধতি বা দু'সারি পদ্ধতিতে আখ চাষ করা যায়। আখখণ্ড স্থাপনের পর ৫ সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চি মাটি দিয়ে আখখণ্ড ঢেকে দিতে হবে।

২. এক বা দু'চোখ বিশিষ্ট আখখণ্ড পলিব্যাগ বা বীজতলায় চারা তৈরী করে জমিতে রোপণ। আখ চাষের এ পদ্ধতিটি এখন পর্যন্ত আধুনিক। সাধারণত একমাস বয়সের আখের চারা রোপণ করতে হয়। এক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৩ ফুট বা ৯০ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ২ ফুট বা ৬০ সেন্টিমিটার রাখতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : আখগাছ বড় হ'লে যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য আখ গাছ কয়েকটি মিলেয়ে বেঁধে দিতে হবে। আখের শুকনা পাতা ঝরে পড়ে না বলে শুকনা পাতা ছিঁড়ে কেটে ফেলতে হবে। মাটিতে বাতাস চলাচলের জন্য মাঝে মাঝে মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং ২/৩ বার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। গাছের বয়স ৭/৮ সপ্তাহ হ'লে প্রথমবার এবং ১২-১৪ সপ্তাহ হ'লে কাণ্ডে ২-১টি গিঁট দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার মাটি দিতে হবে। প্রয়োজন হ'লে বাঁশের সাহায্যে আখ গাছ ঠেস দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে প্রতিটি আড় শুকনা পাতা দিয়ে বেঁধে পাশাপাশি দুই সারির ৩-৪ টি ঝাড় একত্রে বেঁধে দিতে হবে। আখ দীর্ঘজীবি ফসল বিধায় জমিতে প্রয়োজন অনুসারে সেচ দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা : পোকামাকড় ও রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। ডগার মাজরা পোকা দমনের জন্য কার্বোফুরান জাতীয় কীটনাশক ফুরাডান ৫ জি কিংবা কুরাটার ৫ জি অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। কাণ্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য কারটাপ গ্রুপের রাজেক্স ৪ জি এবং গোড়ার মাজরা পোকা দমনের জন্য ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের লরসবান ১৫ জি ব্যবহার করা যায়। উঁইপোকা দমনে ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের ডারসবান জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়। আখের লাল পঁচা রোগ দমনে গরম পানিতে বীজ শোধন বা ব্যাভিস্টিন নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা ৩০ মিনিট শোধন করতে হবে। উঁইপোকা রোপণকৃত আখখণ্ড খেয়ে ফেলে, ফলে চারা গজাতে পারে না। গাছে আক্রমণ করলে গাছ শুকিয়ে যায়। দমনের জন্য মুড়ি আখ চাষ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। উঁইপোকার ঢিবি ভেঙ্গে রাণী খুঁজে মেরে ফেলাসহ পাটকাঠির ফাঁদ দিতে হবে। ভিটাশিল্ড/লিথাল ২০ ইসি প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : আখ পরিপক্ক হ'তে সাধারণতঃ ১২-১৫ মাস সময় লাগে। পরিপক্ক আখ ধারালো কোদাল দিয়ে মাটি সমতলে কাটা উচিত।

ফলন : হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪০-৬৫ টন।

॥ সংকলিত ॥

শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান শাখা)। যোগ্যতা : বিএসসি (পদার্থ, রসায়ন ও অংক বিষয়ে পাঠদানে সক্ষম)।
(২) সহকারী শিক্ষিকা (বিজ্ঞান শাখা)। যোগ্যতা : ঐ।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৭।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (আমচত্বর), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

Contents

কবিতা

আমার দেশ

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ষড় ঋতু ঘেরা প্রাচুর্যে ভরা
আমার সোনার বাংলাদেশ,
এখানেতে শুনি আযানের ধ্বনি
সকাল, দুপুর, দিনের শেষ।
শরৎ হেমন্ত শাপলা ফুটন্ত
শেফালী ফুলের সৌরভে
আল্লাহ্র বাণী দিকে দিকে শুনি
পুষ্প ছড়ায় স্বগৌরবে।
সোনার এদেশে রজনীর শেষে
বিহঙ্গ হেথায় তান তোলে,
হৃদয় প্রান্তে মনের অজান্তে
আল্লাহ্র ডাকে মন ভোলে।
সবুজের মেলা দোলায় দু'বেলা
কৃষকের ঘরে নবান্ন,
আল্লাহ্র ইচ্ছায় জন্মিয়া হেথায়
ধন্য আমি ধন্য।
এখানে হবে না গড়িতে দেব না
শিরক-বিদ'আতীর আস্তানা
ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে
ভণ্ডপীরদের তোপখানা।
কঙ্কাল আর জঞ্জাল যত
স্তূপিকৃত ইসলামে
দূরে ফেলে দাও ফিরে না তাকাও
অবমুক্ত করো সবখানে।

দুনিয়াবী স্বার্থ ভুলে

আব্দুছ ছামাদ
দক্ষিণ নগর, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

দুনিয়াবী স্বার্থ ভুলে, মানবতার অন্তর খুলে
এলাহী বিধান কায়েম কর
তাক্বওয়া কর অর্জন, বিদ'আত কর বর্জন
সত্য সঠিক পথ ধর।
ছহীহ হাদীছ মেনে চলি, হক কথা সবাই বলি
নেই কোথাও ডর
শিরক-বিদ'আত ভুলে যাই, মুসলিম সবে ভাই ভাই
কেউ নয় পর।
দুনিয়াদারী তুচ্ছ জীবন, সব জীবের হবেই মরণ
ছাড়তে হবে সবকুল
পরকালীন মুক্তির পথ, ছাড় সবে ভিন্ন মত
সার্বিক জীবনে তাওহীদ কর কবুল।
পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে, সকল বাধা নিয়ে বক্ষে
চেষ্টায় রব নিয়োজিত
আহলেহাদীছ আন্দোলনে কর যোগদান, রয়েছ যত মুসলমান
হও সবে এর অনুগত।

আত-তাহরীক

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আত-তাহরীক সঙ্গে রাখো
জ্ঞানের রেণু অঙ্গে মাখো
সম্মুখ পানে চলো
কুরআন হাদীছ জানতে হ'লে
সঠিকভাবে মানতে হ'লে
আত-তাহরীক খোল।
আত-তাহরীক জ্ঞানের মশাল
বাতিল নহে সবতো আসল
আঁধার রাতের আলো
কুরআন হাদীছ জানতে হ'লে
আত-তাহরীক খোল।
শিরক-বিদ'আত আর জাহিলিয়াত
এদের সাথে যাদের আঁতাত
তাদের তুমি চেনো
জানতে হ'লে এদের তুমি
আত-তাহরীক কেনো।
আত-তাহরীক আমরা পড়ি
জ্ঞানের জিয়ন সদাই নাড়ি
দেই না তাকে একটু ছাড়ি
আঁধার রাতের আলো
জ্ঞানের আলো জানতে হ'লে
আত-তাহরীক খোল।

হায় রোহিঙ্গা!

মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী (৭০)
ইটাগাছা-পশ্চিম, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

কে বুঝিবে দুঃখ এদের
কে বুঝিবে বেদনা,
বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের
নেই কি বিশ্বে ঠিকানা?
ছিনিয়ে নিয়েছে নাগরিকত্ব
মুছে দিয়েছে রোহিঙ্গা নামটুকু
হিংস্র শ্বাপদ সেনাবাহিনী ও সরকার
মানুষ ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে করিছে ছারখার।
বর্বরতার এরূপ নযীর
বিশ্ব ইতিহাসে বিরল
ঘর-বাড়ী সব জ্বালিয়ে তারা
গণ হত্যায় হয়েছে মাতাল।
সহায়-সম্পদ সব কিছু ফেলে
ছুটছে শুধু অজানায়,
জীবন নিয়ে সপরিবারে
বিশ্ববাসীর সাহায্য চায়।
জন দরদী বাংলাদেশ সরকার
১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে দিয়েছে ঠাঁই,
এটাই বাংলার মানবতা
এটাই মোদের পরিচয়।
যারা বলে অহিংসা পরম ধর্ম
জীব হত্যা মহাপাপ,
তারাই করছে মুসলিম হত্যা
মুসলিমরা কি তবে মানুষ নয়?
শান্তি প্রতিষ্ঠায় নোবেল নিয়ে
নয় কি এটি পশুর কাজ?
বিশ্ববাসী দিচ্ছে থুথু
অংসান সুচির নেই কি লাজ?
সোচ্চার হও বিশ্ববাসী
এগিয়ে এসো দিল খুলে,
দ্বিগুণ সাহায্যে দু'হাত বাড়াও
ব্যর্থ হবে না মহোপকার।
উদাত্ত আহ্বান মোদের বিশ্ব দরবারে
মুক্ত হস্তে দান করো
বাঁচাও মযলূম রোহিঙ্গাদেরে॥

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. পঠিত।
২. আলোচ্য বিষয় সরল সঠিক পথ এবং উদ্দেশ্য হেদায়াত।
৩. লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত আছে।
৪. হেরা গুহায়, ১০ই আগস্ট ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে।
৫. সূরা ফাতিহা।
৬. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ)।
৭. ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিন।
৮. সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।
৯. সূরা আনকাবূত।
১০. সর্বপ্রথম সূরা বাক্বারাহ, সর্বশেষ সূরা মায়েদা।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)-এর সঠিক উত্তর

১. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে। ২. নবাব আব্দুল গনী।
৩. মৌর্য যুগের। ৪. নওগাঁ যেলার পাহাড়পুরে।
৫. সোমপুর বিহার। ৬. কুমিল্লা যেলার ময়নামতিতে।
৭. রাজা ভবদেব। ৮. কুমিল্লা যেলার লালমাই পাহাড়ে।
৯. রাজা আনন্দ দেব। ১০. পুণ্ড্রবর্ধন। বর্তমানে মহাস্থানগড়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. আল-কুরআন সর্বপ্রথম কোন ভাষায় কে অনুবাদ করেন?
২. আল-কুরআন সর্বপ্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কে?
৩. সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে কুরআনের বঙ্গানুবাদ করেন কে?
৪. সর্বপ্রথম কত সালে কুরআন অনুবাদ করা হয়?
৫. কুরআনে সবচেয়ে বেশী কোন নবীর নাম এসেছে?
৬. কুরআনে কতজন নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে?
৭. কুরআনে কোন কোন ফেরেশতার নাম উল্লেখিত হয়েছে?
৮. কুরআনে মুহাম্মাদ (ছাঃ) নামটি কতবার এসেছে?
৯. কুরআনে প্রকাশ্যে একমাত্র কোন মহিলার নাম এসেছে?
১০. কুরআনে কোন ছাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)

১. মহাস্থানগড় কোন যেলায় অবস্থিত?
২. বৈরাগীর ভিটা কোথায় অবস্থিত?
৩. বৈরাগীর চালা কোথায় অবস্থিত?
৪. আনন্দ রাজার দীঘি কোথায় অবস্থিত?
৫. রামুমন্দির কোথায় অবস্থিত?
৬. উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত?
৭. কান্তজীর মন্দির কোথায় অবস্থিত?
৮. বাঘা জামে মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
৯. পানাম নগর কোথায় অবস্থিত?
১০. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার কোনটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

মুসলিমপাড়া, রংপুর ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ রংপুর শহরস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' রংপুর যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যক্ষ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার আব্দুল হাদী, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন, সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয রাযিউর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ মুস্তাকীমকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি রংপুর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহীর মোহনপুর থানাধীন কৃষ্ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার দফতর সম্পাদক কাযী আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাহদী হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মিহনাজ খাতূন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের খত্বীব ও মসজিদ ভিত্তিক মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ এমদাদুল হক্ব। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ এমদাদুল হক্বকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি কৃষ্ণপুর শাখা পরিচালনা পরিষদ ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

ভেটুপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ভেটুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাহমূদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন কৃষ্ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ এমদাদুল হক ও কৃষ্ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ভিত্তিক মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শাহরিয়ার ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আসমানী খাতূন ও তাসমীম। অনুষ্ঠান শেষে মাহমূদুল হাসানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি ভেটুপাড়া শাখা পরিচালনা পরিষদ ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব দারুল হাদীছ (প্রা.) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি মারকায এলাকা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক ও সোনামণি মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর আবাসিক প্রধান ও সোনামণি মারকায এলাকার উপদেষ্টা নযরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে রায়হানুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আলে ইমরান। অনুষ্ঠান শেষে আবু রায়হানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি মারকায এলাকা পরিচালনা পরিষদ ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা ও হাসনাহেনা ৩টি শাখা কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

Contents

স্বদেশ

সচিব ১৩, অতিরিক্ত সচিব ৩৮৬, যুগ্ম সচিব ১০৫, উপসচিব ২৭০, ডিসি ৯ এবং ইউএনও ১৭২ জন

প্রশাসনের সর্বত্র নারীর দাপট

স্বাধীনতার পর থেকে অধিকাংশ সময় বাংলাদেশের নেতৃত্ব পরিচালিত হয়েছে নারীদের মাধ্যমে। দেশের সর্ববৃহৎ দুই দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী দল বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তাদের হাতেই রাজনীতির চাকিকাঠি। এছাড়াও সংসদের স্পিকার, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা সবাই নারী। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব নারীদের হাতে থাকায় দেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই। শুধু রাজনীতি নয়, বর্তমানে প্রশাসনেও নারীদের দাপট বাড়ছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের সচিব, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য সবাই নারী। বিসিএস ক্যাডারে পাস করেই তারা চাকরিতে প্রবেশ করেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, বর্তমানে প্রশাসনে সচিব পদে ১৩ জন, অতিরিক্ত সচিব ৩৮৬ জন, যুগ্ম সচিব ১০৫ জন, উপসচিব ২৭০ জন, ডিসি ৯ জন এবং ইউএনও ১৭২ জন নারী। এছাড়া সিনিয়র সহকারী সচিব ৩৮৯ জন এবং সহকারী সচিব ৪৬৩ জন প্রশাসনে কাজ করছেন। অথচ উন্নত বিশ্বের দেশ আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে নারীদের এই অবস্থান কল্পনাই করা যায় না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারী ক্লিনটনের মতো প্রার্থীকে শুধু নারী হওয়ায় ভোটদানে বিরত থাকে লাখ লাখ ভোটার।

[এত দাপট সত্ত্বেও নারী নির্যাতন হু হু করে বাড়ছে কেন? পুরুষের সাহায্য ব্যতীত এইসব নারীরা দাপট দেখাতে পারেন কি? তাই প্রশাসক হওয়া নারীর জন্য গৌরবের নয়, বরং নারীত্বের পরাজয়। সে সর্বদা পুরুষের সমর্থনের ভিখারী থাকে। সেই সাথে বাধ্য হয় সর্বদা চোখ, কান ও মনের পাপের মধ্যে ডুবে থাকতে। অতএব আল্লাহকে ভয় কর (স.স.)]

ল্যানসেটের প্রতিবেদন

দূষণে বিশ্বে প্রতি ছয়জনে একজনের মৃত্যু

বিশ্বে প্রতি ছয়টি মৃত্যুর মধ্যে একটির জন্য দায়ী হ'ল বায়ু, পানি ও মাটির দূষণ। এটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ। এখানে দূষণের কারণে প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হচ্ছে। যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক বিখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেট গত ১৯শে অক্টোবর'১৭ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, দূষণের কারণে ২০১৫ সালে বিশ্বে মোট ৯০ লাখ মানুষ মারা গেছে। ঐ বছর এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যত মানুষ মারা গেছে, এই সংখ্যা তার চেয়ে তিন গুণেরও বেশী। এসব মৃত্যুর অধিকাংশই হয়েছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে। ভারতে প্রতিবছর দূষণের কারণে ২৫ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন, সেখানে দূষণজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ১৮ লাখ। প্রতিবেদনে বলা হয়, দূষণের কারণে ২০১৫ সালে যে ৯০ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের ৯২ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের নাগরিক। শুধু ভারত ও চীনেই মারা গেছে ঐ ৯০ লাখের প্রায় অর্ধেক মানুষ। উন্নত বিশ্বেও দূষণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৃত্যু ও রোগ বাড়ছে।

দূষণের মধ্যে বায়ুদূষণ সবচেয়ে প্রাণঘাতী। দুই-তৃতীয়াংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী এই দূষণ। ২০১৫ সালে বায়ুদূষণে ৪২ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। বায়ুদূষণের কারণে সবচেয়ে বেশী মৃত্যু হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বায়ুদূষণের পরেই বেশী মৃত্যু হয় পানিদূষণে। ২০১৫ সালে এই দূষণে ১৮ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

ল্যানসেট-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত, পাকিস্তান, চীন, বাংলাদেশ, মাদাগাস্কার ও কেনিয়ার মতো দ্রুত শিল্পায়নের দেশগুলিতে দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশী। এসব দেশে প্রতি চার মৃত্যুর একটির জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের দূষণ।

জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের চিকিৎসক অধ্যাপক কাযী সাইফুদ্দীন বিন নূর রাজধানীতে দূষণের নিত্যনতুন উৎস তৈরী হচ্ছে উল্লেখ করে বলেন, মাটি-পানি ও বায়ুদূষণ ছাড়াও সড়কের ডিজিটাল বিলবোর্ড, যত্রতত্র ফটোকপির দোকান থেকে তৈরী দূষিত কণা রাজধানীর পরিবেশ বিষিয়ে তুলছে। এভাবে চলতে থাকলে দূষণ পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে।

[এই সাথে কথিত রাজনীতিকদের মাধ্যমে যেভাবে সমাজ দূষণ হচ্ছে, সেটা যোগ করলে দূষণের মাত্রা আরও বাড়বে। অতএব সরকারের উচিৎ প্রতিপক্ষ দমনের চাইতে নিজেদের দূষণ দূর করার দিকে অধিক মনোযোগী হওয়া। নইলে সর্বব্যাপী দূষণের হাত থেকে কেউই রেহাই পাবেন না (স.স.)]

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের সাফল্য : ঘরে বসেই ক্যান্সার শনাক্ত করা যাবে

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বাংলাদেশী বিজ্ঞানী যহীরুল আলম ছিদ্দীক্বীর নেতৃত্বে একদল বাংলাদেশী গবেষক ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায় শনাক্ত করার সহজ উপায় বের করেছেন। যন্ত্রটি ক্যান্সার শনাক্ত করার পাশাপাশি চিকিৎসার বিভিন্ন পর্যায়ে শরীরে ক্যান্সারের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। ফলে রোগীর চিকিৎসা সঠিক পথে এগোচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে চিকিৎসকেরা ধারণা পাবেন। যন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ২৫ জন ক্যান্সার রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে গবেষক দলটি শতভাগ সাফল্য পেয়েছে। জনাব ছিদ্দীক্বী বলেন, ঘরে বসেই যে কেউ এ যন্ত্রের সাহায্যে ক্যান্সার শনাক্ত করতে পারবেন। প্রথমে প্লাষ্টিকের অ্যাপেন ড্রপের মধ্যে দু'এক ফোঁটা রক্ত, লালা কিংবা প্রস্রাবের নমুনা নেওয়া হয়। এর সঙ্গে রোগ শনাক্তকরণের জন্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা যুক্ত জৈব নির্দেশক (বায়োমার্কার) যোগ করা হয়। এরপর বায়োমার্কারে রঙের পরিবর্তন খালি চোখে দেখে প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার আছে কি-না, সেটি জানা যাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, বিশ্বে প্রতিবছর ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। বিশ্বে বিভিন্ন রোগে মৃতদের মধ্যে প্রতি ৬ জনে ১ জন মারা যায় ক্যান্সারে। প্রাথমিক অবস্থায় জানতে পারলে যার শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই নিরাময় হওয়া সম্ভব।

উদ্ভাবিত এই যন্ত্র বিশ্ববাসীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ঐ বিজ্ঞানীগণ। বিশ্বের যে কেউ এটি প্রস্তুত করে ব্যবহার করতে পারবেন। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে যন্ত্রটি উৎপাদন করলে খরচ পড়বে ১৫০ টাকা। আর উন্নত দেশে খরচ পড়বে ৫ ডলার বা ৪০০ টাকা।

[আমরা বিজ্ঞানীদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদেরকে আল্লাহভীরু হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি (স.স.)]

Contents

বিদেশ

উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য ইএমপি হামলায় ধসে পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, মারা পড়বে সেদেশের ৯০% মানুষ!

উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য ইএমপি হামলা যুক্তরাষ্ট্রের পুরো বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ধসিয়ে দিতে পারে বলে সাবধান করেছেন সেদেশের বিশেষজ্ঞগণ। তারা মার্কিন কংগ্রেসকে সাবধান করে বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য তড়িৎ চুম্বকীয় স্পন্দন (ইএমপি) হামলার বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করছে যুক্তরাষ্ট্র। অথচ এ ধরনের হামলা হ'লে যুক্তরাষ্ট্রের পুরো বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ধসিয়ে দিতে পারে। এক বছরের মধ্যে মারা পড়তে পারে দেশটির ৯০ শতাংশ মানুষ। মার্কিন কংগ্রেসের সাবেক তড়িৎ চুম্বকীয় স্পন্দনবিষয়ক কমিশনের চেয়ারম্যান উইলিয়াম গ্রাহাম এবং এই কমিশনের চীফ অব স্টাফ পিটার ভিনসেন্ট প্রাই সম্প্রতি প্রতিনিধি পরিষদের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবিষয়ক উপকমিটির শুনানিতে কংগ্রেসকে এই সতর্ক করেন। এতে উড়োজাহাযগুলো বিধ্বস্ত হবে, ট্রেনসহ অন্যান্য যানবাহন থেমে যাবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ধসে যাবে। অনাহার, অসুস্থতা আর সামাজিক বিচ্যুতির কারণে লাখো মানুষ মারা পড়বে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার প্রথম বোমা পড়ার আগ পর্যন্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলবে।

[অস্ত্র দিয়ে এ যুগে কোন দেশকে পদানত করা সম্ভব নয়। অতএব পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান কাম্য (স.স.)]

২০০১ থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ায় যুদ্ধে ৫৬০ হাযার কোটি ডলার ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র

আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ও পাকিস্তানে যুদ্ধের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে ৫৬০ হাযার কোটি ডলার। ২০০১ সালের পর থেকে এ অর্থ ব্যয় করেছে দেশটি। যা মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের প্রাক্কলিত বাজেটের চেয়ে তিনগুণ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি বছরের শুরুতে জানিয়েছিল, ২০০১ সালের পর থেকে এই দেশগুলোতে যুদ্ধে ব্যয়ের পরিমাণ হ'তে পারে ১৫০ হাযার কোটি ডলার। কিন্তু ব্রাউন ইউনিভার্সিটির 'ওয়াটসন ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাণ্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স'-এর এক গবেষণায় ব্যয়ের পরিমাণ পাওয়া গেছে ৫৬০ হাযার কোটি ডলার। সে হিসাবে এই যুদ্ধ ব্যয়ে ২০০১ সাল থেকে প্রত্যেক মার্কিন করদাতা গড়ে ২৪ হাযার ডলার প্রদান করেছেন।

তবে এই ব্যয়ের মধ্যে ফিলিপাইনে আইএসবিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতা কিংবা আফ্রিকা ও ইউরোপে আইএসবিরোধী লড়াইয়ে ব্যয় করা অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গবেষণাটি সম্পর্কে মার্কিন সিনেটর জ্যাক রিড জানান, ব্রাউন প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধে সঠিক ব্যয়ের কথা জানা যাচ্ছে।

[মানুষ হত্যার জন্য এরূপ ব্যয় হচ্ছে গণতন্ত্রের নামে। এর চাইতে বড় প্রতারণা আর কি হ'তে পারে? সংশ্লিষ্টরা আল্লাহকে ভয় করুন (স.স.)]।

আইএস ঘাঁটি থেকে ইসরাঈল ও ন্যাটো নির্মিত অস্ত্র উদ্ধার

আইএস চরমপন্থী জঙ্গীদের একটি ঘাঁটি থেকে ইসরাঈল ও ন্যাটোর নির্মিত অস্ত্র উদ্ধারের দাবী করেছে সিরিয়া। দেশটির দেইর আয-যার অঞ্চলে আল-মায়াদীন শহরের একটি ঘাঁটি থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি (সানা) সিরীয় সেনাবাহিনীর এক ফিল্ড কমাণ্ডারের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে। সেনা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে ইসরাঈলের নির্মিত ভারী, মাঝারি ও হালকা অস্ত্র রয়েছে। ন্যাটো, ইউরোপিয়ান ও পশ্চিমা দেশ নির্মিত মর্টার ও গোলাবারুদ রয়েছে। মর্টার, গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম, সাঁজোয়া যান ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত ব্যাপক পরিমাণে গোলাবারুদ পাওয়া গেছে। এছাড়া ন্যাটোর ৪০ কি.মি. পাল্লার একটি ১৫৫ এমএম ভারী কামান পাওয়া গেছে। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের বরাত দিয়ে গ্লোবাল রিসার্চ জানায়, প্রায় ৮০০ মর্টার শেল, ১০ হাযার গুলিসহ মেশিনগান, ১৭ এমএম, ১৪ এমএম ও ৩০ এমএম মেশিন গানের গুলি, আরপিজি, ৩টি আরপিজি লাঞ্চার ও বেশ কয়েকটি টেলি কমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে।

[এতে পরিষ্কার যে, কথিত এইসব জিহাদীদের কারা নিয়োগ করেছে এবং এরা কাদের স্বার্থে কাজ করছে (স.স.)]

ছাত্রদের সঙ্গে একই হ'লে থাকার দাবীতে আন্দোলনে কলিকাতার ছাত্রীরা!

ছাত্রদের সঙ্গে হোস্টেলে একই ঘরে থাকতে দিতে হবে। ছাত্রীদের এই দাবীতে অচল হয়ে পড়েছে কলিকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট। চলছে বিক্ষোভ। ইতিমধ্যেই ১৪ ছাত্রীকে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। সরকারীভাবে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটির হোস্টেলে তারা একসঙ্গে থাকে। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারী করে জানানো হয়েছে যে, রাত দশটার পর ছাত্রীরা ছাত্রদের হোস্টেলে অথবা ছাত্ররা ছাত্রীদের হোস্টেলে ঢুকতে গেলে একটি খাতায় সই করতে হবে। আর এখানেই বেঁধেছে গোল। ছাত্রীদের দাবী, একই হোস্টেলে থাকতে দিতে হবে তাদের। কারণ তাদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে লিঙ্গ বৈষম্য হচ্ছে। এই ইস্যুতেই প্রতিষ্ঠানটিতে চলছে বিক্ষোভ। ছাত্রীদের আন্দোলনে পাশে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন ছাত্রও। আন্দোলনকারীদের এই দাবী কখনই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে দাবী না মানা হ'লে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা।

[আল্লাহ্র বিধান বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে নৈতিকতাকে বিচার করলে উক্ত দাবী মেনে নিতে হয়। তাই আসুন! আশ্রয় নেই সৃষ্টিকর্তার আল্লাহর কল্যাণময় বিধানের ছায়াতলে। বাংলাদেশের নেতারা এখুনি সাবধান হৌন! (স.স.)]

যৌন হেনস্তার আখড়া ইউরোপীয় পার্লামেন্ট

রাজনীতির মঞ্চেও যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছেন মহিলারা। যৌন নির্যাতনের আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) পার্লামেন্ট। গত ২২শে অক্টোবর'১৭ রবিবার লণ্ডনের আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম দ্য সানডে টাইম্স-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, ইইউ সংসদে অবাধে চলে যৌন নির্যাতন। পুরুষ সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন বেশ কয়েকজন মহিলা। তারা জানিয়েছেন, ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়েই সুন্দরী যুবতীদের সহকারী পদে নিযুক্ত করেন সদস্যরা। তারপর নানা অসীলায় তাদেরকে কুকর্মে বাধ্য করা হয়। পেটের দায়ে অনেকেই মুখ বুঁজে থাকতে বাধ্য হন। তাই অবাধে চলে এইসব অপকর্ম। অভিযোগ জানালেও প্রশাসনিক জটে তা আটকে থাকে। ফলে ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ কার্যত বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে ক্রমেই অভিযোগ জানানোর সাহস হারিয়ে ফেলছেন অনেকেই।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে বিবিসির পক্ষ থেকে জরিপ চালানো হয়। সেখানে ২০৩১ জন বৃটিশ নাগরিকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানানো হয় যে, যুক্তরাজ্যে কর্মস্থল কিংবা শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন বয়সী নারীর অর্ধেক এবং পুরুষদের এক পঞ্চমাংশ যৌন হেনস্থার শিকার। হেনস্থার শিকার নারীদের ৬৩ শতাংশ এবং পুরুষদের ৭৯ শতাংশ বিষয়টি গোপন রেখেছেন *(বিবিসি নিউজ)*।

[নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই, লিঙ্গ বৈষম্য চলবে না, বলে যারা চীৎকার করেন, তারা বিষয়টি ভাবুন। বাংলাদেশে এই ফিৎনা যেন ছড়িয়ে না পড়ে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সাবধান হৌন! (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

হাদীছ গবেষণায় নির্মিত হচ্ছে 'কিং সালমান হাদীছ কমপ্লেক্স'

মদীনায় মুনাউওয়ারায় বাদশাহ সালমানের নামে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে। সম্প্রতি এক রাজকীয় ফরমানে বাদশাহ এ ঘোষণা দেন। 'কিং সালমান কমপ্লেক্স'-এ হাদীছ বিষয়ে বিশ্বখ্যাত ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করা হবে। রাজকীয় সমনের মাধ্যমেই এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে বাদশাহ ফাহাদ কুরআন কমপ্লেক্স চালু হওয়ার পর অদ্যাবধি ১৩ কোটিরও বেশী কুরআন প্রকাশিত হয়েছে। যার সবই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। একইভাবে অত্র কমপ্লেক্সের মাধ্যমে হাদীছের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে বলা আশা করা যায়।

মসজিদে গুলি ছোঁড়ার পর পাল্টে গেল এক মার্কিন সেনার জীবন

কানেটিকাটে নিজের বাড়ির কাছের বায়তুল আমান জামে মসজিদে গুলি ছুঁড়েছিলেন সাবেক মার্কিন সেনা টেড হ্যাকি। প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ২০১৫ সালে এই কাজ করেন। এরপরই পাল্টে যায় তাঁর জীবন। টেড হেকিকে এখন সেই মসজিদে তার মুসলিম প্রতিবেশীদের পাশে হাঁটু পেতে প্রার্থনায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়। ২০১৫ সালে প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার রাতে ৪৮ বছর বয়সী হেকি মদ্যপান করে। অতঃপর সকালে বাড়িতে গিয়ে রাইফেল লোড করে মসজিদের পাশে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এই ঘটনার পর তাকে ঘৃণা করার পরিবর্তে মসজিদের সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কুরেশী আশা করেছিলেন, তিনি হেকি ও তার স্ত্রীর কাছে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে জানতে চাইবেন। তাই হামলার পাঁচ মাস পর কুরেশী তাকে মসজিদে আয়োজিত 'সঠিক ইসলাম ও উগ্রবাদ' শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রণ জানান।

হেকি সেখানে হাযির হলে মুসলিমরা তাকে স্বাগত জানান। সকল ধর্মের মানুষ এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রকৃত ইসলাম ও উগ্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে তিনি তার বক্তব্যে হামলার কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হন। তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং সবার কাছে ক্ষমা চান। সবাই তাকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা করে দেয়। হেকি বলেন, আমি আসলে ইসলাম সম্পর্কে এতদিন ভুল ধারণার ওপর ছিলাম। ইসলাম কখনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সমর্থন করতে পারে না। পরবর্তীতে ছয় মাসের কারাদণ্ড হয় তার। জেলে থাকার সময় নিয়মিত দেখতে যেতেন মসজিদের মুছল্লী আব্দুল মান্নান। এরই মাঝে তার জীবন পাল্টে যায়।

[মুসলিম নামধারী জিহাদীরা কি এ থেকে শিক্ষা নিবে? তাদেরই কারণে আজ ইসলামকে জঙ্গীধর্ম এবং মুসলমানকে সর্বত্র জঙ্গী বলা হচ্ছে। অতএব ফিরে এস প্রকৃত ইসলামের পথে (স.স.)]

তুরস্কের একটি মসজিদে জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য শিশু-কিশোরদের বিশেষ পুরস্কার!

তুরস্কের বিখ্যাত শহর ইস্তাম্বুলের ফাতেহ যেলার সুলতান সেলিম মসজিদ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোরদের জন্য একটানা চল্লিশ দিন ফজরের জামা'আতে অংশ নিলে পুরস্কার হিসাবে একটি করে বাইসাইকেল পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে শিশু-কিশোরদের মাঝে দারুণ আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। পিতা ছাড়াও অনেক শিশু-কিশোরদের তাদের মায়ের সাথেও মসজিদে যেতে দেখা গেছে। অভিভাবকগণ বলছেন, পুরস্কার বড় কথা নয়, বাচ্চারা যে এতে দারুণভাবে উৎসাহিত হয়ে জামা'আতে অংশ নিচ্ছে; সেটাই বড় বিষয়। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এমন উদ্যোগের ফলে শিশু-কিশোরদের মাঝে ছালাতের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মোটর মেকানিক থেকে দেশ সেরা আবিষ্কারক

একাডেমিক কোন শিক্ষা না থাকলেও প্রবল ইচ্ছা এবং চেষ্টায় যে মানুষ বহু কিছু করতে পারে, যশোরের শার্শা উপযেলার মোটর সাইকেল মেকানিক মীযান তার দৃষ্টান্ত। কঠোর পরিশ্রম ও প্রবল আগ্রহে মীযান এখন দেশসেরা আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক হ'তে যাচ্ছে। নতুন নতুন চিন্তা আর গবেষণায় এখন তার আবিষ্কারের সংখ্যা ৮ টি।

দরিদ্রতার কারণে লেখাপড়া শিখতে পারেনি মীযান। মোটর মেকানিক হিসাবে র্কমজীবন শুরু হয় তার। বর্তমানে শার্শা বাজারে ভাই ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ নামে তার একটি মোটর সাইকেলের গ্যারেজ রয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই তার শখ ছিল নতুন কিছু করার, নতুন কিছু জানার। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে মীযান প্রথমে (১) উদ্ভাবন করেন হাফ ক্রানসেপ্ট দিয়ে একটি আলগা ইঞ্জিন। যা একবার জ্বালানী তেল দিয়ে চালু করলে পরবর্তীতে আর তেল লাগত না। ইঞ্জিনের সৃষ্ট ধোঁয়া থেকে জ্বালানী তৈরী করে নিজে নিজে চলতো ইঞ্জিনটি।

ঢাকার তাজরীন গার্মেন্টসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শতাধিক শ্রমিকের প্রাণহানির পর মীযান উদ্ভাবন করেন (২) স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র, যা বাসা-বাড়ি, কল-কারখানা, অফিস-আদালতে আগুন লাগলে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি রক্ষার্থে ৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে আগুন নেভাতে শুরু করে। সাথে সাথে এটি স্বয়ংক্রিয় এলার্ম বাজায়, সংযুক্ত মোবাইল থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ফোন করে ও পানির পাম্প অন করে দেয়।

অতঃপর (৩) দেশে পেট্রোল বোমায় যখন মানুষ পোড়ানো হচ্ছিল, তখন মীযান উদ্ভাবন করেন অগ্নিনিরোধক জ্যাকেট। এ জ্যাকেট পরে ড্রাইভার বা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিরাপদে কাজ করতে পারবেন এবং আগুনের মধ্যে গিয়ে সম্পদ রক্ষা করতে পারবেন। তাতে শরীরে আগুন স্পর্শ করবে না। আরো তৈরী করেন (৪) অগ্নিনিরোধক হেলমেট। এটি ব্যবহার করলে দুর্ঘটনার আগুনে গলার শ্বাসনালী পুড়বে না।

কৃষকদের জন্য (৫) স্বয়ংক্রিয় সেচ যন্ত্র হ'ল তার আরেকটি উদ্ভাবন। কৃষকরা যেকোন দূরত্বের মাঠের জমিতে পানি দিতে বাড়ি বসেই সেচযন্ত্রটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন্ধ বা চালু করতে পারবেন। তাছাড়া (৬) এ যন্ত্রটি জমিতে পানির প্রয়োজন হিসাবে নিজে নিজেই চালু ও বন্ধ হয়ে যায়। দেশীয় প্রযুক্তিতে মীযান তার সপ্তম উদ্ভাবন করেছেন (৭) ফ্যামিলি মোটরযান। ব্যবহারযোগ্য এ কার এলাকার মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এছাড়া পরিবেশ রক্ষার্থে (৮) সেফটি যন্ত্র উদ্ভাবনের কারণে ২০১৬ সালে তিনি জাতীয় পর্যায়ে মীযান পরিবেশ পদক লাভ করেন। এ পর্যন্ত মোট ১৭টি সাফল্য সনদ ছাড়াও তিনি পেয়েছেন অসংখ্য ক্রেস্ট ও সাফল্য পুরস্কার।

এরইমধ্যে মীযানের আবিষ্কৃত দেশীয় প্রযুক্তির মোটরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছে।

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার আব্দুছ ছামাদ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়েও একজন অশিক্ষিত লোক বেশ কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করে রীতিমত সাড়া ফেলেছে। আমরা তাকে উৎসাহিত করেছি। মীযান জানান, তার স্বপ্ন দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করা। তার বর্তমান উদ্ভাবন গবেষণা চলছে দুষিত বায়ু শোধন যন্ত্র নিয়ে।

[এরূপ ব্যক্তিদের উৎসাহ দেওয়া সরকার ও ধনিক শ্রেণীর জন্য অপরিহার্য। ইতিপূর্বে বায়ু দিয়ে গাড়ী চালানোর প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন দেশীয় বিজ্ঞানী নাজমুল হুদা। কিন্তু বিগত সরকারের সমর্থন না পেয়ে বিদেশীরা তার প্রযুক্তির মালিকানা খরীদ করে নিয়েছে। এরূপ যেন আর না হয় সেদিকে সরকারকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে (স.স.)]

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

৩০. পাংশা, রাজবাড়ী ১লা অক্টোবর রবিবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১১-টায় রাজবাড়ী যেলার পাংশা উপযেলাধীন মৈশালা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা মকবূল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩১. আরামনগর, জয়পুরহাট ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরস্থ আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক লিলবর আল-বারাদী। সভা শেষে মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানকে সভাপতি ও আব্দুল মুন'ইমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. রংপুর ৪ঠা অক্টোবর বুধবার : অদ্য বেলা ৩-টায় যেলা শহরের শালবন মিস্ত্রিপাড়ায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মজলিসে শূরা সদস্য ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ছহীমুদ্দীন। সভা শেষে অধ্যাপক হেলালুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ লাল মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. বড়াইগ্রাম, নাটোর ৪ঠা অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বড়াইগ্রাম থানাধীন মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে ড. মুহাম্মাদ আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. সরিষাবাড়ী, জামালপুর-দক্ষিণ ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সেঙ্গুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে অধ্যাপক বযলুর রহমানকে সভাপতি ও মাওলানা ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. ইসলামপুর, জামালপুর-উত্তর ৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার ইসলামপুর থানাধীন ঢেঙ্গারগড় শূরের পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা মাসঊদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. আদিতমারী, লালমণিরহাট ৭ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। সভা শেষে মাওলানা শহীদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. নীলফামারী-পশ্চিম ৯ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা শহরের মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে ডা. মুস্তাফীযুর রহমানকে সভাপতি ও এ.এস.এম. আব্দুস সালামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৮. জলঢাকা, নীলফামারী-পূর্ব ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও ডা. মতিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ১১ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর থানাধীন খিরাইচণ্ডি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মাওলানা এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম এবং সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মানওয়ারুল করীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. লালবাগ, দিনাজপুর ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক ডা. আকবার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান। সভা শেষে ডা. আকবার আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. পঞ্চগড় ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা যেলা শহরের এম.আর কলেজ মোড়স্থ বিসমিল্লাহ হোটেলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. বংশাল, ঢাকা ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজধানীর বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে যেলা 'আন্দোলন' ও 'সোনামণি'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভা শেষে আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি ও আনীসুর রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৩. শাসনগাছা, কুমিল্লা ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম এবং 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভা শেষে মাওলানা ছফিউল্লাহকে সভাপতি ও মাওলানা মুছলেহুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি ও আতীকুর রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' যেলা পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

এলাকা ও উপযেলা কমিটি গঠন

পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ-পশ্চিম ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় নওগাঁ যেলার সাপাহার উপযেলাধীন পাতাড়ী ফাযিল মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, পাতাড়ী ফাযিল মাদরাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল মাওলানা ইলিয়াস, আলাদীপুর ইসলামিয়া মাদরাসার ছাত্র আমানুল্লাহ প্রমুখ। সভা শেষে মাওলানা ইলিয়াসকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আন্দোলন'-এর পাতাড়ী শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

সাপাহার, নওগাঁ ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর নওগাঁ যেলার সাপাহার উপযেলা সদরস্থ বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওগাঁ-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, গোপালপুর ফাযিল মাদরাসার প্রভাষক মাওলানা আইনুল হক, নওগাঁ-পশ্চিম যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামীদ ও শিরন্টী ময়নাকুঁড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আযহার আলী প্রমুখ। সভা শেষে মাওলানা আইনুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আমানুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে সাপাহার উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

একই দিন বাদ এশা পত্নীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নওগাঁ-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন।

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার বিরামপুর উপযেলাধীন চাঁদপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন চাঁদপুর হাফেযিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা রাশেদুল ইসলাম ও অধ্যাপক ছাদেক আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ছাদেক আলীকে সভাপতি ও ছিদ্দীকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে চাঁদপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

একই দিন বাদ মাগরিব বিরামপুর উপযেলার মুকুন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কেতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন চাঁদপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ছাদেক আলী প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

আন্ধারমুহা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ২০শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বেলা ২-টায় দিনাজপুর যেলার চিরিরবন্দর উপযেলাধীন আন্ধারমুহা

আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইন প্রমুখ।

সন্তোষপুর, পবা, রাজশাহী ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহীর পবা থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক অর্থ সম্পাদক মুকাম্মাল হোসাইন ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

মুসলিমপাড়া, রংপুর ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের মুসলিম পাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে প্রথমবারের মত মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যক্ষ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার আব্দুল হাদী। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন ও সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ মুস্তাকীমকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি রংপুর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ইসলামী সম্মেলন

হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাট গাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, নওগাঁ-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফযাল হোসাইন, হাট গাঙ্গোপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আহমাদ আলী, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক যিলুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

ধানজাইল, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কাশিয়ানী থানাধীন ধানজাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম বর্ষীয়ান মুরব্বী মুন্সী কবীরুদ্দীন শেখ (৮৫)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ফরিদপুরের বোয়ালমারী থানাধীন গঙ্গানন্দপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হক।

বালিয়াডাঙ্গা, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কাশিয়ানী থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা নব নির্মিত মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী বাদশাহ মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

দুর্গাপুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর ২৮শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বোয়ালমারী থানাধীন দুর্গাপুর শিকদার বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আসাদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন বাদ এশা চর শেখর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন গঙ্গানন্দপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হক, মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, মুহাম্মাদ বাদশাহ মিয়া প্রমুখ।

যুবসংঘ

কর্মী সম্মেলন ২০১৭

জান্নাত লাভের স্বপ্ন নিয়ে সংগঠনের কাজ করুন

-আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২০শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বপ্নহীন জীবন উদ্দেশ্যহীন পথিকের মত। আর সেই স্বপ্ন যদি জান্নাতের স্বপ্ন হয় তবে তার চাইতে উত্তম আর কিছু নেই। আসুন আমরা সেই স্বপ্ন নিয়ে কাজ করি এবং দেশ ও জাতি গড়ে তুলি।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

সম্মেলনে যেলা সমূহের কর্মতৎপরতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে যেলা সভাপতি বা প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর রংপুর যেলা সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদ, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি রায়হানুল ইসলাম, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি নাজমুল হক, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি আসাদুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, কুমিল্লা যেলার সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ প্রমুখ।

সম্মেলনে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পরামর্শের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ যেলা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি, শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক ও শ্রেষ্ঠ সংগঠকের নাম ঘোষণা করে তাৎক্ষণিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হ'লেন শ্রেষ্ঠ যেলা রাজশাহী-পশ্চিম, শ্রেষ্ঠ সভাপতি আব্দুর রহমান (নওগাঁ), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান (রাজশাহী-পশ্চিম), শ্রেষ্ঠ সংগঠক আসাদুল্লাহ (ঝিনাইদহ)।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠ পুত্র 'আল-আওন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও মারকাযের ছাত্র (দাখিল পরীক্ষার্থী) আবু সাইফ । ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ কেরামত, রাক্বীবুল ইসলাম ও আল-হেরার সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

যুবসমাবেশ

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ টি এন্ড টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা নূরুল ইসলাম প্রধান ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ফীরোয হোসাইন।

যোগীপাড়া, নাটোর ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকল ১০-টায় যেলার বাগাতীপাড়া থানাধীন যোগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে কম্বল ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

হাকিমপাড়া, থ্যাংখালী, উখিয়া, কক্সবাজার ৩রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় কক্সবাজার যেলার উখিয়া উপযেলাধীন হাকিমপাড়া গ্রামের ৭নং ক্যাম্পে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কর্তৃক ৫৬০ পিস টু-পার্ট কম্বল বিতরণ করা হয়।

কম্বল বিতরণকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সেক্রেটারী মুস্তাকীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, সহ-সভাপতি আমীনুল ইসলাম, কক্সবাজার যেলা বারের সিনিয়র আইনজীবী ও কক্সবাজার যেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল আ'লা, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদ, প্রবাসী আব্দুল হাই (বগুড়া) প্রমুখ। দায়িত্বশীলবৃন্দ সেখানে নিজ হাতে প্রায় ৩০০ পিস কম্বল বিতরণ করেন এবং জুম'আর ছালাতের সময় হয়ে যাওয়ায় বাকীগুলি সেনাবাহিনীর দায়িত্বে প্রদান করেন।

জুম'আর খুৎবা ও সুধী সমাবেশ : এদিন কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলীতে নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অতঃপর বাদ জুম'আ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাজমুল হক এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে আগত শেখ সান্দ্রী বিন শায়বান, আহমাদ সুশান্ত, ডাডান জুনায়দী। সুধী সমাবেশ শেষে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' ও 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ইংরেজী সংস্করণ হাদিয়া দেওয়া হয়।

লেদা, টেকনাফ, কক্সবাজার, ৬ নভেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১১-টায় টেকনাফ থানাধীন লেদা ক্যাম্পে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ১ হাযার প্যাকেট মসলা বিতরণ করা হয়। প্যাকেটে ছিল ২ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন, ৫০০ গ্রাম সরিষার তেল ও ১ কেজি শুকনো মরিচ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর উপরোক্ত কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শাহ নেওয়ায মাহমূদ তানীদ প্রমুখ।

প্রবাসী সংবাদ

সঊদী আরবের দাম্মাম শাখা কর্তৃক ওমরাহ সফর

দাম্মাম, সঊদী আরব ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাম্মাম শাখার উদ্দ্যোগে ওমরাহ ও শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল খালেকের নেতৃত্বে পরিচালিত উক্ত সফরে শাখার সকল দায়িত্বশীল, কর্মী, সমর্থক ও অন্যান্য দ্বীনী ভাইয়েরা অংশগ্রহণ করেন। ৩০ জনের এই কাফেলা বাস যোগে মক্কায় যাতায়াতের পথে গাড়ীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পরিচিতি ও অন্যান্য শিক্ষামূলক বিষয়ে কুইজ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সফরে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন শায়খ মতীউর রহমান মাদানীর ছোট ভাই শায়খ ফযলুর রহমান। অতঃপর ওমরাহ শেষে সফরকারী দলটি শনিবার মধ্যরাতে নিরাপদে দাম্মাম ফিরে আসে।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উপদেষ্টা শরীফুল ইসলাম (৫৮) গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত ১১-টায় ঘুমন্ত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গাংণী উপযেলাধীন বামুন্দী গ্রামের নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ কন্যা, নাতী-নাতনী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বাদ মাগরিব বামুন্দী কবরস্থানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর তাকে উক্ত কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ, বামুন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, তার মৃত্যুর ৩৭ দিন পূর্বে তার একমাত্র পুত্র এ্যাডভোকেট রণি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমৃত্যু সাথী মাষ্টার আব্বাস আলী (১১৫) গত ২১শে অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় বগুড়ার ধুনট থানাধীন বেড়েরবাড়ী গ্রামের নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র, ৬ কন্যা, নাতী-নাতনী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন দুপুর ২-টায় বেড়েরবাড়ী দক্ষিণপাড়াস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান ইলাহী যহীর, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ, ধনুট পৌরসভার চেয়ারম্যান এজিএম বাদশাহ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, উক্ত জানাযায় অংশগ্রহণ উপলক্ষে আমীরে জামা'আত নওদাপাড়া মারকায থেকে মাইক্রোবাস যোগে সকাল ৯-টা ৫০মিনিটে রওয়ানা হন। অতঃপর তিনি দুপুর দেড়টায় বেড়েরবাড়ী পৌঁছেন এবং যোহর ছালাত শেষে মৃতের জানাযা ছালাত আদায় করেন। অতঃপর বেলা ২-টা ২০ মিনিটে রওয়ানা হয়ে গাবতলী থানার বাগবাড়ীস্থ প্রেসিডেন্ট যিয়াউর রহমানের গ্রামের বাড়ী পরিদর্শনের জন্য ২-টা ৩৫ মিনিটে সেখানে পৌঁছেন এবং পরিদর্শনের পর সেখান থেকে ২টা ৫০ মিনিটে রওয়ানা হয়ে বেলা ৩-টায় বাগবাড়ী তা'লীমুল কুরআন মহিলা হাফিযিয়া মাদরাসায় পৌঁছেন। সেখানে তিনি মাদরাসার প্রধান শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন। অতঃপর সেখান থেকে ৩-টা ১০ মিনিটে রওয়ানা হয়ে বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর রহমান বেলালের বগুড়া শহরের শৈলালপাড়াস্থ বাসভবনে পৌঁছেন এবং সেখানে দুপুরের খাবার গ্রহণের পর বিকাল পৌনে ৫-টায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর নওগাঁ হয়ে রাত পৌনে ৮-টায় রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ মারকাযে পৌঁছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

(৩) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া উপযেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং কাকডাঙ্গা এলাকার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ আলী আহমাদ (৬৭) গত ২৩শে অক্টোবর সোমবার রাত ১২-টায় স্ট্রোক করে সাতক্ষীরা হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন দুপুর ১২-টা ২০ মিনিটে কাকডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার শ্বশুর কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা মুনীরুল হুদা। তার দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় দুপুর সোয়া ১-টায়। এতে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অতঃপর কাকডাঙ্গা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বুড়িচং সালাফিয়া মাদরাসার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক আবশ্যক

ক্রঃ নং	পদের নাম	বিষয়	পদ সংখ্যা	যোগ্যতা	বেতন
০১	অধ্যক্ষ	প্রযোজ্য নয়	০১	দাওরায়ে হাদীছ ও কামিল	আলোচনা সাপেক্ষে
০২	সহকারী মাওলানা	আরবী	০১	দাওরায়ে হাদীছ/কামিল	
০৩	সহকারী শিক্ষক	গণিত ও ইংরেজী	০২	স্নাতক (সম্মান) বা সমমান	

আগ্রহী প্রার্থীকে আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ইং তারিখের মধ্যে যাবতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্রের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক সনদপত্রসহ স্ব-হস্তে লিখিত দরখাস্ত সভাপতি বরাবরে ডাকযোগে/সরাসরি প্রেরণের জন্য আহ্বান করা হ'ল।

যোগাযোগ : সভাপতি, বুড়িচং সালাফিয়া মাদরাসা, ডাক- বুড়িচং, উপযেলা- বুড়িচং, যেলা- কুমিল্লা।

মোবাইল : ০১৮১৬-২০৩৯৩৫, ০১৬১৭-৯৯৪৩৮৯।

আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমী, জামালপুর

জুয়েল ম্যানশন (জাপানী), নয়াপাড়া (মণি চেয়ারম্যান বাড়ী মোড়ের পশ্চিম পার্শ্বে), জামালপুর।

যোগাযোগ : ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬; ০১৭৮২-১১৩৮৪২; ০১৮৬৩-৬৮২৪৭০।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

প্লে গ্রুপ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

(৯ম শ্রেণীতে শুধু বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি নেওয়া হবে)

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর'১৭ হতে।
ভর্তি পরীক্ষা : ২৯ ডিসেম্বর'১৭, সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ১লা জানুয়ারী'১৮

আমাদের সাফল্য : ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ জিপিএ-৫ ও শতভাগ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্তি

বৈশিষ্ট্য সমূহ

* সাধারণ, আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়।
* বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলন।
* আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথন ও লেখালেখিতে দক্ষ করে তোলা।
* পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধানের উপর গড়ে তোলা।
* আলেম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
* গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা।
* একই ভবনে একাডেমিক ও আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা।
* শিরক-বিদ'আত ও রাজনীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান।
* চতুর্থ শ্রেণী হতে বালক ও বালিকা আলাদা শাখা।
* প্রজেক্টরের সাহায্যে ক্লাস পরিচালনা।
* সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে ক্লাস মনিটরিং।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : আমি ইরাক প্রবাসী। আশূরা উপলক্ষে শী'আরা বিশেষ খাবার রান্না করে এবং বলে যে, এই খাবার আল্লাহ্র জন্য, কিন্তু এর ছওয়াব হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য। আমি যদি তা না খাই তবে অনেক সমস্যায় পতিত হ'তে হবে। এক্ষণে সেটা খাওয়া কি জায়েয হবে?

-আযীয, বহুরা, ইরাক।

উত্তর : আশূরা উপলক্ষে ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে দু'দিন নফল ছিয়াম রাখা ব্যতীত আর সকল কর্মই বিদ'আত। অতএব এ উপলক্ষে শী'আ বা সুন্নীদের যেকোন অনুষ্ঠান বা খাদ্য ভক্ষণ সবই নাজায়েয *(দ্রঃ 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' পুস্তিকা)*। এক্ষণে প্রশ্নমতে যদি সে খাবার গ্রহণ না করলে বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়, তবে একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় সে খাবার গ্রহণে কোন গোনাহ নেই *(বাক্বারাহ ২/১৭৩ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : বাংলাদেশের বর্তমান আদালতগুলি বৃটিশ আইনে পরিচালিত হয়। এক্ষণে এখানে আইন পেশায় অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মিছবাহুল ইসলাম, পাবনা।

উত্তর : সাধারণভাবে আইনী সহায়তা কোন নাজায়েয পেশা নয়। তবে সেখানে সর্বদা সত্যকে বিজয়ী করা, যুলুমের প্রতিরোধ করা এবং মানুষকে তার হক ফেরত দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। যাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হয় এবং অপরাধী ছাড়া না পায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে এবং পাপ ও শত্রুতার কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/০২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/২৩১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১/৬০৯-৬১০)*। আর বৃটিশ আইন প্রচলনের দায়ভার বর্তাবে সরকারের উপর। যতদিন ইসলামী আইনের বিপরীতে তা চালু থাকবে, ততদিন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ পাপী হ'তে থাকবে। কেননা আল্লাহ্র বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় *(ইউসুফ ৪০, মায়েদাহ ৫০ প্রভৃতি)*। সুতরাং যিনি আইনজীবী হিসাবে কাজ করবেন তার আবশ্যিক দায়িত্ব হবে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার পাশাপাশি নিজ অবস্থানে থেকে ইসলামী আইন প্রবর্তন এবং তার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। এটা তার ঈমানী দায়িত্ব *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

এতদ্ব্যতীত প্রচলিত আইনের সবকিছুই যে শারঈ আইনের বিরোধী, তা নয়। যেমন সিভিল আইন, মুসলিম পারিবারিক আইন প্রভৃতি। সুতরাং একজন আল্লাহভীরু আইনজীবী সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আল্লাহ্র আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে এ পেশায় জড়িত থাকতে পারেন।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সূরা ক্বাছাছ ৮৮ আয়াতের তা'বীলের কারণে ইমাম বুখারীকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন কি?

-গোলাম কাদের, চট্টগ্রাম।

উত্তর : নাঊযুবিল্লাহ! ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে কাফের আখ্যায়িত করার প্রশ্নই আসে না। আলবানীসহ সকল যুগের বিদ্বানগণের নিকট ইমাম বুখারী (রহঃ) পরম শ্রদ্ধার পাত্র। মূলতঃ বিষয়টি যে প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে তা হ'ল, আল্লাহ্র বাণী 'সব কিছুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ৮৮)* আয়াতের ব্যাখ্যায় 'ইল্লা ওয়াজহাহু' (তাঁর চেহারা ব্যতীত)-এর অর্থ ইমাম বুখারী (রহঃ) 'তাঁর রাজত্ব' করেছেন *(বুখারী ৬/১১২, সূরা ক্বাছাছের আলোচনা)*। যা বাহ্যদৃষ্টিতে তা'বীল মনে হয়। এর উত্তর হ'ল, প্রথমতঃ ছহীহ বুখারীর নাসাফী বর্ণিত নুসখা মোতাবেক তাফসীরটি ইমাম বুখারীর নয়, বরং মা'মারের *(ফাৎহুল বারী ৮/৫০৫)*। দ্বিতীয়তঃ এটি যদি তাঁর নিজের বক্তব্যও হয়ে থাকে, তবে তাঁর উদ্দেশ্য আল্লাহ্র ছিফাতের তা'বীল করা নয়, বরং লাযেম দ্বারা মালযূম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহর চেহারা বাকী থাকার অর্থ আল্লাহ্র সত্তা এবং তাঁর রাজত্ব বাকী থাকা। সালাফে ছালেহীন কখনও কখনও এমন সম্পূরক তাফসীর করতেন, যা মূলতঃ তা'বীল নয় এবং পরস্পর বিরোধীও নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৯০)*। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) যে সালাফে ছালেহীনের মতই আল্লাহ্র বিভিন্ন ছিফাতে বিশ্বাস করতেন, তার প্রমাণ ছহীহ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়েই রয়েছে। যেমন, باب (قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ). وَسَمَّى اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا. وَسَمَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ. وَقَالَ (كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ) *(বুখারী ৯/১২৪)*। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। শায়খ আলবানীকে ইমাম বুখারীর উক্ত তাফসীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে, তিনি বিদ্বানসূলভ জাযবায় বলেছিলেন যে, 'এরূপ কথা কোন মুমিন মুসলমান বলতে পারে না'। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি এমন তাফসীর ইমাম বুখারীর নিজস্ব কি-না তাতে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, المهم أن نتره الإمام البخاري أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات وهو سلفي العقيدة والحمد لله 'মূলকথা হ'ল, আমরা ইমাম বুখারী এই আয়াতের তা'বীল করেছেন- এমন ধারণা থেকে তাঁকে মুক্ত করতে চাই। কেননা তিনি হাদীছের ইমাম এবং আল্লাহ্র ছিফাতের ক্ষেত্রে তিনি সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা পোষণকারী আলহামদুলিল্লাহ *(মওসূ'আতুল আলবানী ফিল আক্বীদাহ ৬/৩২৬, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ক্যাসেট নং ৭৩৮)*। সুতরাং শায়খ আলবানী ইমাম বুখারীকে কাফের বলেছেন, একথা নিতান্তই ভিত্তিহীন এবং অপবাদ মাত্র।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : আমার সৎমা আমার সহোদর ভাইয়ের ছেলেকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি কত ঢোক পান করিয়েছেন এ নিয়ে তার সন্দেহ আছে। একারণে কি তিনি মাহরাম সাব্যস্ত হবেন? কারণ আমার এই ভাইপো আমার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-আব্দুল মজীদ, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : ঢোক নয় বরং অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতে, পৃথক পৃথক সময়ে পাঁচবার দুধ পান করালেই একজন নারী দুধ মা হিসাবে সাব্যস্ত হবেন *(মুসলিম হা/১৪৫১; মিশকাত হা/৩১৬৭; আশ-শারহুল মুমতে' ১২/১১২-১১৩, ১৩/৪২৭)*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'একবার বা দু'বার দুধপান অথবা এক চুমুক বা দু'চুমুক হারাম সাব্যস্ত করে না *(মুসলিম হা/১৪৫১; মিশকাত হা/৩১৬৪)*।

প্রশ্নমতে দুধ পান করানোর সংখ্যায় যেহেতু সন্দেহ বিদ্যমান,

Contents

সেহেতু প্রথমতঃ নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং মিথ্যায় রয়েছে সন্দেহ' *(তিরমিযী হা/২৫১৮, মিশকাত হা/২৭৭৩)*। আর যদি নিশ্চিত হওয়া না যায়, তবে সেক্ষেত্রে মূল বিধান হ'ল, মাহরাম সাব্যস্ত না হওয়া' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ক্রমিক ১৫০১৮, ২১/১২)*। এমতাবস্থায় এ বিয়েতে বাধা নেই।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে বেশী ছওয়াব পাওয়ার জন্য কষ্টকর অবস্থাকে বেছে নেয়া কি ব্যক্তির জন্য শরীআ'তসম্মত? যেমন- গরম পানি থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযূ করা কিংবা নিকটে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও দূরের মসজিদে যাওয়া। কারণ আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টকর বিষয় খুঁজে বেড়ায় সে ছওয়াব পাবে না। সঠিক উত্তর জানতে চাই।

-পারভেয আলম সরদার, বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইবাদত করার জন্য অধিকতর কষ্টকর অবস্থাকে ছওয়াব হাছিলের লক্ষ্য বানানো শরী'আতসম্মত নয়। এতে কোন ছওয়াব নেই। কেননা কৃচ্ছ্রতা সাধন ইসলামী ইবাদতের ঈপ্সিত লক্ষ্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন বিজয়ী হয়ে যাবে (অর্থাৎ সে পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে)। সুতরাং তোমরা সঠিক পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর' *(বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬)*। রাসূল (ছাঃ)-কে দু'টি বিষয়ে ইখতিয়ার দেওয়া হ'লে তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন *(বুখারী হা/৬৭৮৬; মুসলিম হা/২৩২৭)*। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ পায়ে হেঁটে হজ্জ করে, যাতে হজ্জ পালনে কষ্ট হয় এবং ছওয়াব বেশী হয়; তবে তা শরী'আতসম্মত হবে না। কেননা এটা শরী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২৮১; শাত্বেবী, আল-মুওয়াফাক্বাত ২/২২২)*।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয় না। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রেও কি এটি প্রযোজ্য হবে? যেমন কোন ব্যক্তির রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ঋণ নেয়া আছে। যে ঋণ পরিশোধ করতে তার আজীবন লেগে যাবে। এই ব্যক্তির উপর কি হজ্জ ফরয?

-মীর কাসেম আলী, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর: যদি কোন ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা আবশ্যিক হয়, তাহ'লে হজ্জের উপর ঋণ পরিশোধ প্রাধান্য পাবে। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার আগেই ঋণ হয়েছে। কিন্তু যদি তা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হয়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি মনে করে যে, ঋণ পরিশোধের মেয়াদে সে তা পরিশোধ করতে পারবে এবং তার কাছে হজ্জের জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদিও রয়েছে, তাহ'লে ঋণ থাকা সত্ত্বেও তার উপর হজ্জ ফরয হবে। আর যদি সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, তাহ'লে ফরয হবে না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৮৩)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : জনৈক ব্যক্তি মসজিদের পার্শ্ববর্তী বাড়ী থেকে শয়তান তাড়ানোর জন্য আযান দিয়ে থাকে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-আনোয়ার হোসাইন, শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : মুওয়াযযিন আযান ও ইক্বামত দিলে শয়তান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পালিয়ে যায়' *(বুখারী হা/৬০৮; মুসলিম হা/৩৮৯; মিশকাত হা/৬৫৫)*। কিন্তু শয়তান তাড়ানোর জন্য পৃথকভাবে আযান দেওয়ার কোন বিধান নেই। তবে এজন্য 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম' পাঠ করা যায় *(বুখারী হা/৬১১৫; মুসলিম হা/২৬১০; মুমিনুন ২৩/৯৭-৯৮)*। এছাড়া সূরা বাক্বারাহ ও হাদীছে বর্ণিত দো'আগুলো পাঠ করা যেতে পারে *(মুসলিম হা/৭৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৫৮)*। বিশেষতঃ নিম্নের দো'আটি পাঠ করা যায়- আ'ঊযুবি কালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন শার্‌রি মা-খলাক্ব *(মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২৩)*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : মায়ের গোসলের পানি দ্বারা বরকত হাছিল করা যাবে কি?

-মুবারক হোসাইন, আটঘরিয়া, পাবনা।

উত্তর : এটি বিদ'আতী কাজ। রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো পানি বা অন্য কিছু দ্বারা বরকত হাছিলের কামনা করা বিদ'আত *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৬৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৬৫)*। ইমাম শাত্বেবী বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর ছাহাবীগণ এমনকি চার খলীফা থেকে এমন কর্মের মাধ্যমে বরকত হাছিলের পক্ষে কোন দলীল নেই। দলীল না থাকাই তা পরিহার করার ব্যাপারে ছাহাবীগণের ঐক্যমতের প্রমাণ বহন করে *(আল-ই'তিছাম ১/৪৮২)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : ফেরাঊন যখন নীল নদে পানিতে ডুবে যাচ্ছিল তখন জিব্রীল (আঃ) তার মুখে মাটি প্রবেশ করিয়েছিলেন যাতে সে কালেমা পড়ে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করতে না পারে। উক্ত ঘটনাটি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-আব্দুল আহাদ, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরাঊনকে যখন পানিতে ডুবিয়ে দিলেন তখন সে বলল, 'আমি ঈমান আনলাম তার প্রতি, যার উপর বনু ইসরাঈল ঈমান এনেছে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই' *(ইউনুস ১০/৯০)*। জিব্রীল বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আমাকে ঐ সময় দেখতেন যখন আমি সমুদ্র হ'তে কালো কাদামাটি তুলে তার মুখে ঢালছিলাম যাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তাকে পরিবেষ্টন না করে *(তিরমিযী হা/৩১০৭-০৮; আলবানী উক্ত বর্ণনার সনদ হাসান লিগায়রিহি বলেছেন (ছহীহাহ হা/২০১৫)*। আরনাঊত্ব ইবনু আব্বাস থেকে মওকূফ বলেছেন *(আহমাদ হা/২১৪৪, ২২০৩)*। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, ফেরাঊন যখন আযাব প্রত্যক্ষ করল, তখন সে ঈমান আনার সংকল্প করল। কিন্তু জিব্রীল তার মুখে মাটি ভরে দিলেন। তখন সে জিব্রীলের নিকট সত্তর বার সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু জিব্রীল তাকে সাহায্য করলেন না। তখন আল্লাহ জিব্রীলকে ভর্ৎসনা করে বললেন, ফেরাঊন তোমার নিকট ৭০ বার সাহায্য চাইল তুমি তাকে সাহায্য করলে না? আমার ইয্যতের কসম! সে যদি আমার নিকট সাহায্য চাইত তাহ'লে আমি তাকে সাহায্য করতাম *(সুয়ূতী, ই'জাযুল কুরআন ২/৩৬৯-৭০)*। বর্ণনাটি সনদবিহীন, যা অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া বর্ণনাটি মুনকার ও কুরআন বিরোধী। কারণ ফেরাঊন ঈমান আনার কথা বলেছিল এবং আল্লাহ্‌র নিকটেই সাহায্য চেয়েছিল *(গাফের ৪০/৮৪-৮৫)*। কিন্তু আল্লাহ তার শেষ মুহূর্তের ঈমান কবুল করেননি। তিনি বলেন, 'এখন? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছিলে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে' *(ইউনুস ১০/৯১)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : নারীদের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বের হ'লে তা কি হায়েয হিসাবে গণ্য হবে এবং এ অবস্থায় ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-হেলেনা আখতার, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : এটি হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না। বরং প্রদর রোগ। অতএব ছিয়াম পালনে কোন বাধা নেই। 'হায়েয' বলা হয় প্রবহমান রক্তকে, যা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবিরতভাবে নির্গত হয়। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি তা নয়। উছায়মীন বলেন, এ অবস্থায় তার ছিয়াম সঠিক। কারণ এই রক্ত শিরা থেকে বের হয়েছে, যা কিছুই নয়। আলী (রাঃ) থেকে এ মর্মে আছার বর্ণিত হয়েছে *(আহকামুল হায়েয ১/১২১)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : জুম'আর ছালাতে খত্বীব ছাহেবের জন্য ছালাতের ইমামতি করা সুন্নাত কি?

-আব্দুল আলীম, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : হ্যাঁ সুন্নাত। কারণ রাসূল (ছাঃ) নিজে খুৎবা দিতেন এবং তিনিই ইমামতি করতেন। ইবনু কুদামা বলেন, সুন্নাত হ'ল যিনি খুৎবা দিবেন তিনিই ইমামতি করবেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) উভয়টি নিজেই করতেন। অনুরূপভাবে পরে খুলাফায়ে রাশেদীনও এমনটি করেছেন। তবে ওযরের কারণে একজন খুৎবা দিলে এবং অপরজন ইমামতি করলে তা জায়েয হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৮৬)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : আত-তাহরীক একাধিকবার ফৎওয়া প্রদান করেছে যে, ইসলামী ব্যাংকের সাথে লেনদেন সূদের পর্যায়ভুক্ত। অথচ এর বিকল্প কোন সমাধান দেওয়া হয় না। তাহ'লে কি ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ? না-কি ফৎওয়া বোর্ডের ব্যর্থতা?

-মকবূল হোসাইন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। রাজনীতি, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই এটি পূর্ণাঙ্গ *(বাক্বারাহ ২০৮; মায়েদাহ ৩)*। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের হাতেই এর রাজনীতি ও অর্থনীতি উপেক্ষিত। অথচ দু'টি পরস্পরে সম্পর্কিত।

ইসলামী অর্থনীতি এবং প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভিন্ন বিষয়। কেবল মাসিক আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া বোর্ড নয় বরং ইসলামী ব্যাংকের জনক বলে পরিচিত শেখ ছালেহ কামেল সহ সংশ্লিষ্টগণই এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রেই সূদমুক্ত নয়। তাছাড়া প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ধারণা পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপজাত ও সহগামী; যা পুঁজি সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে, পুঁজির প্রবাহ সৃষ্টি করে না। এতে ধনী ও গরীবের অস্বাভাবিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সেজন্য এটি ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণমুখী ধারণার সাথে তা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিশুদ্ধি কিংবা বিকল্প অনুসন্ধানের জন্য ইসলামী অর্থনীতিবীদগণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রবন্ধ-ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রগতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা, মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর'১২ ও জানুয়ারী'১৩ সংখ্যা)*। আমরা আশাবাদী যে, অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কোন তাক্বওয়াশীল নেতৃত্বের অধীনে এমন 'বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান'সমূহ গড়ে উঠবে যা সম্পূর্ণ সূদমুক্তভাবে মুসলিম উম্মাহর চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। ততদিন পর্যন্ত আমাদের বিকল্পের অনুসন্ধানে থাকতে হবে। বিকল্প সমাধান না পাওয়ার অর্থ এটা নয় যে, সমস্যা এড়িয়ে যেতে হবে এবং প্রচলিত ব্যবস্থাকে শরী'আত সম্মত বলতে হবে। বরং সমস্যা চিহ্নিত করার মধ্য দিয়েই সমাধান বেরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : হজের সময় আরাফাহ ময়দানে মু'আল্লিমগণ তাদের হাজীদের নিয়ে দলবদ্ধ মুনাজাত করেন। এটি শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আসাদুল ইসলাম, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এটি শরী'আত সম্মত নয়। কেননা হজ্জের সময় আরাফাহ ময়দানে রাসূল (ছাঃ) বা সালাফে ছালেহীন দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করেছিলেন মর্মে কোন দলীল নেই। বরং আরাফাহ ময়দানে প্রত্যেকে একাকী আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় প্রার্থনা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এমন কোন দিবস নেই যেখানে আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিবসের চাইতে বেশী বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। এদিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন ও তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, ওরা কী চায়! *(মুসলিম হা/১৩৪৮; মিশকাত হা/২৫৯৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা আরাফায় অবস্থানরতদেরকে নিয়ে আসমানবাসীদের সাথে গর্ব করে বলেন, আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা আমার কাছে এসেছে এলোমেলো ও ধুলায় ধূসরিত অবস্থায় *(হাকেম হা/১৭০৮; ছহীহুল জামে' হা/১৮৬৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৫২)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, এই দুনিয়ায় ওলীগণ আমাদের সাহায্যকারী। তারা আমাদের বিপদে সাহায্য করে থাকেন যেমন আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ)। তারা দলীল হিসাবে সূরা মায়েদাহ ৫৫ আয়াতটি পেশ করে থাকে। এই বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

-নূর জাহান বেগম, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। সূরা মায়েদাহ ৫৫ আয়াতের অনুবাদ হ'ল- 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ। যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা হয় বিনয়ী'। অত্র আয়াতে ওলী বলে আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের বুঝানো হয়েছে। আর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা ছালাত আদায়কারী, যাকাত প্রদানকারী ও বিনয়ী হবে। অত্র আয়াতের শেষে ইহূদী ও নাছারাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যার মর্ম হ'ল তোমরা সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহকে ও বন্ধু হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও মুমিনদেরকে গ্রহণ করবে; অন্যথায় বিপাকে পড়বে *(ত্বাবারী, কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। অতএব অত্র আয়াত থেকে মৃত ও জীবিত কোন পীর উদ্দেশ্য নয়। বরং সকল মুমিন ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী বা বন্ধু।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : আমি নানীর দুধ পান করে বড় হয়েছি। বড় হয়ে বড় মামার মেয়েকে বিয়ে করেছি এবং একটি ছেলে সন্তান হয়েছে। এক্ষণে আমাদের বিবাহ কি শুদ্ধ ছিল? শুদ্ধ না হ'লে আমাদের সন্তানের কি হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহবূব আলম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শরী'আতসম্মত হয়নি। কারণ আপনার মামা আপনার দুধভাই। যেমন হামযা (রাঃ) চাচা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর দুধভাই। আর দুধ ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বংশীয় সূত্রে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধপান সূত্রেও সেসকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম' *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৫-৪৭; মিশকাত হা/৩১৬১)* এক্ষণে এই বিবাহ বিচ্ছেদ করে উভয়ে আলাদা হয়ে যেতে হবে *(বুখারী হা/২০৫২)*। যদি সন্তান কোলের শিশু হয়, তবে অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মায়ের প্রতিপালনাধীনে থাকবে *(আবুদাঊদ হা/২২৭৬; মিশকাত হা/৩৩৭৮; ছহীহাহ হা/৩৬৮)*। অতঃপর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার পর মাতা বা পিতা যার নিকটে সে থাকতে চায় তার নিকটে থাকবে *(আবুদাঊদ হা/২২৭৭; নাসাঈ হা/৩৪৯৬; মিশকাত হা/৩৩৮০;*

ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৯)। সন্তান যার নিকটেই থাকুক না কেন, পিতা ও মাতা উভয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। এক্ষেত্রে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। আর যথারীতি সে পিতার সম্পত্তির অংশীদার হবে, কেননা এটি 'শিবহে নিকাহ' বা বিবাহের অনুরূপই ছিল *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১০৩)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : জনৈক আলেম বলেন, সাত প্রকারের ঘুম আছে। যেমন ১. নাওমুল গাফেলীন, ওয়ায মাহফিলে ঘুমানো। ২. নাওমুল আশক্বিয়া, ছালাতের সময় ঘুমানো। ৩. নাওমুল মালঊনীন, ফজরের ছালাতের সময় ঘুমানো। ৪. নাওমুল মু'আযযিবীন, ফজরের আযান থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমানো। ৫. নাওমুর রাহাহ অর্থ প্রশান্তির ঘুম। এসময়ের স্বপ্ন সত্য হয়। ৬. নাওমুল মারখূছ, মাগরিব ও এশার ছালাতদ্বয়ের পরে ঘুমানো। এসময় ঘুমানোয় কোন দোষ নেই। ৭. নাওমুল হাসরাহ অর্থ ক্ষতির ঘুম। এটি হ'ল জুম'আর রাতের ঘুম। এমন ভাগাভাগির কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-আনছারুল ইসলাম, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এভাবে শ্রেণী বিন্যাসের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তাছাড়া এতে কিছু বাড়াবাড়ি রয়েছে। কারণ ঘুমের মৌলিক বিষয় হ'ল সেটি জায়েয এবং যেকোন সময় যেকোন কারণে তা হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রি ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা ও তার মধ্যে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে (বুঝদার) শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য' *(রূম ৩০/২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শোন! নিদ্রা অবস্থার কোন অবহেলা ধর্তব্য নয় *(তিরমিযী হা/১৭৭; ছহীহুল জামে' হা/২৪১০)*। সুতরাং মানুষ প্রয়োজনবোধে যেকোন সময় ঘুমাতে পারে। তবে ছালাত আদায় না করে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমালে কঠিন শাস্তির কথা হাদীছে এসেছে। জাহান্নামে তার মাথা অব্যাহতভাবে পাথর দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১)*। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের ফজরের ছালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমাতেন না *(মুসলিম হা/৬৭০; মিশকাত হা/৪৭৪৭)*। এসময় রিযিকে বরকত হয় এবং রিযিক বণ্টন করা হয়। এজন্য এসময় না ঘুমানোই সমীচীন, যদিও নিষেধাজ্ঞা নেই *(আবুদাঊদ হা/২৬০৬; মিশকাত হা/৩৯০৮)*। এছাড়া এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানোকে রাসূল (ছাঃ) অপসন্দ করতেন *(বুখারী হা/৫৬৮; মুসলিম হা/৬৪৭)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : আমার মা পাঁচ বছর পূর্বে মারা গেছেন। আমি তার মুছল্লায় (জায়নামাযে) ছালাত আদায় করি এবং নিয়ত করি যে, এতে আমার যে ছাওয়াব হবে তার সমপরিমাণ আমার মায়ের জন্যও যেন হয়। এরূপ নিয়ত করা কি শরী'আত সম্মত?

-মায়মূনা ফারযানা, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ নিয়ত শরী'আত সম্মত নয়। কারণ দৈহিক ইবাদত অন্যের উপকারে আসে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মানুষের জন্য ততটুকুই প্রাপ্য, যতটুকুর জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫/৩৯)*। তবে নির্দিষ্ট কিছু নেকীর কাজ রয়েছে যা একজন পালন করে অন্যজনকে পৌঁছাতে পারে। যেমন- (১) হজ্জ ও ওমরা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১২, ২৫২৮)*। (২) ছাদাক্বা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)* (৩) দো'আ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)* (৪) কারো পক্ষে থেকে ক্বাযা ও মানতের ছিয়াম *(বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩)*। প্রকাশ থাকে যে, কিছু ইবাদত রয়েছে যার ছওয়াব বান্দা মৃত্যুর পরও পেতে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীত- ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, ২. ইল্ম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, ৩. সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, অচিরেই ফোরাত নদী তার মধ্যস্থিত স্বর্ণভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিবে। কিন্তু তা গ্রহণ করা যাবে না। হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

-আব্দুল ওয়াজেদ, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এটি ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম, যা এখনও প্রকাশিত হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবনু নাওফাল (রহঃ) বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, মানুষ বিভিন্নভাবে দুনিয়াবী সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত থাকবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, শীঘ্রই ফোরাত নদী তার গর্ভস্থিত স্বর্ণ পাহাড় বের করে দিবে। এ কথা শুনামাত্রই লোকজন সেদিকে ছুটে যাবে। তখন সেখানকার লোকেরা বলবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছেড়ে দেই, তবে তারা সবকিছুই নিয়ে যাবে। ফলে তারা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং এতে প্রতি একশ'-র মধ্যে নিরানব্বই জনই নিহত হবে' *(মুসলিম হা/২৮৯৫; আহমাদ হা/২১২৯৭; মিশকাত হা/৫৪৪৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রত্যেকে বলবে, আমি এ যুদ্ধে বেঁচে যাব এবং স্বর্ণের পাহাড়টি দখল করে নেব *(মুসলিম হা/২৮৯৪; মিশকাত হা/৫৪৪৩)*।

প্রথম হাদীছে 'কানযুম মিনায যাহাব' বলা হয়েছে, যার অর্থ 'লুক্কায়িত স্বর্ণভাণ্ডার'। এতে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীছে বলা হয়েছে 'জাবালুম মিনায যাহাব' অর্থ 'স্বর্ণের পাহাড়'। এতে প্রকাশিত হওয়ার পরের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) আরেক বর্ণনায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'সে সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা (স্বর্ণ) থেকে কিছুই গ্রহণ না করে' *(বুখারী হা/৭১১৯; মুসলিম হা/২৮৯৪; মিশকাত হা/৫৪৪২)*। কারণ সেখানে পৌঁছতে হ'লে তার নিজের জন্য এবং অপরের জন্য সমূহ ক্ষতির আশংকা রয়েছে *(দলীলুল ফালেহীন ৮/৬৪৫; ফাৎহুল বারী ১৩/৮১)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'তুমি (কুরবানীর দিনে) তোমার চুল ও নখ কাটবে, তোমার গোঁফ খাট করবে এবং নাভীর নীচের লোম ছাফ করবে। এটাই তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট পূর্ণ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে'। অত্র হাদীছটির ব্যাপারে শু'আইব আরনাঊত্ব সনদ হাসান এবং আলবানী সনদ যঈফ বলেছেন। উপরোক্ত মতামতগুলির মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে?

-রফীকুল ইসলাম, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : হাদীছটি মুসনাদে আহমাদ *(হা/৬৫৭৫)*, আবুদাঊদ *(হা/২৭৮৯)*, নাসাঈ *(হা/৪৪৩৯)*, ছহীহ ইবনে হিব্বান *(হা/৫৯১৪)*, ত্বাবারাণী মু'জামুল কাবীর *(হা/১৫৭, ১৫৮)*, সুনান দারাকুৎনী *(হা/৪৭৪৯)*, হাকেম মুস্তাদরাক *(হা/৭৫২৯)*, বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা *(হা/১৯০২৮-২৯)* প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী দু'টি কারণে হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। (১) তিনি ঈসা বিন হেলাল আছ-ছাদাফীকে অজ্ঞাত ও অপ্রসিদ্ধ বলেছেন এবং (২) হাদীছটির মতনে কিছু অসংগতি রয়েছে *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৮২, ২/৩৭০ পৃ.; মিশকাত হা/১৪৭৯)*। তবে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব রাবী ঈসা বিন হেলালকে শক্তিশালী ও প্রসিদ্ধ মন্তব্য করে হাদীছটির সনদ 'শক্তিশালী' বলেছেন

(তাহকীক সুনান আবুদাঊদ হা/২৭৮৯, ৪/৪১৭)। তাহকীকে দেখা যায়, ঈসা বিন হেলাল অপ্রসিদ্ধ রাবী নন, বরং তাঁর থেকে বেশকিছু রাবী হাদীছ বর্ণনা করেছেন *(তাহযীবুল কামাল, ক্রমিক ৪৪৬৯)*। ইয়াকূব আল-ফাসাভী (২৭৭ হিঃ) ঈসা বিন হেলালকে মিসরবাসী 'ছেক্বাহ' তাবেঈদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৫১৫)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী তাকে সত্যবাদী (صدوق) বলেছেন *(তাক্বরীব, ক্রমিক ৫৩৩৭)* এবং যাহাবী সহ একদল বিদ্বান তাকে 'বিশ্বস্ত' বলেছেন *(আল-কাশিফ, ক্রমিক ৪৪০৫)*। এছাড়া ইমাম তিরমিযী ঈসা বিন হেলাল বর্ণিত অন্য একটি হাদীছকে 'ছহীহ' বলেছেন *(তিরমিযী হা/২৫৮৮)*। যার অর্থ তিনিও ঈসা বিন হেলালকে শক্তিশালী মনে করেন। ইমাম নাসাঈ হাদীছটি বর্ণনা করলেও কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। সুতরাং শু'আইব আরনাঊত্বের মন্তব্যটিই এখানে অগ্রাধিকারযোগ্য এবং হাদীছটি কমপক্ষে 'হাসান' পর্যায়ের। সম্ভবতঃ শায়খ আলবানী রাবী ঈসা বিন হেলাল সম্পর্কে ইয়াকূব আল-ফাসাভীর 'তাওছীক' লক্ষ্য করেননি। এছাড়াও তিনি হাদীছটির মতনে যে অসংগতির কথা বলেছেন সেটি মৌলিক ত্রুটি নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (২০/১০০) : সূরা বাক্বারাহ ৩০ আয়াতে মানুষকে আল্লাহ্র খলীফা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা কি?

-তানভীর আহমাদ, আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : 'খলীফা' অর্থ প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত। মানুষকে যেহেতু জিন জাতির পর পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু তাদেরকে খলীফা বা জিন জাতির স্থলাভিষিক্ত বলা হয়েছে *(তাফসীর ত্বাবারী হা/৬০১, ১/৪৫০)*। ইবনু কাছীর বলেন, এর দ্বারা এমন জাতিকে বুঝানো হয়েছে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং বংশ পরম্পরায় আগমন করতে থাকবে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ৩০ আয়াত)*। এই আয়াতের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজে নেতা বা খলীফা নির্বাচন আবশ্যিক বলে ইমাম কুরতুবী মন্তব্য করেছেন, যার কথা শোনা হয় ও আনুগত্য করা হয় এবং যার মাধ্যমে খলীফা সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা যায় *(তাফসীরে কুরতুবী ১/২৬৪, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : আমি গ্রীসে পুলিশের হেফাযতে শরণার্থী ক্যাম্পে আছি। এখানে মুরগীর গোশত, কাবাব ও অন্যান্য খাবার দেয়, যা খৃষ্টানদের যবেহকৃত। এগুলি খাওয়া যাবে কি?

-শফীউল ইসলাম, গ্রীস।

উত্তর : আহলে কিতাব তথা ইহূদী এবং খৃষ্টানদের যবেহ করা হালাল পশু খাওয়া জায়েয, যদি তারা যবহের সময় আল্লাহ্র নাম নেয়। আল্লাহ বলেন, 'আর আহলে কিতাবদের যবেহকৃত পশু তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের যবেহকৃত পশু তাদের জন্য হালাল' *(মায়েদাহ ৫/৫)*।যবেহের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেছে কি-না সে ব্যাপারে যদি সন্দেহ থাকে, সেক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া যেতে পারে *(বুখারী হা/৭৩৯৮; আবুদাঊদ হা/২৮২৯; মিশকাত হা/৪০৬৯)*। তবে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তা বর্জন করাই উত্তম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২; তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

প্রশ্ন (২২/১০২) : আমি প্রিন্টিং-এর ব্যবসা করি। ব্যবসায়িক স্বার্থে আমাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিরক-বিদ'আত, হারাম-হালাল ইত্যাদি কার্যাবলীর পোস্টার, দাওয়াতকার্ড ইত্যাদি ছাপাতে হয়। এগুলি করা বাদ দিলে ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হয়। আবার অর্ডার নিলে হারাম কাজের সাথে হালাল কাজও পাওয়া যায়। এক্ষণে হারাম কার্যাবলী করে দিয়ে সেগুলির লভ্যাংশ নেকীর আশা ব্যতীত দান করে দিলে উক্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

-যাকারিয়া হোসাইন, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পাপমুক্তির জন্য এরূপ চেষ্টা ও পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। তবে এতে সত্যিকার পাপমুক্তি ঘটবে না। কেননা এক্ষেত্রে শিরক-বিদ'আত ও হারামযুক্ত কার্যাবলী বন্ধ করে কেবল বৈধ ও শিরক-বিদ'আত মুক্ত কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং যদি ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হয়, তবুও তা-ই করতে হবে। কারো অন্যায়ের সহযোগী হওয়া যাবে না। প্রয়োজনে এ ব্যবসা ত্যাগ করে অন্য হালাল ব্যবসা করতে হবে। আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করে কাজ করলে তিনি রিযিকের হাযারও দুয়ার খুলে দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহ্কে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট' *(তালাক ৬৫/৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি যথার্থভাবে ভরসা কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সেইভাবে রূযী দান করবেন, যেভাবে পাখীদের দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে (বাসায়) ফিরে' *(তিরমিযী হা/২৩৪৪; ছহীহাহ হা/৩১০)*। অতএব আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে যথাসাধ্য অন্যায়ের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : পিতা-মাতার সেবা, সাংসারিক দায়িত্ব পালন ও সন্তান প্রতিপালনে অবহেলা করে দাওয়াতী কাজে বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে সময় কাটানো জায়েয হবে কি?

-ইদ্রীস আলী, দৌলতপুর বাজার, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ভারসাম্য বজায় রেখে উভয়টিই করতে হবে। নিঃসন্দেহে পরিবারের হক আদায় করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সেবা করার আদেশ দিয়েছেন *(ইসরা ১৭/২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, চক্ষুদ্বয়ের হক আছে, স্ত্রীর হক আছে এবং তোমার অতিথির হক আছে' *(বুখারী হা/১৯৭৫; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৪)*। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, 'আর তোমার উপর তোমার সন্তানের হক আছে' *(মুসলিম হা/১১৫৯)*। সুতরাং নিজ পরিবারের মৌলিক হকসমূহ আদায় করার পাশাপাশি দাওয়াতী কাজ করতে হবে। আর আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের নেকী সর্বাধিক *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের নিজস্ব ছওয়াবে কোনরূপ কমতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও ঠিক সেই পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের নিজস্ব গোনাহে কোনরূপ কমতি হবে না' *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে যার শেষটি নবী সম্পর্কে। এক্ষণে নবীকে শেষ প্রশ্নটি কিভাবে করা হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাঈমা খাতুন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এ ব্যাপারে কুরআনে বা হাদীছে কোন বর্ণনা নেই। তবে একদল বিদ্বান মনে করেন, যেমনভাবে শহীদগণ কবরে প্রশ্নের

সম্মুখীন হবেন না' *(নাসাঈ হা/২০৫৩)*, তেমনি নবীগণও কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন না *(ইবনুল ক্বাইয়িম, কিতাবুর রূহ ১/৮১-৮২)*।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আলী (রাঃ) ছালাতের রুকূ অবস্থায় তার হাতের আংটিটি ছাদাক্বা করলে সূরা মায়েদার একটি আয়াত নাযিল হয়। বর্ণনাটির সত্যতা জানতে চাই।

-মুকতাদির হোসেন, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাটি জাল। যা শী'আ রাফেযীরা আলী (রাঃ)-এর প্রতি অতিভক্তির আতিশয্যে তৈরী করেছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯২১)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কতিপয় মহামিথ্যুক বর্ণনা করেছে যে, আলী (রাঃ) ছালাতরত অবস্থায় হাতের আংটি দান করলে সূরা মায়েদাহ ৫৫ আয়াতটি নাযিল হয় *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৫৯)*। এক্ষণে উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ। যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা হয় বিনয়ী' *(মায়েদাহ ৫/৫৫)*। অর্থাৎ যারা কোনরূপ ভীতি, শ্রুতি ও প্রদর্শনী ছাড়াই স্রেফ আল্লাহ্র রেযামন্দী হাছিলের জন্য বিনীতভাবে ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : ঈদগাহে আদায়কৃত অর্থ ব্যয়ের খাত কি কি?

-হাজী আব্দুর রহমান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ঈদগাহে আদায়কৃত অর্থ মূলতঃ ঈদগাহের উন্নয়নে ব্যয় করবে। উদ্বৃত্ত অর্থ সমাজ কল্যাণমূলক যে কোন খাতে ব্যয় করা যাবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৬/৩১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/১৮,২০৬-২০৭)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : জোব্বা ও পায়জামা পরিহিত অবস্থায় তা টাখনুর নীচে নেমে গেলে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-যয়নাল আবেদীন, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে গোনাহগার হ'তে হবে। হাদীছে পোশাক ঝুলিয়ে টাখনু বা গোড়ালীর নীচে পরতে নিষেধ করা হয়েছে। তা জুব্বা, পায়জামা বা লুঙ্গী হ'লেও বিধান একই থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'টাখনুর নীচে কাপড়ের যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে' *(বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪)*। টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে (গোনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না *(মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : জানা সত্ত্বেও মাযহাবী কারণে ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক ছালাত আদায় না করলে তা কবুলযোগ্য হবে কি?

-সাদমান, কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর : এভাবে ছালাত কবূলযোগ্য হবে না। কারণ আল্লাহ অজান্তে কৃত অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও কেবল মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে তা ছেড়ে দিলে অবশ্যই সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কেননা ইবাদত কবূলের শর্ত ২টি। (১) ইখলাছ থাকা *(বাইয়েনাহ ৫; বুখারী হা/১; মুসলিম হা/৫৩০০)* এবং (২) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া *(মুসলিম হা/৩২৪৩, তিরমিযী হা/২৬০০)*। তিনি যদি ইমাম হন, তবে তার কারণে যত লোক বিভ্রান্ত হবে, সকলের পাপের সমপরিমাণ বোঝা তার উপরে চাপানো হবে *(নাহল ২৫; মুসলিম, মিশকাত হা/২১০)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত না হ'লেও সম্মানিত ইমামগণ থেকে বর্ণিত অনেক দো'আ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহু আকবার কাবীরা.... আছীলা। এক্ষণে এসব দো'আ পাঠ উত্তম বা সুন্নাত বলা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, পীরগঞ্জ, নাটোর।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত দো'আটি জনৈক ছাহাবী পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ) তার ফযীলত বর্ণনা করে বলেন, আমি বিস্মিত হ'লাম যে, তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হ'ল *(মুসলিম হা/৬০১; মিশকাত হা/৮১৭)*। এটি প্রমাণ করে যে, দো'আটি রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক অনুমোদিত। তবে দো'আটি ইমাম শাফেঈ ঈদায়েনের তাকবীর হিসাবে পড়তেন, যা রাসূল (ছাঃ) থেকে সরাসরি প্রমাণিত নয়। এতদসত্ত্বেও যেহেতু রাসূল (ছাঃ) ঈদের তাকবীর পাঠের জন্য আমভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই এর উপর আমল করা যাবে। অবশ্য একে সুন্নাত বলা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম, বাণী ও মৌন সম্মতিকেই কেবল সুন্নাত বলা হয়। অনুরূপভাবে ছাহাবীগণের আমল বা বাণীর উপর শর্তসাপেক্ষে আমল করা যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/১৪)*। যেমন ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে আরেকটি আছার বর্ণিত হয়েছে, যা সমাজে প্রসিদ্ধ- 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : চুরি, মদ্যপান, জুয়া খেলা ও মিথ্যা কথা বলায় অভ্যস্ত জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে তওবা করতে চাইলে তিনি তাকে কেবল মিথ্যা বলা থেকে নিষেধ করেন। লোকটি তা মেনে নিয়ে বাকী তিনটি কাজ করতে চায়। কিন্তু সত্য কথা বলতে গিয়ে পর্যায়ক্রমে সে বাকী কাজগুলি থেকে তওবা করতে বাধ্য হয়। এ কাহিনীটির কোন সত্যতা আছে কি?

-মামূন, মালিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : কাহিনীটি ভিত্তিহীন। তবে এটি বিভিন্ন গল্প ও সাহিত্যের বইপুস্তকে পাওয়া যায় *(জাহিয, আল-মাহাসিন ওয়াল আযদাদ ১/৬০; যামাখশারী, রবী'উল আবরার ৪/৩৪০; মুবাররাদ, আল-কামিল ফিল আদাব ২/১৫৬)*। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর নামে উক্ত কাহিনী বর্ণনা করার কোন সুযোগ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নিল' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মুসলিম হা/৪; মিশকাত হা/১৯৮, ২৩২)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : শিরক-বিদ'আত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও যেসব সমাজ প্রধানগণ উক্ত কাজে বাধা না দিয়ে বরং প্ররোচিত করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি কি হবে?

-নাজমুল হোসাইন, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তার পক্ষ হ'তে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে, কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না' *(তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কোন জাতির মধ্যে পাপ হ'তে থাকলে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিরোধ না করলে সত্বর আল্লাহ তাদের উপরে ব্যাপক প্রতিশোধ নামিয়ে দিবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৩৩৮; মিশকাত হা/৫১৪২)*। সুতরাং অন্যায়ের প্রতিরোধে সমাজনেতাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। যদি তারা সেটা না করে অন্যায় কাজে লিপ্ত হন এবং অপরকে অন্যায়ের প্রতি প্ররোচনা দেন, তবে তাদের শাস্তি সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী হবে। কিয়ামতের দিন পাপীরা এরূপ নেতাদেরকে দায়ী করে বলবে,

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল'। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দাও' *(আহযাব ৩৩/৬৭-৬৮)*।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : যাকাত ফরয হয়, এরূপ সম্পদ থাকলে কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায় কি?

-সুজন মোল্লা, আমীনপুর, পাবনা।*
**[আরবীতে সুন্দর নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : কুরবানী সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি যাকাত ফরয হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করলে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ঈদগাহে যেতে নিষেধ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; হাকেম হা/৩৪৬৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৮৭)*। এটা ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) ও ওমর ফারূক (রাঃ) অনেক সময় কুরবানী করতেন না *(বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১৮৮৯৩, সনদ হাসান; মাসায়েলে কুরবানী ৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : আমার কবরপূজারী জনৈক আত্মীয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এক পীরের মুরীদ হিসাবে কবরপূজায় লিপ্ত ছিলেন। এক্ষণে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয হবে কি?

-জালালুদ্দীন, ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : এরূপ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, 'নবী ও মুমিনের উচিত নয়, মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হয়। এ কথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী' *(তওবা ৯/১১৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) মা আমেনার কবর যিয়ারতে গেলেন। তখন তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর সাথীগণও কাঁদলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : স্যাণ্ডো গেঞ্জীর সাথে পাতলা জামা পরিধান করলে কাঁধ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে এ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। কেননা এর দ্বারা সত্যিকার অর্থে কাঁধ ঢাকা হয় না। আর উভয় কাঁধ পূর্ণরূপে ঢেকে রাখাই সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৪)*। অতএব সতর ঢাকার স্বার্থে পাতলা কাপড় নারী-পুরুষ সবারই পরিহার করা কর্তব্য। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও তাক্বওয়াপূর্ণ সুন্দর পোষাক পরে আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হওয়া যরূরী। আল্লাহ বলেন, তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : কাফেরদের সাদৃশ্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও হুকুম সম্পর্কে জানতে চাই। কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-সুরাইয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। এর ব্যাখ্যায় ত্বীবী বলেন, এর দ্বারা চেহারায়, চরিত্রে ও পোষাকে সাদৃশ্য বুঝানো হয়েছে। তবে পোষাকে সাদৃশ্যই প্রধান'। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, পোশাক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাফিরদের সাথে কিংবা ফাসিক, পাপাচারী কিংবা ছূফী ও নেককার ব্যক্তিদের সাথে সাদৃশ্য রাখা, অর্থাৎ ভালো কিংবা খারাপ যে সকল মানুষের সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে *(মিরক্বাত হা/৪৩৪৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৭/২৭৮২)*। মানাভী বলেন, তাদের মতে পোষাক পরিধান করা, তাদের পথে পরিচালিত হওয়া, পোষাকে ও কাজে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা *(ফায়যুল ক্বাদীর ৬/১০৪, হা/৮৫৯৩-এর ব্যাখ্যা)*। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার পরিধানে হলুদ রংয়ের দু'টি পোষাক দেখে বললেন, 'এগুলো কাফিরদের পোষাক। অতএব তুমি এসব পরবে না' *(মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/৪৩২৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমাদের কারো নিকট দু'টি কাপড় থাকলে সে যেন ঐগুলি পরেই ছালাত আদায় করে। আর একটিমাত্র কাপড় থাকলে সে যেন তা কোমরে বেঁধে নেয় এবং ইহূদীদের ন্যায় দু'কাঁধে ঝুলিয়ে না রাখে' *(আবুদাঊদ হা/৬৩৫; ইবনু খুযায়মা হা/৭৬৬)*।

এক্ষণে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- ১. অবৈধ সাদৃশ্য। অর্থাৎ জেনেশুনে কাফিরদের এমন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখা, যা তাদের ধর্ম-কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামী শরী'আতে যার সমর্থন নেই। এরূপ সাদৃশ্য হারাম এবং ক্ষেত্রবিশেষে কবীরা গুনাহ। ২. বৈধ সাদৃশ্য। অর্থাৎ যা মৌলিকভাবে কাফেরদের গৃহীত রীতি-নীতি থেকে গৃহীত হয়নি। বরং মুসলমানরা পরিধান করে এবং তারাও করে' *(দ্র. সুহায়েল হাসান, কিতাবুস সুনান ওয়াল আছার ফিন নাহিয়ে আনিত তাশাব্বুহে বিল কুফফার ৫৮-৫৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : পবিত্র কুরআনে দাওয়াতী ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এক্ষণে উক্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে সত্য গোপন করা বা নিফাকের আশ্রয় নেওয়া কি জায়েয হবে? হিকমতের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : কোন অবস্থাতেই সত্য গোপন বা নিফাকের আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। হিকমত বলতে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে' *(নাহল ১৬/১২৫)*। 'হিকমত' বলতে দলীল-প্রমাণ ও সঠিক জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*। হিকমতের আরেক অর্থ সুন্নাহ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের প্রতি তিনি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং তোমাদের উপর যে কিতাব ও হিকমাহ (সুন্নাহ) নাযিল করেছেন, তা স্মরণ কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩১)*। তিনি আরো বলেন, 'আর আল্লাহ্ তোমার উপর কুরআন ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুতঃ তোমার উপর আল্লাহ্র অসীম করুণা রয়েছে' *(নিসা ৪/১১৩)*। তিনি বলেছেন, 'তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিবেন' *(জুম'আ ৬২/২)*। অতএব হিকমতের নামে কোন অবস্থাতে প্রতারণা, মিথ্যা এবং নিফাকের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বরং সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও যথাযোগ্য আচরণ বজায় রেখে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করে যেতে হবে।

Contents

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : অফিসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি ১২ রাক'আত ছালাতুয যোহা আদায় করি। এটা জায়েয হবে কি?

-আইয়ূব আলী, লালমণিরহাট।

উত্তর : অফিসের নির্ধারিত সময়ে অফিসের কাজই করতে হবে। তবে অফিসের অনুমোদন থাকলে, কর্মে ফাঁকি দেওয়ার মানসিকতা না থাকলে এবং উপকারপ্রার্থী মানুষের কোন অসুবিধা না হ'লে তা শরী'আত সম্মত। এটি নফল ইবাদত, যা দায়িত্বে অবহেলা করে এবং জনগণের ক্ষতি করে আদায় করা যাবে না। কেবল অবসর থাকলে আদায় করা যেতে পারে *(ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ২/১৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : আল্লাহ কুরআনকে 'শিফা' বা আরোগ্য বলেছেন। এক্ষণে দ্রুত কল্যাণ লাভের জন্য কুরআনের বিভিন্ন আয়াত যেমন 'রব্বি ইন্নী বিমা আনঝালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাক্বীর' ৪০ বার, পাগলামী থেকে আরোগ্যের জন্য 'ইন্নাকা লামিনাল মুরসালীন' ১৩১ বার ইত্যাদি পাঠ করা যাবে কি?

-আবু তালেব, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : ছহীহ হাদীছের প্রমাণ ব্যতীত কুরআনের নির্দিষ্ট কোন আয়াত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও নির্দিষ্টবার পাঠ করা যাবে না। এটা বিদ'আত। তবে কুরআন মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির মহৌষধ *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/৩২২-৩২৩)*। তাই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থবোধক আয়াত অনির্দিষ্টবার পাঠ করায় কোন বাধা নেই। কারণ একই দো'আ বার বার পাঠ করা যায় *(উছায়মীন, ফৎওয়া নূরুন আলাদ দারব ১/৩৬)*। রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় তিনবার করে দো'আ পড়তেন *(মুসলিম হা/১৭৯৪; মিশকাত হা/৫৮৪৭)*। এছাড়াও তিনি কোন দো'আ ৩ বার, ৭ বার, ৩৩ বার এবং ১০০ বার করে পাঠ করেছেন। যা ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : আমি কোম্পানিতে চাকরী করি। অফিসের বাইরে কাজ করলে দুপুরের খাবার বাবদ ১৫০ টাকা নির্দিষ্টভাবে প্রদান করা হয়। ১৫ দিন পরপর বিল করে জমা দিলে কোম্পানি টাকা দেয়। এক্ষণে আমি ১০০ টাকার বা ৩০০ টাকার খেয়ে ১৫০ টাকার বিল জমা দিলে তা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ শরীফ, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী জায়েয হবে। তবে বাস্তবতায় তা মিথ্যা ভাউচার প্রদানের নামান্তর। এক্ষণে কোম্পানী যদি দিন হিসাব করে গড়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দুপুরে খাবার জন্য প্রদান করে এবং কর্মীরা সেখান থেকে ইচ্ছামত কম-বেশী খরচ করে, সেক্ষেত্রে মিথ্যা ভাউচার প্রদানের কোন সুযোগ থাকে না। তাই কোম্পানীর নিয়ম পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ের সংখ্যায় কোন পার্থক্য আছে কি?

-শফীক, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়কে তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৫)*। মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচ কাপড়ের হাদীছ যঈফ *(আবূদাঊদ হা/৩১৫৭, সনদ যঈফ)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর' *(মায়েদাহ ৩৫)*। এখানে বৈধ অসীলা হ'ল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সৎকর্ম। আর অবৈধ অসীলা হ'ল মৃত ব্যক্তি বা জড়বস্তু। **(৩) স্থানপূজা :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নেকীর উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহ, মসজিদ নববী ও মসজিদে আক্বছা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা যাবে না' *(বুঃ মুঃ)*। এর আলোকে তিনি লোকদের বিভিন্ন স্থানপূজা, বৃক্ষপূজা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করেন। **(৪) কবরপূজা :** আল্লাহ বলেন, 'তুমি কোন কবরবাসীকে শুনাতে পারো না' *(নামল ৮০)*। রাসূল (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপরে সৌধ নির্মাণ করতে ও সেখানে বসতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম)*। সেকারণ তিনি কবরে গিয়ে ফরিয়াদ করা, কবরে গেলাফ চড়ানো, সেখানে বাতি দিতে নিষেধ করেন। **(৫) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত তথা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব :** অর্থাৎ কোনরূপ পরিবর্তন, শূন্যকরণ, প্রকৃতি নির্ধারণ, তুলনাকরণ ও আল্লাহ্র উপর ন্যস্তকরণ ছাড়াই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই তার উপর ঈমান আনতে হবে। যাতে মানুষ সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহকেই ডাকে ও তার উপর ভরসা করে। অন্য কাউকে শরীক করেনা। **(৬) সর্বপ্রকার বিদ'আতের বিরোধিতা :** যেমন মীলাদ মাহফিল, আযানের পূর্বে যিকর ও পরে দরূদ পাঠ, মুখে নিয়ত পাঠ এবং ছূফীদের আবিষ্কৃত নানাবিধ বিদ'আতী রীতি। এসবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁর আন্দোলনকে ওয়াহ্হাবী, তাকফীরী, খারেজী ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি 'কারামতে আউলিয়া'কে অস্বীকার করেন বলেও মিথ্যাচার করা হয়। যেভাবে ভারতবর্ষে পরিচালিত আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বৃটিশ ভারতে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন বলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং আজও বিদ'আতীরা এই মহান সংস্কার আন্দোলনের অনুসারীদেরকে লা-মাযহাবী, বেদ্বীন ইত্যাদি বলে গালি দিয়ে থাকে। এইসব সংস্কার আন্দোলন নিয়ে সেযুগের স্বার্থপররা যেমন চিন্তা করেনি, এ যুগের স্বার্থপররাও তেমনি চিন্তা করে না। আল্লাহ সেযুগের শক্তিমানদের যেভাবে অবকাশ দিয়ে পর্যুদস্ত করেছেন, এযুগের শক্তিমানদেরও তেমনি অবকাশ দিয়ে পর্যুদস্ত করছেন। এভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই সংস্কার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে আল্লাহ্র ইচ্ছায়। বিরোধীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। বিভিন্ন দেশে যেনামেই পরিচয় থাক না কেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ছাড়া তা আর কিছুই নয়। ইমাম আবুদাঊদের ভাষায়, যদি আহলেহাদীছগণ না থাকত, তাহ'লে ইসলাম মিটে যেত'।

এটাই স্বাভাবিক যে, যেকোন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার অবর্তমানে তার অনুসারীদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেয়। আধুনিক সঊদী আরব তার ব্যতিক্রম নয়। এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শত্রুর চাইতে ধর্মীয় শত্রু বেশী। বিশেষ করে ৫৪১ বছর পর ১৩৪২ হি./১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কা'বাগৃহের চারপাশে প্রতিষ্ঠিত চার মাযহাবের চার মুছাল্লা উৎখাত করা হ'লে এবং শিরক ও বিদ'আতের ঘাঁটি সমূহ নিশ্চিহ্ন করা হ'লে এসবের শিখণ্ডীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে তাওহীদ ও সুন্নাহ্র পতাকাবাহী এই আদর্শ রাষ্ট্রটিকে পুনরায় বিদ'আতীদের কব্জায় আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে। যা আজও অব্যাহত আছে। এমতাবস্থায় সঊদী নেতৃত্ব যদি কথিত উদারতাবাদের ধোঁকায় পড়ে আদর্শচ্যুত হয়, তাহ'লে তাদের উপর থেকে আল্লাহ্র রহমত উঠে যাবে। বিশ্বের দিকে দিকে কোটি কোটি তাওহীদপন্থী মুসলমান হতাশ হবে। যারা এই রাষ্ট্রটিকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। অতএব আমরা সর্বদা মুসলিম বিশ্বের উপর হারামায়েন শরীফায়েন-এর তত্ত্বাবধায়ক এই রাষ্ট্রের অব্যাহত নৈতিক নেতৃত্ব কামনা করি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন! *(স.স.)*।